ওঁ নমস্তে ভগবতে বাসুদেবায়।

নারীধর্ম্ম।

শ্রীগিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(বিশেষরূপ পরিবর্দ্ধিত।)

১৩১৪
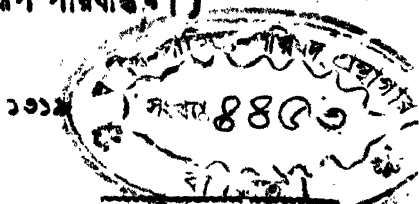
৩ নং মিরজাপুর ষ্ট্রীট হইতে
সেন, রায়, কোম্পানি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
২১৭-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীমাধব যন্ত্রে শ্রীইন্দু ভূষণ লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক মল্লিখিত কতিপয় প্রবন্ধ "সন্ধ্যা" ও প্রতিবাসী" প্রভৃতি সংবাদপত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। প্রথম প্রকাশকালে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলা প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধগুলি হিন্দুর গৃহে গৃহে বহুল প্রচারের জন্য পুনর্মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এতদিন পরে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইল। এখন যাঁহাদের জন্য লেখা তাঁহারা এই পুস্তকপাঠে কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার লাভ করিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

দ্বিতীয় বারের বক্তব্য।

যথার্থই আর্য্যনারীগণ বিশেষ আদরের সহিত "নারীধর্ম্ম" গ্রহণ করিয়াছেন এ জন্য তাঁহাদের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের দ্বিতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতে নারীধর্ম্মের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিলাম। তাঁহাদের অনুরোধ প্রথম সংস্করণে নারীধর্ম্ম বড় ক্ষুদ্রাকারের ছিল। এক খানি পুস্তক পাঠ করিয়াই, যাহাতে শিক্ষার চূড়ান্ত হয় তাঁহারা এইভাবে নারীধর্ম্ম প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবার তাহাই করা হইল—এ জন্য পুস্তকের আকার বৃহৎ হইল। আর এবার য়্যান্টিক কাগজে ব্লু ব্ল্যাক কালীতে পুস্তক খানি ছাপা হইয়াছে তাই পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য অনেক অধিক করিতে হইয়াছে। লিখিত বিষয়ের সমর্থন কল্পে বাস্তবিক ঘটনা ও পৌরাণিক ব্যাপার দিয়া বিষয় গুলি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী করিব মনে করিয়াছিলাম এবং অনেক স্থানে তাহা করাও হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত সেরূপ করিতে গেলে পুস্তকের আকার অত প্রকাণ্ড হয় বলিয়া "নারীচরিত্র" নামে নারীধর্ম্মের দ্বিতীয়ভাগ রূপে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ব্যাপার লইয়া একখানি পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা রহিল। প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণের "নারীধর্ম্ম"ও হিন্দু নারীগণ বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিলে উৎসাহান্বিত হইয়া এবিষয়ের অনেক লিখিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইব। ইতি

শ্রীগিরিজাসুন্দর শর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২	৩	পবিত্রতাপ ৎব্রত্যে	পবিত্রতাপাতিব্রত্যে
২	৪	বেদক	বৈদিক
২	২৩	পূ বরচক্র স্থ	পূর্ব্বরথচক্রস্থ
৩	১৮	যথাবিধি	যথাবিধ
৩	২২	জে শাদি	জ্যোতিষাদি
৬	৪	ালায়	বলিয়া
৬	২০	৪	৪০
৮	১১	হিমা য়	হিমালয়ে
৮	২০	উ রিক্ত	উপরি উক্ত
৯	৪	সধুর	সাধুর
১১	১৩	কটই	নিকটেই
১৩	[illegible]	হৃদর মন্দির	হৃদয়মন্দির
১৩	২১	সন্তা ন্	যন্ত্রণ
১৫	৮	প ত র্পণ কারিনী	পরিতর্পণকারিণী
১৫	১২	দেব া	দেবতাঃ
১৬	১	দূষক্ত	দূষিত
১৬	১০	গহণ	গহন
১৬	২৩	উপর	উপব

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৫	১	ঋষিকুগাব	ঋষিকুমার
২৬	১২	ক বযা	করিয়া
২৮	৫	বিব লতাবনে	বিমলতাবনে
২৮	৮	উত্বল	উজ্জ্বল
৩২	৩	উত্তর	উত্তর
৩৪	১৫	অপর্ব্ব	অপূর্ব্ব
৪০	৬	ক থায	কথার
৪১	৯	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণ
৪১	১৬	কমিতেন	করিতেন
৫৩	৬	সে	যে
৫৪	২	গৃহগুলিই	গৃহগুলি
৫৪	১৩	তাঁহারা	তাঁহার
৫৬	১১	ছইতে	হইতে
৫৯	১৮	তু নি পাত	তুহিনপাত
৫৯	২১	চন্দ্রমুখি	চন্দ্রমুখি
৬০	৬	সর্ব্বসাক্ষীভূত	সর্ব্বসাক্ষী
৬০	১০	ইউক	হউক
৬০	১২	অ মানে	অবমানে।
৬	১২	পপ	পথ
৬১	১৭	ব্রহ্মকুলে	ব্রাহ্মণকুলে
৬১	২	বাপৃত	ব্যাপৃত
৬১	২২	শেয	শেষ
৬৪	১২	তাহাব	তাহার

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৬৫	৪	নিম্নেব	নিম্নের
৬৭	৮	ব্রহ্মচর্য্যব্রত	ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
৬৮	১৬	কি	
৭২	১২	অনৃতামিশ্র	অন্ধতামিশ্র
৭৩	১৬	যোগশাস্ত্রধ্যায়নে	যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে
৭৪	২	সাহয্য	সাহায্য
৭৭	১৬	কাব্যং	কার্য্যং
৭৮	২১	বর্ত্তমাহনোপি	বর্ত্তমানোহপি
৭৮	১৩	সুথবা	সুখংবা
৮১	১৮	অযাচিতপোস্থিত	অযাচিতোপস্থিত
৮২	১৩	অতিক্রম	অতিক্রম
৮৪	১০	ধর্ম্মপালনানুরোধে	ধর্ম্মপালনানুরোধে
৮৪	১২	এ সকলে	এ সকলের
৮৫	৭	সদাঃ	সদা
৮৭	১১০	সন্ন তা	সন্নতা
৯৩	৮	বৎবর	বৎসর
১০২	১৩	সাধু	সাধ্বী
১০২	২১	নারীধ	নারীধর্ম্ম
১০৫		নকর	নরক
১০৫	১	বস্থা	ব্যবস্থা
১০৫	১৫	সুবাং	সুরাং
১০৫	১৬	শরীবস্থ	শরীরস্থ
১০৬	৫	জেষ্ঠা	জ্যেষ্ঠা

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১১১	১৯	সুসংস্কৃতাপস্করয়া	সুসংস্কৃতোপস্করয়া
১১৮	৩	বরসনভূষণের	বসনভূষণের
১১৮	৫	তাঁহার	তাঁহাদের
১২০	৬	বসনভূযণ	বসনভূষণ
১২৬	৭	যু:দ্ধ	যুদ্ধে
১৫১	১৭	দেশিয়াছি	দেখিয়াছি
১৪২	১৩	ত্রই	এই
১৪২	১৪	কুকরী	কুকুরী

নারীধর্ম্ম।
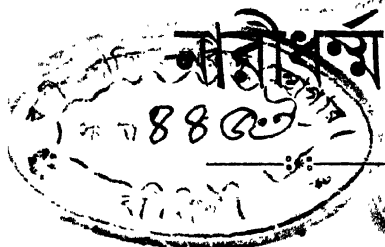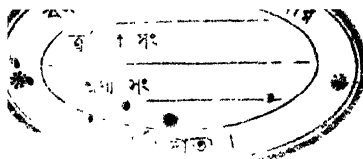
আর্য্যনারীর শিক্ষা।

কাল নিরবধি। কাল অনন্ত। এই অনন্ত কালসমুদ্রে ভারতের ইতিহাসের সীমানির্দ্দেশ চেষ্টা আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর পক্ষে বাতুলতা মাত্র। এ বিষয়ে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। তবে ভারত যে অতি প্রাচীন দেশ সে বিষয়ে মতান্তর নাই। প্রাচীন সভ্যতা ভারত হইতে মিশর দিয়া য়ুরোপে গিয়াছে। ভারত যখন সভ্যতাদীপ্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত শৌর্য্য-বীর্য্যের লীলাক্ষেত্র, তখন য়ুরোপের অনেক স্থান গাঢ় অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন।

জগতে জ্ঞান বিজ্ঞান কে বিলাইয়াছে? ভারত। ভারতই চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, দর্শন প্রভৃতির জন্মভূমি। এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা কিছুতেই অজ্ঞাত বা অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার নহে। ভারতের ন্যায় ভারতের নারীশিক্ষাও অতিপ্রাচীন। যখন আর্য্যগণ সরস্বতীতীরে বাস করিতেন,

যখন বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সবেমাত্র পুণ্য বৈদিক মন্ত্রে সরস্বতীতীর মুখরিত করিতেছেন, তখন হইতে আর্য্যনারীগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারিণী, পবিত্রতা-পতিব্রত্যে মহিমাময়ী। হিন্দুনারীগণ বৈদিকযুগ হইতে পতির সহধর্ম্মিণী। আর্য্যগণ স্ত্রীকে অর্দ্ধ-শরীর, অর্দ্ধ-জীবন জ্ঞান করিতেন। স্ত্রী ভিন্ন ঈশ্বরোপাসনা ধর্ম্মকার্য্য ও পারলৌকিক ধন সঞ্চয় উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত না। তুচ্ছ অন্য বিদ্যার কথা দূরে থাকুক যে পরাবিদ্যার অধিকারিণী হইলে মহাজনগণের চরম লভ্য, চরম লক্ষ্য ত্রিজগতের সারধন ভগবদ্ধনে অধিকারিণী হওয়া যায়, আর্য্যনারীগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে সে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন!

পুরাকালে আর্য্যনারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন— ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্ম—বেদ, ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম। ব্রহ্ম-বিদ্যালাভই ব্রহ্মবাদিনীগণের চরম লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা পতি গ্রহণ করিতেন না এবং আজীবন [illegible] অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা বেদ পড়িতেন ও [illegible]তেন। প্রয়োজন হইলে জ্ঞানানুশীলনার্থ দেশদেশান্তরে গমন করিতেন। উঁহাদের উপনয়ন হইত। ভারতের কাব্যে ও পুরাণ ইতিহাসে ইহার প্রমাণ অনেক আছে। কন্যাগণ "শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" ইহা মানবধর্ম্মশাস্ত্রেরই অনুশাসন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে পুরা-কালে ধর্ম্মানুশাসন উল্লঙ্ঘিত হইত না। রঘুবংশে দেখিয়াছেন, রেখামাত্রমপি ক্ষুন্নাদামনো বর্ত্মনঃ পরং। ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।" যেমন নিপুণ-সারথি-পরিচালিত রথের চক্রধারা পূর্ব্বরচক্রক্ষুণ্ণ পথ রেখামাত্রও অতিক্রম করে

না তেমনি সুশাসক রাজা দিলীপের প্রজাগণ মনুর সময় হইতে প্রচলিত নীতিধর্ম্মের রেখামাত্রও অতিক্রম করে নাই।

আমরা দেখিতে পাই শকুন্তলা রত্নাবলীপ্রভৃতির কাব্য-কলায় বেশ অধিকার ছিল। তাঁহারা চিত্রকলায়ও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। পার্ব্বতী কেবল বিদ্যায় নয় অতি কঠোর তপস্যায় নৈষ্টিক তপস্যাব্রত তপস্বিগণের তপস্যাও অতিক্রম করিয়াছিলেন। গরুড় পুরাণে মেনা ও বৈতরণী নাম্নী দুইজন ব্রহ্মবাদিনী নারীর উল্লেখ আছে। হরিবংশে বরুণার এক তপঃশালিনী কন্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় ব্রহ্মণী কপিলার নিকট পঞ্চশিখ মুনি ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানময়ী গার্গী নাম্নী কোন ব্রহ্মবাদিনী নারী মিথিলায় রাজর্ষি জনকের ভবনে যাজ্ঞবল্কের সহিত তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, সলভা নাম্নী কোন আর্য্যনারী দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদিনীগন দেশ পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এই সলভা অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া জন সাধারণের নিকট আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনীগণ যথাবিধি জ্ঞানানুশীলন করিতেন। পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহারা জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃতা হইতেন। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সিদ্ধশবরীর কথা সকলেই অবগত আছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষাদি সর্ব্ব শাস্ত্রেই হিন্দু-নারীগণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সলভার দর্শনশাস্ত্রে

ব্যুৎপত্তিলাভের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। লীলাবতী অঙ্ক-শাস্ত্রে, খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আর সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পকলা যে আর্য্যনারীগণের অনেকেরই আয়ত্ব ছিল, কাব্য, পুরাণ ইতিহাসে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

সদ্যোবধূগণ পতি গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহাদিগকে সংযম শিক্ষা দেওয়া হইত। সংসারের কর্ত্তব্যপালনোপযোগী নানাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াও তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে অবহেলা করিতেন না। যে শিক্ষায় পারলৌকিক উন্নতি বিহিত হইতে পারে, যে শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয় সেই শিক্ষাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য ছিল। ইহাঁদের মধ্যেও অনেকে বৈদিক মন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করেন। অত্রিবংশীয় দুই নারী ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। আমরা উত্তররামচরিতে দেখিতেপাই আত্রেয়ী বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে নিগমান্ত-বিদ্যালাভের নিমিত্ত গমন করিতেছেন। যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী মৈত্রেয়ী পতির নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মবিষয়ক যে সমুদয় প্রশ্ন পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। আজও ভারতের এ দুর্দ্দিনে ব্রহ্ম-বাদিনী নারী অসম্ভব নয় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে পাঠক পাঠিকা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

—:*:—

বিদুষী বাসন্তী।

অনেকদিন আর ব্রহ্মবাদিনীগণ পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমি পবিত্র করেননাই। ম্লেচ্ছাধিকারের পর হইতেই সুখের সে স্বর্ণযুগ চলিয়া গিয়াছে। এই দুর্দ্দিনের ঘোর অন্ধকারেও আলোকের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছে। আমরা চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমের বিদুষী শ্রীমতী বাসন্তীর সংবাদ শুনিয়া আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীমতী বাসন্তী ব্যাকরণতীর্থ এবার * চট্টগ্রাম বিদ্যাবিনোদিনীপরীক্ষাসভায় পরীক্ষা দিয়া সাংখ্যের মধ্যপরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় যে বিলাসবাসনা ও সুখস্বাচ্ছন্দবাসনার বৃদ্ধি এ ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা কম। বাসন্তী সংসারত্যাগিনী বনবাসিনী সন্ন্যাসিনী। অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হয়। আশা করি বাসন্তী হইতে আবার আমরা ভারতে ব্রহ্মবাদিনী আর্য্যনারী দেখিতে পাইব। পাঠকপাঠিকাগণের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা এস্থলে জগৎপুর আশ্রমের বিবরণ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

চট্টগ্রামের মহামুনির মেলা হইতে ক্রোশান্তরে একটী বাঙ্গালির আশ্রম আছে—নাম জগৎপুর আশ্রম। আশ্রমস্বামীর নাম পূর্ণানন্দ; বয়স ষাট বৎসর হইবে। স্বামিজীর বিধবা কন্যা, একটী সধবা রমণী নাম রাজকুমারী আর একটী সধবা হেমাঙ্গিনী

---

* ১৩১২ সালের সন্ধ্যা পত্রিকায় এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুতরাং এবার অর্থে ১৩১২ সন বুঝিতে হইবে।

আর একটী অনাথা কুমারী বাসন্তী এবং স্বামিজীর দুইটী শিশু-সন্তান, যশোহরের উকীল রামোত্তম বাবুর একটী সন্তান, হেমাঙ্গিনীর স্বামী মনোমোহন ও তাঁহার আর একটী শিশুপুত্র ও একটী শিশুকন্যা, বগলা বলিয়া একটী ব্রাহ্মণকুমার রাজকুমারীর স্বামী চন্দ্রনাথ—(চট্টগ্রামইনেস্পেক্টর আফিসের কেরাণী) চন্দ্রনাথের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা, বইবাঁধাব্যবসায়ী বঙ্গচন্দ্র দে—এদেশীয় কায়স্থ ; বিক্রমপুরের একজন পণ্ডিত ও তাঁহার তিনটী ছাত্র, এবং বোধ হয় আরও তিন চারিটী বালক এই আশ্রমে বাস করে। স্বামিজীকে সকলে ঠাকুর বলিয়া ডাকে। ঠাকুর বড় সুকণ্ঠ। পাহাড়ের শিখরে বসিয়া যখন ঠাকুর কলকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সেই দিগুন্মাদকারী—"নয়ন না পায় তোমারে দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে" গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন এবং ঋষিকুমারেরা বালকোমল স্বরে পাহাড় প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল, তখন শরীর শিহরিয়া উঠিল। বোধ হয় ঠাকুরের হিপ্‌নটিক্ বা যোগশক্তি যথেষ্ট আছে ; দীর্ঘ ক্ষীণকায়, টিকল নাসা ও জ্যোতিষ্মান আয়ত চক্ষু। পণ্ডিত মহাশয়ের বেতন ২০৲ টাকা ও তাঁহাদের চারিজনের আহার দিতে হয় নিজেদের ও পনর কুড়িটী এবং ইহার উপর অতিথিসৎকার আছে সম্বল—চন্দ্রনাথের বেতন ত্রিশ টাকা ও বঙ্গচন্দ্রের বই বাঁধিবার আয় ৪০৲।৫০৲ টাকা। চন্দ্রনাথ ও বঙ্গ গৃহত্যাগী।

পাহাড়ের উপর আশ্রম। একটি পাহাড়ে একখানি বড় ঘরে যুবকেরা বাস করে, আর একটি পাহাড়ে দুইখানি ঘরের একখানিতে সন্ন্যাসিনীরা ও অন্য খানিতে সাবালকদিগকে লইয়া

চন্দ্রনাথ ও বঙ্গ বাস করেন। তাহার নীচে একখানি ঘরে পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁহার গৃহী ছাত্রেরা বাস করেন। পাহাড়ের তলায় রান্নাঘর ও গোয়ালঘর। কোথাও বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। ধোপা নাপিত নাই। গেরুয়া কাপড়, লম্বা চুল ও নখ সকলেরই। মাটীতে বসা, চেটাই পাতিয়া শোয়া। এক খানি কাল কম্বল ও তিন চারিটী চেটাই, খান দুই ছেড়া কাঁথা সম্বল দেখিলাম। একটী বন্দুক ও একটী পিস্তল আছে। আমরা বসিয়া অনতিদূরে হরিণের শব্দ পাইলাম। মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়।

ক্ষেত্রকার্য্য ঠাকুর ও সকলে, সন্ন্যাসিনীরা পর্য্যন্ত নিজেরা করেন। গৃহকার্য্যত করিতেই হয়। আহার্য্যে কঠোরতা অত্যন্ত অধিক। কেহ কেহ ভাত বা লবণ খাইতে পায় না। দুই মাস অলবণ-সিদ্ধ পক্ক ও দুই (এক) মাস অসিদ্ধ ভক্ষণ। এই পর্য্যায়ে বার মাস কাটে। আলু, কচু সিদ্ধ এবং চাতুর্ম্মাস্যে ভিজা সাগু, পাকা কলা; দুধ নিষিদ্ধ নহে—তবে মিলে না। দশ এগার বৎসর এইরূপ চলিয়াছে—শিশুরা পর্য্যন্ত এইরূপ চালাইতেছে; শরীর যে কাহারও খারাপ হইতেছে, বোধ হইল না।

পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে সকলে সংস্কৃত পড়ে। বাসন্তী এ বৎসর উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ঠাকুরের কন্যা, হেমাঙ্গিনী ও রাজকুমারী মধ্যপরীক্ষা দিয়াছেন। নয় দশ বৎসরের দুইটী শিষ্য আদ্য পরীক্ষা দিয়াছে। চন্দ্রনাথের চারি কি পাঁচ বৎসরের কন্যা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা

কহিল। সে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেছে। আশ্রমে দেবভাষা ভিন্ন কথা কহিবার অধিকার নাই। বগলা এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কয়েক মাস (বৎসর) ব্রহ্মচারী হইয়াছে, সে সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারে। শিষ্যগণ সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া ও সঙ্গীত করিয়া শুনাইল। টোল যে উত্তমভাবে চলিতেছে, সন্দেহ নাই। এখন কেবল সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়ান হইতেছে। ঠাকুরের বড় ইচ্ছা সন্ন্যাসিনী চারিটীকে বেদান্ত পড়াইবেন। অর্থের অভাবে বেদান্তের পণ্ডিত আনিতে পারিতেছেন না।

এ আশ্রমের উদ্দেশ্য, প্রাচীন ঋষিযুগের পুনরভ্যুদয়। ধর্ম্মমত বা সাধন কি বুঝিলাম না, বোধ হয় উপনিষদের ধর্ম্ম। নরনারী, যুবক যুবতী একত্র থাকিবার জন্য কোনও ক্ষতি নাই। ইহারা উপাচার্য্য হইয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলে, বিলাসিতার বিনাশ ও পবিত্রতা স্থাপিত হইবে, সকলে মিলিয়া সমস্বরে "শিবোঽহং" "শিবোঽহং" গান করিলে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য নিনাদিত হইলে, আবার আর্য্যযুগ ফিরিয়া আসিবে, পূর্ণানন্দের এই কামনা। উদ্দেশ্য মহৎ, সকলের সহানুভূতির উপযুক্ত, ফল ভগবানের হস্তে। জাহ্নবী কি আর হিমালয় ফিরিয়া যাইবে? যে মহা উদ্দেশ্যের সাধন করে সে বরণীয়।" উপরিউক্ত অংশ ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসের নব্যভারতে ছাপা হইয়াছিল। পরে যাহা সংবাদ পাইয়াছি তাহাও সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।—

১৯০৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ শেষ চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা—

সংক্রান্ত বাৎসরিক রিপোর্টের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, আশ্রমটি দেখিয়া আশ্রমবাসিগণের সরল রীতিনীতি ও ব্যবহারাদি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, আশ্রমটীর চতুঃপার্শ্বের রমণীয়তা দেখিয়া সাবেক কালের ভারতীয় সাধুর আশ্রমের কথা মনে হয়। ১৯০৩ সালের রিপোর্টের এক স্থলে আছে চট্টগ্রাম বিভাগের টোলসমূহের মধ্যে এই জগৎপুর আশ্রমের টোল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এ বৎসরে অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ফলানুসারে উক্ত আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণ ও ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রকুমার নামক দুইটী ছাত্র কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই দুইটি ছাত্রই কলিকাতা কেন্দ্র হইতে পরীক্ষা দিয়াছিল। সুরেন্দ্র নামক ছাত্রটির বয়ঃক্রম ১২ বৎসর মাত্র। চট্টগ্রাম বিদ্যাবিনোদিনী পরীক্ষাসভায় পরীক্ষা দিয়া শ্রীমতী বাসন্তী ব্যাকরণতীর্থ প্রথম বিভাগে সাংখ্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলাপ ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চৌধুরী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আদ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু সাংখ্য ও শ্রীযুক্ত বগলাচরণ ব্যাকরণতীর্থ—ন্যায়শাস্ত্রে চন্দ্রকুমার দাস—কলাপ ব্যাকরণে। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ব্যাকরণ-কাব্যবেদান্তসাংখ্যতীর্থ এই আশ্রম টোলের প্রধান পণ্ডিত সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় চারিটি বিষয়ে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—বর্ত্তমান বর্ষে বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠি হইতে পরীক্ষা দিয়া সাংখ্যতীর্থ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

পুণ্য আদর্শ।

—— : ○ : ——

প্রেমের সাগর ভোলানাথ পরমাত্মধ্যানে মগ্ন। নিবাত নিষ্কম্প-প্রদীপের মত তিনি স্থির ধীর। যোগীর যোগবাধাভয়ে সমস্ত কানন নীরব নিশ্চল। গৌরী যোগেশ্বরের সেবা করিতেছেন। এমন সময়ে সহসা যোগবনে অকাল বসন্ত আবির্ভূত হইল। বনতরুসমূহে নবপল্লব দেখা দিল। গাছে গাছে ফুল ফুটিল মধুপঝঙ্কারে ও কোকিলাদিকূজনে বন মুখরিত হইয়া উঠিল। ঝুরঝুর মলয় পবন বহিল। পুরন্দরপ্রেরিত মদন পিণাকপাণি হরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে যোগবনে সমাগত হইয়াছেন, তাই আজ এরূপ অকাল বসন্তোদয়।

ধ্যানাবসানে মহাদেব নয়ন মেলিলেন। চাঁদ উঠিলে সাগর সলিল যেমন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠে তেমনি তাঁহার কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য-লোপ হইল। তিনি বিম্বাধরশোভিত উমামুখের দিকে একবার চাহিলেন। কিন্তু বশী শঙ্কর তৎক্ষণাৎ চিত্ত বশ করিয়া স্বচিত্তের বিকারকারণ নির্ণয়ের নিমিত্ত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন॥ দেখিলেন মদন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ফুলধনুকে সম্মোহনবাণ জুড়িয়াছে। ক্রোধে মহাদেবের কপাললোচন হইতে দীপ্ত বহ্নিশিখা নির্গত হইয়া মদনকে ভস্মাবশেষ করিল। প্রেমেশ্বরের নিকট বিশ্ববিজয়ী মদন পরাজিত হইল। উন্মাদক বসন্ত, পার্ব্বতীর অতুলনীয় রূপ এবং মদনের সম্মোহনবাণ এই ত্রিশক্তি সম্মিলিত হইয়াও হরচিত্ত বিকল করিতে সমর্থ হইল না। হাঁগা, পার্ব্বতীর কি যে সে রূপ গা! সুষমাভিমানিনী

চপলা লক্ষ্মী চাঁদে গিয়া কমলের কমনীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পাইতেন না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আবার কমলবাসিনী কমলে গিয়া সুধাকরের সৌন্দর্য্যসুধায় ক্ষুধা তৃপ্তি করিতে পারিতেন না। তাই তাঁর বড় আক্ষেপ হইত। কিন্তু উমামুখ আশ্রয় করিয়া তিনি চন্দ্রপদ্ম এই উভয়-সম্ভবা প্রীতিই অনুভব করিতে পারিতেন। আর মদন নিজেইত বিশ্ববিজয়ী। তাহার পর পবনসহায় বন্ধুর ন্যায় উন্মাদক বসন্ত আজ তাহার সহায়। তবুও আজ সে হরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে গিয়া আপনি পুড়িয়া ছাই হইল। প্রেমের নিকট বিশ্ববিমোহন রূপ ত্রিলোকবিজয়ী মদন ও বসন্তাদি উদ্দীপন বিভাবকে আজি পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। আজি কেন?—উহারা চিরদিনইত প্রেমের নিকট পরাজিত। আসঙ্গ-লিপ্সার নিকটই উহাদের যত শক্তিপ্রকাশের সুযোগ। আসঙ্গলিপ্সা রূপমোহে মুগ্ধ, চন্দ্রচন্দন ও বসন্তাদি উন্মাদক কারণে পাগল। হিন্দু আসঙ্গলিপ্সাকে ঘৃণা করে। হিন্দুর প্রেমের আদর্শ পার্ব্বতী পরমেশ্বর।

পার্ব্বতী সেইপ্রকার স্বনয়নে মনোভবকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া বলিলেন ছি! এই পোড়া রূপের আবার গরব! রূপেরত সামান্য শক্তিও নাই! সমাধি বিনা সাধন বিনা রূপ শক্তিহীন। উমা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা সৌন্দর্য্য সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মদনবিজয়ী যোগেশ্বর মহাদেবকে তপস্বিনী পার্ব্বতী পরাজয় করিয়াছিলেন। পাঠক প্রেমের এই উচ্চ চিত্র আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি, তাই আজি প্রেমের নামে

আমাদের দেশময় এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা। আমরা হিন্দুর প্রকৃত প্রেমের আদর্শ বিস্মৃত হইয়া ভোগলিপ্সাকে প্রেম মনে করিতেছি তাই এত ভ্রষ্টাচার!

সংযম বিনা প্রেম সম্ভবে না। বিনা তপস্যায় সংযম সহজ-সাধ্য নয়। সেই অনন্ত পরমপুরুষে বিলীন হওয়া পুরুষ ও নারী সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে ধরা যায় না সান্তকে ধরা যায়; তাই মূর্ত্তিকল্পনা। নারীর কোমল হৃদয়ে বহু মূর্ত্তির ছায়া সাধনবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। তাই হিন্দুনারীর একমাত্র দেবতা পতি। স্বামিভক্তি স্বামিসেবা ভিন্ন হিন্দুনারীর ব্রতনিয়ম বা পূজা উপাসনার আবশ্যক নাই। দেবতার নিকট যেমন আত্মবিক্রয় করিতে হয়—দেবতার পায় যেমন মনপ্রাণ বিকাইতে হয়, তেমনি নারীর স্বামীর পায় প্রাণমন সমুদয় অর্পণ করিতে হয়। ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নন—হিন্দুনারীর পতিদেবতাও এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। হিন্দুপত্নীর পতির সহিত ইহ-পরকালের সম্পর্ক। হিন্দুনারী পতিকে বলেন, "জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি"। সতী যোষিৎ পুমাংসমভ্যোতি ভবান্তরেষপি।" জন্মে জন্মে পতির সহিত হিন্দুপত্নীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। পতির প্রতি পত্নীর এরূপ দেববুদ্ধিজন্মান সাধনসাপেক্ষ, অনুশীলনসাপেক্ষ। প্রেমের এই সাধন বা অনুশীলনকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা আসঙ্গলিপ্সাকে ভ্রমক্রমে প্রেম মনে করিয়া ইন্দ্রিয়ঘটিতমিলন ঘটাইতে চাহে, রক্তমাংসের মিলন ঘটাইতে চাহে, তাহাদের সে মিলনে বিষম অনর্থ ঘটে। মনুষ্য জীবনে নিত্য এরূপ শত শত

অনর্থ সংঘটন দেখা যাইতেছে। মানবচরিত্রের নিপুণ চিত্রকর মহাকবি কালিদাস শকুন্তলায় এইরূপ মিলন-অনর্থের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

শকুন্তলার ফুটন্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে রাজা দুষ্যন্ত মুগ্ধ আত্মহারা দুষ্যন্তদর্শনেও শকুন্তলা অধীরা অবশা। উভয়ের মধ্যে দেবতা ও সেবিকার বুদ্ধি জন্মিবার অবসর হইল না। ইন্দ্রিয়ঘটিত মিলন ঘটিল। কিন্তু এরূপ মিলনে দেবতার অভিশাপ আছে। এরূপ মিলন কখন শিবদ হয় না। তাই কবি দুর্ব্বাসার শাপে এ মিলনে বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। তাহার পর নিত্য স্বামীদেবতার ধ্যানে সিদ্ধা তপঃশুদ্ধহৃদয়া শকুন্তলা অনুতাপদগ্ধপবিত্রহৃদয় প্রকৃত প্রেমবান্ দুষ্যন্তের সহিত মিলিত হইলেন। সে মিলন স্থায়ী ও সুখকর হইয়াছিল। কাদম্বরীতে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতাদির চরিত্রে কবি এই একই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

হিন্দুর পতিপত্নীতে ইহপরকালে দেবতা ও সেবিকার সম্পর্ক। হিন্দুবিধবার পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ সম্ভব নয়। পতির পার্থিব-দেহ শমনপীড়নে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে কিন্তু পত্নীর হৃদয়-মন্দিরবিরাজিত স্বামিদেবমূর্ত্তি দেহে প্রাণ থাকিতে কখন অন্তর্হিত হইতে পারে না। হিন্দুর প্রেমের এ উচ্চ আদর্শ জগতের অন্যত্র বিরল। হিন্দুবালিকাগণকে বাল্য হইতে এইরূপ উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দুগণ প্রেমমাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত আছেন তাই তাঁহারা পত্নীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে চির-দিনের মত ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় বদ্ধরাখিতে যত্নবান্। বিবাহ-সময়ে কন্যা ধ্রুবনক্ষত্রকে সাক্ষী করিয়া বলেন "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং

পতিকুলে ভূয়াসম্।" ধ্রুবতারা তুমি যেমন স্থির ধীর অবিচলিত আমিও যেন তেমনি পতিকুলে স্থির ধীর অবিচলিত হই। পাঠক কুমারে পতিব্রতা-শিরোমণি অরুন্ধতীর উজ্জ্বল পবিত্রচিত্র দেখিয়াছেন।

"তেষাং মধ্যগতা সাধ্বী পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা।
সাক্ষাদিব তপঃসিদ্ধি বভাবে হ্যরুন্ধতী।" *

যাঁহাকে দেখিয়া উদাসীন ভোলানাথের মনেও দারপরিগ্রহের বাসনা জন্মিয়াছিল সেই নিত্যপতিপাদার্পিতেক্ষণা অরুন্ধতী আকাশেও বশিষ্ঠের সহচরী। এই অরুন্ধতীকে সাক্ষী করিয়া হিন্দুর নববধূকে বলিতে হয় "হে অরুন্ধতি! আমি যেন তোমার মত ইহ পরকালে স্বামীতে সমান আবদ্ধ থাকি।" বিবাহসময় হইতে যে হিন্দুবধূকে এইরূপভাবে প্রতিশ্রুত হইতে হয় এবং পরজীবনে কার্য্যে যাহা নিত্য অনুশীলন করিতে হয় সেই হিন্দু স্ত্রীর কখন কি পত্যন্তর গ্রহণ সম্ভব! বড় দুঃখে আজ আমাদের হিন্দুপ্রেমের আদর্শের কথা পাড়িতে হইয়াছে। আদর্শ বিপর্য্যয়ে নানা অনর্থ ঘটিতেছে। দেশের বড় বড় ঘরে পর্য্যন্ত ঘুণ ধরিয়াছে। তাই আজ বাধ্য হইয়া এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল।

---

* সেই সপ্তর্ষির মধ্যে পতির চরণে অর্পিতনেত্রা সাধ্বী অরুন্ধতী মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধির ন্যায় বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন।

নারীপূজা।

—০*০—

নারীপূজা যেন কেমন শুনিতে বিলাতি বিলাতি। কিন্তু বিলাতে প্রকৃত নারীপূজা নাই। আর্য্যবর্ত্তেই নারীপূজার উৎপত্তি বিস্তৃতি ও স্থিতি। ম্লেচ্ছ অধিকারের পর ম্লেচ্ছপ্রভাবে এই নারীপূজার কিছু অঙ্গহানি হইয়াছে, কিন্তু এখনও জগতে সকল দেশ অপেক্ষা ভারতেই নারীর সম্মান অধিক। সাধের বিলাসপুত্তলীর যেরূপ সেবা প্রাপ্য, প্রাচ্যদেশে নারীগণ কেবল সেইরূপ সেবাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাচ্যদেশবাসগণ প্রবৃত্তির পরিতর্পণকারিণী বলিয়া সর্ব্বতোভাবে নারীর মনস্তুষ্টি-সাধনে ব্যস্ত কিন্তু তাহারা নারীকে দেবতাবুদ্ধিতে পূজা করিতে জানে না। ভারতে নারীগণ দেবী বলিয়া পূজিতা।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

নারীর পূজায়ই দেবতা প্রসন্ন। যেখানে নারীপূজা নাই সেখানকার সকল ক্রিয়াই বৃথা। ইহাই মনুর নারীপূজার অনুশাসন। "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন"। স্ত্রীতে ও শ্রীতে কোন প্রভেদ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসী একথা বিশ্বাস করিয়া থাকে। ভারতবাসীগণের নারীর প্রতি এরূপ দেবীবুদ্ধি আছে বলিয়াই তাঁহারা নারীকে অতি পবিত্র রাখিতে চান। বাসনার সংস্পর্শে সে দেবী প্রতিমা

দূষিত হইবে ইহা প্রকৃত হিন্দুর কাছে অসহ্য। হিন্দুগণ নারীকে রক্তমাংসের পাপসংস্পর্শপরিশূন্য রাখিতে চান। হিন্দুর মতে বিবাহ মানবের সহিত মানবীরধর্ম্ম সম্মিলন। হিন্দুর বিবাহ ভোগবাসনার পরিতর্পণের জন্য নহে। "ক্রিয়ানাং খলুধর্ম্মানাং সৎপত্ন্যো মূলকারণং"। হিন্দুপত্নী ধর্ম্মসহচরী। সীতাদেবীকে বনে পাঠাইয়াও শ্রীরামচন্দ্রকে অশ্বমেধযজ্ঞসাধনের জন্য হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে হিন্দু এরূপভাবে দেবী বলিয়া পূজা করে, তাঁহাদের কেহ পতির লোকান্তরের পর বাসনার অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া আবার পত্যন্তর গ্রহণ করিতেছেন এ বিসদৃশ দৃশ্য হিন্দুর চক্ষে অসহ্য। হিন্দুর অভিধানে বিধবাবিবাহ এ কথাটিই অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহ একটি মহাযজ্ঞ। "আর্য্যমণংণু দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত সইমাং দেব আর্য্যমাপ্রেতঃ। মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহা" ইত্যাদি। এই মন্ত্রে কন্যা বৈবাহিক যজ্ঞের অধিকারিণীরূপে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। বোধ হয় সুমতি স্বসংগৃহীত মনুসংহিতায় এই মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিধবাবিবাহের প্রতিকূলে তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছেন।

> "কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈরপি।
> নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌপ্রেতে পরস্তু॥
> নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
> ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ"॥

বিধবা কন্যা নয় বলিয়া বৈবাহিকযজ্ঞের অধিকারিণী নহে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুধর্ম্মের বিধান। আমরা সেকালের সেই

যক্ষ গন্ধর্ব্বের মধ্যে অবাধ প্রণয় দেখিতে পাই। কিন্তু সেখানেও প্রেমের আদর্শ অতি উচ্চ। সেখানেও পতিতে দেববুদ্ধি। পুণ্ডরীকের পরলোকপ্রাপ্তির পর নিত্যপতিপদধ্যানরতা "ধবল শীলার মত স্বেদক্লেদহীন" মহাশ্বেতার পবিত্র সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কেনা মুগ্ধ হয়! চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহে কাদম্বরীর দেব-পূজা নীরস হৃদয়েও ভক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু হিন্দুনারীকে দেবীতে পরিণত করিতে তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রদান আবশ্যক অনুশীলন আবশ্যক—অনুষ্ঠান আবশ্যক। সংসারের শত পাপপ্রলোভন যাহাতে সে দেবীমূর্ত্তিকে স্পর্শ করিতে না পারে, তাহার জন্য সংযমশিক্ষাদান আবশ্যক। সধবার জীবনব্যাপী কঠোর কর্ত্তব্যসাধনের জন্য, বিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের জন্য নারীকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে হয়। বিনা শিক্ষায় বিলাসের খেলা ভোগের লীলা চলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রেমের সাধন, দেবীর কঠোর কর্ত্তব্যপালন চলিতে পারে না। পার্ব্বতী বড় ভুল করিয়াছিলেন। প্রেমের সাধনে সিদ্ধ না হইয়াই প্রেমের পয়োধি পরমেশ্বরকে পতিরূপে পাইতে বাসনা করিয়াছিলেন। তাইত অতুলনীয় রূপগুণ ও কুলের অধিকারিণী হইয়াও তাঁহাকে লজ্জিত ও অবমানিত হইতে হইয়াছিল। তাহার পর—মদনভস্মের পর তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিনা সাধনে বিনা তপস্যায় সেরূপ পতি বা সেরূপ প্রেম পাওয়া সম্ভব নয়।

উপযুক্ত সাধনে উপযুক্ত শিক্ষায় হিন্দুনারীগণ অবলীলাক্রমে সংসারের সহস্র পাপ-প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন। হিন্দুর ইতিহাসে তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পাঠক!

নারীর শিক্ষার অতুলনীয় মাহাত্ম্য দেখুন।—বসন্ত রমণীর উন্মাদক সময় উপস্থিত। আরাম উদ্যানে রূপের আধার সুপুরুষ যুবা রাজা দুষ্যন্ত সমাগত। দুষ্যন্তের সমক্ষে শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তিনটী রূপসীই উপস্থিত। তিন জনেরই কমনীয় কায়ে পূর্ণ যৌবন ঢল ঢল করিতেছে। কিন্তু মদনবাণ শকুন্তলাকেই বিদ্ধ করিল। ফুলশরের ফুলশর অনসূয়া বা প্রিয়ংবদাকে স্পর্শ করিতেও পারিল না। এ অবশ্য অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার শিক্ষা ও সাধনের মাহাত্ম্যে। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার এই শিক্ষার মাহাত্ম্য কবি শকুন্তলার বিরহবিকারে প্রস্ফুটতর করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন "ভগিনি! এরূপ ব্যাপারে আমরা অনভিজ্ঞ। (অর্থাৎ বাসনার লীলাখেলা বুঝিনা।) তবে ইতিহাসনিবদ্ধ কামকাতর বিরহপীড়িতগণের যেরূপ অবস্থা পড়িয়াছি তোমার তাহাই দেখিতেছি। অনসূয়া বা প্রিয়ংবদার কামলীলা বুঝিবার বয়স যে হয় নাই তাহা নহে। তবে শিক্ষা ও সাধনমাহাত্ম্যে তাঁহারা কামশরের অতীত। মহর্ষি কণ্বের মুখেই শুনিতে পাই তিনি অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার বিবাহদিতে কৃতসঙ্কল্প। পাঠক এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ঋষিবরের এ পক্ষপাত কেন ? অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে সুশিক্ষিতা ও সুসংযতা করিলেন আর অভাগিনী শকুন্তলাই বা তাঁহার শিক্ষাসংযমের অধিকারিণী হইল না কেন ? মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকেও শিক্ষাসংযমের অধিকারিণী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মেনকাবিশ্বামিত্রঘটিত যেরূপ অবস্থায় শকুন্তলার জন্ম তাহাতে কামের প্রাবল্য ঘটিবারই কথা।

দীর্ঘ সাধন বা তপস্যা বিনা সেখানে চিত্তের সমতা জন্মা সম্ভব-পর নয়। কন্যাগণ অতি যত্নতঃ শিক্ষনীয়া আমরা এখন শাস্ত্রের সে অনুশাসন ভুলিয়া গিয়াছি। স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনে দিগন্ত কম্পিত কিন্তু প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। তাই আজ আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া দেশভক্ত হিন্দু ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতেছি। সাংসারিক জীবনে পদেপদে সংযমের আবশ্যক। যে শিক্ষায় সেই সংযমের অভ্যাস হয়, আমাদের নারীগণ পুণ্যচরিত্র অক্ষত রাখিয়া যাহাতে দেবী বলিয়া পূজিতা হইতে পারেন তাঁহাদের জন্য সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য।

—০✽০—

মহাশ্বেতা।
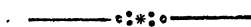
ব্রাহ্মণকুমার নলিনীপত্রশয়নে শায়িত। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যপূত অভ্যাসবশতঃ অনাবৃত ভূমি অথবা কুশাসনে শয়ন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করেন না সেই ব্রাহ্মণকুলে জাত শ্বেতকেতুতনয় আজ কোমল কমলদলে শয়ন করিয়াও ক্লিষ্ট হইতেছেন। সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ উশীরানুলেপনে অবলিপ্ত। সখা কপিঞ্জল পুণ্ডরীকপত্রে পুণ্ডরীকগাত্রে ব্যজন করিতেছেন। তথাপি পুণ্ডরীকের গাত্রদাহের উপশম হইতেছে না। কি পরিতাপ! নিদাঘের দারুণ উত্তাপে প্রজ্বলিত পঞ্চাগ্নির ভিতর অবস্থান করিয়াও যে ব্রাহ্মণের হৃদিসংযম সেই ব্রাহ্মণকুমার আজ সুশীতল সুধাকরকরস্পর্শে দগ্ধকলেবর! ঐ শুন ক্রন্দনের রোল। বিরহকাতর ব্রাহ্মণকুমার প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম সে কালের ইতিহাসে বিরল। ঐ দেখ আসিয়াছে—অভাগিনী মহাশ্বেতা আসিয়াছে। পুণ্ডরীক তাহার কর্ণে যে পারিজাত কুণ্ডল পরাইয়া দিয়াছিলেন এখনও তাহা অম্লান—সদ্যপ্রস্ফুটিতবৎ। কিন্তু ইতিমধ্যেই পুণ্ডরীকসুকোমল পুণ্ডরীকের জীবকুসুম শুকাইয়া গিয়াছে। ওই কপিঞ্জলের আর্ত্তনাদে মহাশ্বেতার গগনভেদী ক্রন্দনরোল মিশিল। কাঁদ অভাগিনী কাঁদ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক। এত সহজে কি হৃদয় বিক্রয় করিতে আছে!

প্রেমব্রত কি এত সহজ! যে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি স্বার্থবিজড়িত আত্মপ্রাণ যাহার অধিবাস আত্মসংযমে—রিপুবিজয়ে, কামপীড়িত অবশহৃদয়ে তাহার আরম্ভ হইলে কি কখন সুফল ফলে! কিন্তু প্রেমময়ি! তুমি প্রকৃত প্রেমময়ী। প্রেম বলে দেবতার আশীর্ব্বাদে তুমি সাবিত্রীর ন্যায় পুনরায় মৃতপতি জীবিত করিতে পারিবে।

পাঠকপাঠিকা! উপরে ঐ এক ছবি দেখিলেন। একবার দয়া করিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করুণ আর এক ছবি দেখাইতেছি। ঐ যে চন্দ্রপ্রভপর্ব্বতের সানুদেশে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ চরাচরগুরু ভগবান্ শূলপাণির প্রতিমূর্ত্তিসম্মুখে অমল ধবল সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি। আহা, মূর্ত্তি কি প্রশান্ত! সন্ন্যাসিনী নবীনা—বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক হইবে না। একে কমনীয় শুভ্র জ্যোৎস্নাবিনির্ম্মিত দেহখানি। তাহার পর আবার মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় দেহে অহঙ্কারক্রোধলোভমোহাদির কোন কলুষ স্পর্শের চিহ্ন নাই। "তিনি যেন ধর্ম্মের হৃদয় হইতে নির্গত হইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠে স্থূল মুক্তাফল রচিত জপমালা থাকাতে পরিবেশপরিবেষ্টিত চন্দ্রমণ্ডলের মত শোভা হইয়াছে। তাঁহার স্তন যুগল মোক্ষপুরদ্বারে মঙ্গলকলসের মত পবিত্র সুন্দর। তিনি ত্রিপুরারিশরশলাকার মত তেজোময়ী। দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন পার্ব্বতী শিবের আরাধনায় ভক্তিমতী হইয়াছেন।"

ঐ মহিমাময়ী মহিয়সী মহিলার এরূপ মুনিজনকষ্টকর তপশ্চর্য্যায় কিরূপে সাফল্য ঘটিল? উনি কে? ভূতভাবন ভবানীপতিই কি উহাঁর অভিষ্টদেবতা?

নারীর কি আর অন্য তপস্যা আছে? পতিপদধ্যান—পতিপূজাই নারীর প্রধান তপস্যা। সেই তপস্যায় ইনি সিদ্ধ হইয়াছেন। তাই এরূপ সৌম্য সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি। ভবানীপতিতে স্বীয় পতির মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অনেক দিন হইল উনি ধ্যানধারনা আরাধনায় ব্যাপৃতা আছেন। অন্য বাসনা নাই। গলে মৃত পতির অক্ষমালা। ঐ সেই লোকান্তরিত প্রিয়তমের কমণ্ডলু তপস্বিনীর পবিত্র করস্পর্শে পবিত্রতর হইয়াছে। উনি পিতামাতার অতি আদরের কন্যা। কিন্তু বিষয়বাসনার সহিত পিতা মাতার স্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় সুখের সহিত বন্ধুগণের অপেক্ষা পরিহার করিয়াছেন।

আপনারা উহাকে চিনিলেন কি? উনিই মহাশ্বেতা। আপনাদের মহাশ্বেতার আমূল বৃত্তান্ত জানিতে বড় কৌতুহল হইতেছে। আচ্ছা শ্রবণ করুন! মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের নিকট স্বয়ং যে আত্ম বিবরণ বিবৃত করিতেছেন তাহাই শ্রবণ করুন।

মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে বলিতেছেন "দেবলোকে অপ্সরাগণ বাস করে শুনিয়া থাকিবেন। তাহাদিগের চতুর্দ্দশ কুল। ভগবান্ কমলযোনির মানস হইতে এক কুল উৎপন্ন হয়। দেব অনল জল ভূতল পবন অমৃত, সূর্য্যরশ্মি, চন্দ্রকিরণ, সৌদামিনী মৃত্যু ও মকরকেতু এই একাদশ হইতে একাদশ কুল। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও অরিষ্টার সহিত গন্ধর্ব্ব দিগের সমাগমে আর দুইকুল উৎপন্ন হয়। এই সমুদায়ে চতুর্দ্দশ কুল। অরিষ্টার গর্ভে হংস নামে জগদ্বিখ্যাত গন্ধর্ব্ব জন্ম গ্রহণ করেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ঔদার্য্য ও মহত্ত্বপ্রকাশপূর্ব্বক আপন রাজ্যের

কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তাঁহার বাসস্থান হেমকূট। গৌরীনামে এক চন্দ্রকিরণসার-নির্ম্মিতা পরমা সুন্দরী অপ্সরী তাঁহার সহধর্ম্মিনী। এই হত-ভাগিনী তাঁহাদের একমাত্র কন্যা। পিতামাতার অন্য সন্তান-সন্ততি ছিলনা। আমিই একমাত্র অবলম্বন ছিলাম। ক্রমে আমার শরীরে যৌবনের উদয় হইল। একদা সকল জীবের হৃদয়ানন্দকর মধুমাসের সমাগমে, আমি মাতার সহিত পুষ্প-পূর্ণ অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। সেখানে আসিয়া মনোহর তীর, বিচিত্র তরু ও রমণীয় লতাকুঞ্জ অবলোকন করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম। সহসা বনানীলের সহিত সমাগত অতি সুরভি পরিমল আঘ্রাণ করিলাম। কৌতুকতরলহৃদয়ে তদনুসরণক্রমে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া দেখিলাম অতিতেজস্বী পরম রূপবান্, সুকুমার এক মুনিকুমার সরোবরে স্নান করিতে আসিতেছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে আর এক জন তাপস-কুমার আছেন। প্রথম মুনিকুমারের কর্ণে অমৃতনিস্যন্দিনী ও পরিমলবাহিনী এক কুসুমমঞ্জরী ছিল। ঐরূপ আশ্চর্য্য কুসুম-মঞ্জরী কেহ কখন দেখেনাই। উহা কুসুমলক্ষ্মীর যৌবনলীলার মত বসন্ত দর্শনে আনন্দিত বনশ্রীর স্মিত হাস্যের মত। উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া স্থির করিলাম, উহারই গন্ধে বন আমোদিত হইয়াছে। অনন্তর অনিমেষলোচনে মুনিকুমারের মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে নবযৌবন-সুলভ কুসুমশরের শরসন্ধানের পথবর্ত্তিনী হইলাম। স্বেদ সলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল। মুনি জনেরা সকলের পূজনীয়

ও নমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রণাম করিলাম। আমি প্রণাম করিলে পর" সেই মুনিকুমারও আমার ন্যায় মোহিত ও অভিভূত হইলেন। তাঁহার সহচর দ্বিতীয় ঋষিকুমারের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভগবন্! ইহাঁর নাম কি? ইনি কোন তপোধনের পুত্র? ইহাঁর কর্ণে যে কুসুমমঞ্জরী দেখিতেছি ইহা কোন তরুর সম্পত্তি?" তিনি কহিলেন শ্বেতকেতু নামে মহাতপা তপস্বী দিব্যলোকে বাস করেন। ইনিই সেই শ্বেতকেতু ও কমলবাসিনী লক্ষ্মীর পুত্র—নাম পুণ্ডরীক। এই কুসুমমঞ্জরী পারিজাত বৃক্ষের সম্পত্তি।" তিনি এইরূপ পরিচয় দিতেছিলেন এমন সময়ে সেই তপোধনযুবা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "অয়ি কুতুহলাক্রান্তে! তোমার এত অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? যদি কুসুমমঞ্জরী লইবার বাসনা হইয়া থাকে, গ্রহণ কর, এই বলিয়া আমার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন এবং আপনার কর্ণদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার শ্রবণপুটে পরাইয়া দিলেন। আমার গণ্ডস্থলে তাঁহার হস্তস্পর্শ হইবামাত্র তিনি অবশেন্দ্রিয় হইলেন। করতলস্থিত অক্ষমালা হৃদয়স্থিত লজ্জার সহিত গলিত হইল জানিতে পারিলেন না, অক্ষমালা তাঁহার পাণিতল হইতে ভূতলে পড়িতে না পড়িতেই আমি ধরিলাম ও আপন কণ্ঠের আভরণ করিলাম। এই সময়, ছত্রধারিণী আসিয়া বলিল "ভর্ত্তৃদারিকে! দেবী স্নান করিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়।" সেই যুবাপুরুষের মুখমণ্ডল হইতে অতি কষ্টে আপনার অনুরাগাকৃষ্ট নেত্রযুগল আকর্ষণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলাম।

কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে, দ্বিতীয় ঋষিকুমার সেই তপোধন-যুবার এরূপ চিত্তবিকার দেখিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "সখে পুণ্ডরীক! একি! তোমার অন্তঃকরণ এরূপ বিকৃত হইল কেন? ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকেরাই অপথে পদার্পণ করে। নির্ব্বোধেরাই সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চলচিত্তকে স্থির করিতে অসমর্থ। তুমিও কি তাহাদের ন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া দুষ্কর্ম্মে অনুরক্ত হইবে? কুলক্রমাগত ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়বৈরাগ্য, গুরুদিগের উপদেশ, তপস্যায় অভিনিবেশ, শাস্ত্রের আলোচনা, যৌবনের শাসন, মনের বশীকরণ, সমুদায় একেবারে বিস্মৃত হইলে? তোমার অক্ষমালা কোথায়? উহা করতল হইতে গলিত ও অপহৃত হইয়াছে দেখিতে পাও নাই? কি আশ্চর্য্য! একেবারে জ্ঞানশূন্য ও চেতনা শূন্য হইয়াছ! ঐ অনার্য্যাবালা অক্ষমালা হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে এবং মন হরণ করিবার উদ্যোগে আছে এই বেলা সাবধান হও। তপোধনযুবা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "সখে কপিঞ্জল! কি হেতু আমাকে অন্যরূপ সম্ভাবনা করিতেছ। আমি ঐ দুর্ব্বিনীতা কন্যার অক্ষমালা হরণাপরাধ ক্ষমা করিব না।" পরে যত্নকৃত ভ্রূকুটীভঙ্গি দ্বারা অলীক কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন "চপলে! আমার অক্ষমালা না দিয়া এখান হইতে এক পাও যাইতে পারিবে না।" আমি তাঁহার নিরুপম রূপলাবণ্যের অনুরাগিণী ও ভাবভঙ্গির পক্ষপাতিনী হইয়া এরূপ শূন্যহৃদয়া হইয়াছিলাম যে অক্ষমালাভ্রমে কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার একাবলীমালা তাঁহার

করে প্রদান করিলাম। তিনিও এরূপ অন্যমনস্ক হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়াছিলেন যে উহা অক্ষমালা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। স্নানানন্তর মুনিকুমারের মনোহারিণী মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে বাটী গেলাম। গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবশহৃদয়ে অতি কষ্টে পুণ্ডরীকের মুখপুণ্ডরীক চিন্তায় দিবস-ক্ষেপ করিলাম। দুই দণ্ড বেলা আছে এমন সময়ে ছত্রধারিণী আসিয়া কহিল "ভর্ত্তিদারিকে! আমরা স্নান করিতে গিয়া যে দুইজন ঋষিকুমার দেখিয়াছিলাম তাহাদের একজন দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, বলিলেন অক্ষমালা লইতে আসিয়াছি। মুনিকুমার এই শব্দ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিলাম শীঘ্র সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস। তিনি পুণ্ডরীকের সখা কপিঞ্জল দেখিবামাত্র চিনিলাম। আমি প্রণাম করিয়া সমাদরে আসন প্রদান করিলাম। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন "রাজপুত্রি! কি কহিব, লজ্জায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কন্দমূলফলাশী বনবাসীর মনে অনঙ্গবিকার সঞ্চারিত হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। অন্তঃকরণে একবার মদনমোহ সঞ্চারিত হইলে আর ভদ্রস্থতা নাই। তখন প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন লোকেরাও নিতান্ত অসার হইয়া যান। তখন আর লজ্জা ধৈর্য্য বিনয় গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকেনা। বন্ধু যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, জানিনা—উহা বল্কলধারণের উপযুক্ত, জটাধারণের সমুচিত তপস্যার অনুরূপ ধর্ম্মের অঙ্গ বা অপবর্গলাভের উপায় কি না। কি দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত, না বলিলে চলে না। উপায়ান্তর ও শরণান্তরও দেখিনা, কি করি বলিতে হইল। স্বীয় প্রাণবিনাশেও যদি সুহৃদের প্রাণরক্ষা হয় তাহা কর্ত্তব্য।

তোমার সমক্ষে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বন্ধুকে সেই প্রকার তিরস্কার করিয়া আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তুমি গৃহ প্রত্যাগত হইলে, ভাবিলাম বন্ধু এক্ষণে একাকী কি করিতেছেন গুপ্তভাবে একবার দেখিয়া আসি। সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম বন্ধু সরোবরতীরে নানাবিধ লতাবেষ্টিত কুসুমবহুল নিভৃত এক লতাগহ্বরের অন্তর্ব্বর্ত্তী শিলাতলে বসিয়া বামকরে বামগণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন। দুই চক্ষু মুদ্রিত, নেত্রজলে কপোলযুগল ভাসিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। শরীর স্পন্দরহিত কান্তিশূন্য ও পাণ্ডুবর্ণ। হটাৎ দেখিলে চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হয়। তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিষন্ন হইলাম। উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিলাম মকরকেতুর কি প্রভাব! ক্ষণকালের মধ্যে এরূপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সখে তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? বল আজ তোমার কি ঘটিয়াছে"? তিনি অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "সখে তুমি আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ"? উপদেশদানে আর ফললাভের সম্ভাবনা নাই জানিয়াও অসন্মার্গপ্রবৃত্ত সুহৃদকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য মনে করিয়া বলিলাম "সখে! হাঁ আমি সকলই অবগত হইয়াছি। কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ উহা কি সাধুসম্মত বা ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্টপথ? ইহা কি তপস্যার

অঙ্গ ? না স্বর্গ ও অপবর্গলাভের উপায় ? এই বিগর্হিতপথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক এরূপ সংকল্পকে মনেও স্থান দেওয়া উচিত নয়। মূঢ়েরাই অনঙ্গপীড়ায় অধীর হয়। পরিণাম-বিরস বিষয়ভোগে যাহারা সুখপ্রাপ্তির আশা করে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেচন করা হয়। তাহারা কুবলয়মালা মনে করিয়া অসিলতা গলে দেয়। মহারত্ন বলিয়া জলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে। সাগরের ন্যায় গম্ভীর স্বভাব হইয়াও কেন উন্মার্গপ্রস্থিত ও উদ্বেল ইন্দ্রিয়স্রোতের সংযম করিতেছ না ? এক্ষণে আমার কথা রাখ। ক্ষুভিত চিত্তকে সংযত কর। ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া চিত্তবিকার দূর করিয়া দাও।

এইরূপ উপদেশ দিতেছি এমন সময় ধারাবাহী অশ্রুবারি তাঁহার নেত্রযুগল হইতে গলিত হইল। তিনি আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন সখে। অধিক কি বলিব আশীবিষের ন্যায় বিষম কুসুমশরের শরসন্ধানে পতিত হও নাই। সুখে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্দ্রিয় আছে মন আছে দেখিতে পায় শুনিতে পায় হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে সেই উপদেশের পাত্র। আমার তাহা কিছুই নাই। এ সময় উপদেশের সময় নয়। যাবৎজীবিত থাকি এই অচিকিৎসনীয় রোগের প্রতিকারের চেষ্টা পাও। আমার অঙ্গদগ্ধ ও হৃদয়জর্জ্জরিত হইয়াছে। এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সরোবরের সরস মৃণাল শীতল কমলিনীদল ও স্নিগ্ধ শৈবাল

তুলিয়া শয্যা রচনা করিয়া দিলাম এবং তথায় শয়ন করাইয়া মৃগাবতুরভি চন্দনকিশলয় নিষ্পীড়ন করিয়া তুষারশীতল রস ললাটে মাখাইয়া দিলাম এবং কদলীপত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলাম। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উশীরাম্বুলেপনে অনুলিপ্ত করিয়া দিয়া, তুমি ভিন্ন আর উপায় নাই দেখিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। এই সময়ের সমুচিত, সেইরূপ অনুরাগের সমুচিত ও আমার আগমনের সমুচিত যাহা হয় কর। এই বলিয়া কপিঞ্জল প্রস্থান করিলেন। আমি তরলিকাকে বলিলাম" তরলিকে আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইতেছে। কি কর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কপিঞ্জল যাহা বলিয়া গেলেন স্বকর্ণে শুনিলে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য উপদেশ দাও। যদি ইতরকন্যার ন্যায় লজ্জা ধৈর্য্য বিনয় ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া জনাপবাদ অবহেলন ও সদাচার লঙ্ঘন করিয়া পিতামাতা কর্ত্তৃক অননুজ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন করি, তাহা হইলে গুরুজনের অতিক্রম ও কুলমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন জন্য অধর্ম্ম হয়। যদি কুলধর্ম্মের অনুরোধে মৃত্যু অঙ্গীকার করি তাহা হইলে প্রথম পরিচিত স্বয়মাগত, কপিঞ্জলের প্রণয়ভঙ্গ জন্য পাপ এবং আশাভঙ্গদ্বারা সেই তপোধন যুবার কোন অনিষ্ট ঘটিলে ব্রহ্মহত্যা ও তপস্বিহত্যা জন্য মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মূর্চ্ছা অজ্ঞাতসারে আমাকে আক্রমণ করিল। তরলিকার যত্নে পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার পরামর্শমত প্রাণ থাকিতে প্রাণবল্লভের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত তাহার সহিত প্রস্থান করিলাম। প্রস্থানসময়ে

অচ্ছোদ সরোবরের পশ্চিমতীরে রোদনধ্বনি শুনিলাম। আগমন-কালে দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হওয়াতে মনে মনে সাতিশয় শঙ্কা ছিল এখন রোদনধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত ভীতা হইলাম। ভয়ে কলেবর কাঁপিতে লাগিল। যে দিকে শব্দ হইতেছিল ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িতে লাগিলাম। অনন্তর নিঃশব্দ নিশীথ-প্রভাবে দূর হইতেই শুনিতে পাইলাম কপিঞ্জল আর্ত্তস্বরে মুক্ত-কণ্ঠে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। কপিঞ্জলের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে দৌড়িলাম। অজ্ঞাত উচ্চ নীচ ভূমিতে পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যাঁহার শরণাপন্ন হইতে বাটীর বহির্গত হইয়াছিলাম তিনি সরোবরতীরে লতামণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী শিলাতলে শৈবাল রচিত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার শরীর নিস্পন্দ, বোধ হইল যেন মনোযোগ পূর্ব্বক আমার পদশব্দ শুনিতেছেন। মনঃক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়া যেন একমনা হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। আমা হইতেও আর একজন প্রিয়তম হইল বলিয়া যেন ঈর্ষাপ্রযুক্ত প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, স্কন্ধে বল্কলের উত্তরীয়, গলে একাবলীমালা, হস্তে মৃণাল ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব বেশ রচনা করিয়া যেন আমার সহিত সমাগমের নিমিত্ত অনন্যমনা হইয়া মন্ত্রসাধন করিতেছেন। অচিরমৃত সেই মহা-পুরুষকে এই হতভাগিনী ও পাপকারিণী আমি গিয়া দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া কপিঞ্জলের দুই চক্ষু হইতে অশ্রুবারি বহিতে লাগিল।

তখন মূর্চ্ছাদ্বারা আক্রান্তা ও মোহে নিতান্ত অভিভূতা হইয়া বোধ হইল যেন অন্ধকারময় পাতালতলে অবতীর্ণ হইতেছি। তদনন্তর কোথায় গেলাম, কি বলিলাম কিছুই মনে পড়েনা। তাহার পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া আর্ত্তনাদ ও পিতামাতা এবং সখীগণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম। আমার বিলাপশ্রবণে অজ্ঞান পশুপক্ষীগণও হাহাকার করিয়াছিল এবং পল্লবপাতচ্ছলে তরুগণের অশ্রুপাত হইয়াছিল।

সেইরূপ বিলাপের পর প্রাণত্যাগ করাই প্রাণেশের বিরহের প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া তরলিকাকে কহিলাম অয়ি! নৃশংসে আর কতক্ষণ রোদন করিব, কতই বা যন্ত্রণা সহ্য করিব। শীঘ্র কাষ্ঠ আহরণ করিয়া চিতা সাজাইয়া দাও, জীবিতেশ্বরের অনুগমন করি। এই কথা বলিতেছি এমন সময়ে মহাপ্রমান এক মহাপুরুষ চন্দ্রমণ্ডল হইতে গগনমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পরিধান পবনের মত তরলশুভ্র বসন, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, বক্ষস্থলে তারাগণগ্রথিতের ন্যায় স্থূলউজ্জ্বল মুক্তার হার ও হস্তে কেয়ূর মস্তকে কৃষ্ণকুটিল পবনচঞ্চল কেশের উপর ধবল দুকুলে উষ্ণীষগ্রন্থি বদ্ধ হইয়াছে যেন কুমুদের চারিদিকে ভ্রমরকুল উড়িতেছে। সেরূপ কুমুদশুভ্র উজ্জ্বল আকৃতি কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মৃণালধবল পীবর বাহুযুগল দ্বারা প্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ করিয়া "বৎস মহাশ্বেতে! প্রাণত্যাগ করিওনা। পুনর্ব্বার পুণ্ডরীকের সহিত তোমার সমাগম হইবে" গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিয়া

গগনমার্গে উঠিলেন। আকস্মিক এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে বিস্মিতা ও ভীতা হইয়া কপিঞ্জলকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কপিঞ্জল আমার কথায় কিছু উত্তর না দিয়া "রে দুরাত্মন বন্ধুকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস" বলিয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তরীয় বল্কল কটিদেশে সংবদ্ধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আমি উর্দ্ধমুখী হইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা তারাগণের মধ্যে মিশাইয়া গেলেন। তৎকালে কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তরলিকে তুমি কি ইহার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছ? স্ত্রীস্বভাব সুলভ ভয়ে অভিভূতা এবং আমার মরণাশঙ্কায় উদ্বিগ্না ও বিষন্না ও কম্পিতকলেবরা হইয়া তরলিকা অতিগদগদ বচনে আমার পায়ে ধরিয়া বলিল "ভর্ত্তদারিকে না, কিছু বুঝিতে পারি নাই। এ অতি আশ্চার্য্য ব্যাপার। আমার বোধ হয় ঐ মহাপুরুষ মানুষ নহেন। যাহা বলিয়া গেলেন তাহাও মিথ্যা হইবেনা। মিথ্যা কথা দ্বারা প্রতারণা করিবার কোন অভি-সন্ধি দেখিনা।

আমি দুরাশার আকৃষ্ট হইয়া তরলিকার বাক্যই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলাম। আশামুগ্ধ হইয়াই জনশূন্য সরোবরতীরে যাতনা-ময়ী সেই কাল যামিনী অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া সরোবরে স্নান করিলাম। সংসারের অসারতা সমুদয় পদার্থের অনিত্যতা আপনার হতভাগ্যতা ও বিপৎপাতের অপ্রতিকারিতা দেখিয়া মনে মনে বৈরাগ্যোদয় হইল এবং প্রিয়তমের সেই কমণ্ডলু, সেই অক্ষমালা লইয়া ব্রহ্ম-

চর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবিচলিত ভক্তি সহকারে এই অনাথনাথ ত্রৈলোক্যনাথের শরণ লইয়াছি। পিতামাতার সনির্ব্বন্ধ বহু অনুরোধেও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই নাই। তদবধি কেবল অশ্রু মোচন দ্বারা প্রিয়তমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। জপ করিবার ছলে তাঁহার গুণ গণনা করিয়া থাকি। বহুবিধ নিয়মদ্বারা ভারভূত এই দগ্ধশরীর শোষণ করিতেছি। গিরি-গুহায় বাস করি ঐ সরোবরে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি এবং প্রতিদিন এই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকি। তরলিকা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই।"

ইহাই মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকবৃত্তান্তের পূর্ব্বভাগ। এই পূর্ব্ব ভাগেই আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। যাঁহাদের আদ্যো-পান্ত সমস্ত উপাখ্যান জানিতে বাসনা তাঁহারা দয়া করিয়া "কাদম্বরী" পড়িবেন। বিধির বিধানে মহাশ্বেতা বুঝিলেন পতি-দেবতা হৃদয়মন্দিরের আরাধ্য দেবতা। তাই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া হৃদয়মন্দিরে সে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজা আরম্ভ করি-লেন। তপস্বিনীর তপস্যা সিদ্ধ হইল। রিপু মোহাস্পৃষ্ট শান্তশুদ্ধ-হৃদয় হইয়া তিনি সাবিত্রী যেমন পাতিব্রত্যবলে সত্যবানকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন সেইরূপ সতীত্ববলে পুনরায় পুণ্ডরীক-সমাগমসুখ লাভ করিলেন।

আর পুণ্ডরীক? তাঁহার পতন যথেষ্ট হইয়াছিল। পুণ্ডরীক দেবলোকবাসী ঋষি। সংযমবিহীন দুর্ব্বলচেতা বলিয়া তাঁহাকে নরশরীর ধারণ করিতে হইল। নররূপেও হৃদয় তদ্রূপ অবশ কামপরতন্ত্র বলিয়া ক্রমে তাঁহাকে তির্য্যগজাতিতে পতিত হইতে

হইয়াছিল। শুকরূপে যখন চণ্ডালের জালে বদ্ধ তখন স্বয়ং পুণ্ডরীক ভাবিতেছেন "কি হতভাগ্য! প্রথমে ছিলাম দিব্যলোকবাসী ঋষি, তাহার পর সামান্য মানব হইলাম; অবশেষে শুক জাতিতে পতিত হইয়া জালাবদ্ধ হইলাম ও চণ্ডালের গৃহে যাইতে হইল। তথায় চণ্ডাল বালকের ক্রীড়া সামগ্রী হইব এবং ম্লেচ্ছ জাতির অপবিত্র অন্নে এই দেহ পোষিত হইবে।

কেবল কামপরতন্ত্রতার জন্যই পুণ্ডরীকের এরূপ পতন। ক্রমে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এবং জনমমরণদোলায় কর্ম্মফলভোগ করিয়া শেষে তিনি বাঞ্ছিত মহাশ্বেতাকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মহাশ্বেতাপুণ্ডরীকবিবরণ সংস্কৃত গদ্যকাব্য কাদম্বরীর অন্তর্গত। সুনিপুণ মহাকবি বাণভট্ট অতি নিপুনতার সহিত মহাশ্বেতাপুণ্ডরীক চন্দ্রাপীড়কাদম্বরী কপিঞ্জল ও পত্রলেখার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সকল গুলিই প্রেমের ছবি—অতি উজ্জ্বল—অতি অপূর্ব্ব-আত্মবিস্মৃত স্বার্থত্যাগ ও সংযম ইহাঁদের প্রেমের মূলমন্ত্র। কপিঞ্জলের ন্যায় বন্ধুপ্রেম ত্রিজগতে দুর্লভ। সকল দেশের সকল সাহিত্যে দুর্লভ। আর পত্রলেখার পত্যনুগমনও অনন্যসাধারণ। স্থানাভাবে এই সকলের চিত্র পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিতে পারিলাম না। তাঁহারা দয়া করিয়া মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। কাদম্বরীতে আদ্যোপান্ত সংযমহীনতা ও রিপুপরতন্ত্রতার নিন্দা ঘোষিত হইয়াছে। প্রেমে সংযমহীনতা ও কামপরতন্ত্রতা কত অবৈধ তাহার উজ্জ্বল আলেখ্য মহাকবি বাণভট্ট আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

কাদম্বরী দুষ্কর্ম্মের ফলভোগের ইতিহাস। সে দুষ্কর্ম্ম সহসা অবশহৃদয়ে মদনশরের বশীভূত হওয়া—কামপরতন্ত্র হওয়া। কবি মহামুনি জাবালির মুখে তাহা কীর্ত্তিত করিতেছেন।

—— •:•:• ——

কাদম্বরী।

—————•:•:•—————

কাদম্বরী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথতনয়া। অমৃতসমুদ্ভূত অপ্সরা-কুলের মদিরায়তলোচনা মদিরা তাঁহার জননী। গন্ধর্ব্বপুরীর সুখসমৃদ্ধির ইয়ত্তা নাই। গন্ধর্ব্বনগরে প্রবেশ করিতেই সপ্ত কাঞ্চনময় তোরণ। তথাকার বালক বালিকাগণ রত্নবালুকা লইয়া খেলাঘরের ধূলাখেলা করে। যথা তথা মণিমন্দির। রজনীতে গন্ধর্ব্বপুরে মণিপ্রদীপ জ্বলে। মরকতবেদিকা চন্দ্রকান্ত-মণিবেদিকায় উপবেশন। গৃহ সামগ্রী হেমময়। এমন কি কনকসম্মার্জ্জনী দ্বারা গৃহদ্বার অঙ্গনাদি পরিষ্কৃত করা হয়। আহার সুখস্বাদু সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য—কর্পূরবাসিত সুশীতল উপাদেয় বারিপেয়। বসনভূষণের মহার্ঘ্যতা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি—কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে যে মুক্তামালা উপহার দিয়াছিলেন উহার এরূপ উজ্জ্বল প্রভা যে, চন্দ্রোদয়ে যেরূপ দিঙ্মণ্ডল জ্যোৎস্নাময় হয় উক্তহার প্রভায়ও সেইরূপ চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হয়। গন্ধর্ব্বনগরে এইরূপ সুখসমৃদ্ধির মধ্যে কাদম্বরী লালিতাপালিতা। প্রথম দর্শনেই আমরা কাদম্বরীকে যেরূপ অবস্থায় দেখি তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকা অনুমান করিতে পারিবেন কাদম্বরী কিরূপ সুখসমৃদ্ধিতে লালিতা-পালিতা। মহাশ্বেতার সহিত চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীদর্শনে আসিয়া-ছেন। তিনি কাদম্বরীর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন "কল্পলতাতুল্য কন্যজনেরা নানা বাদ্যযন্ত্র লইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, কেহ চামর ব্যজন করিতেছে। তাহাদের দেহবিক্ষেপ তড়িৎপ্রভার মত গৃহভিত্তি-লগ্ন দর্পণে ও স্বচ্ছ মণিকুট্টীমে প্রতিফলিত হইতেছে। চারিদিকে চিত্রপট পরিশোভিত। মধ্যে নীলাংশুকাচ্ছাদিত সুচারু পর্য্যঙ্কে ধবল উপাধানন্যস্তদেহা কাদম্বরী। চামরধারিনীরা অনবরত তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছে।

কাদম্বরী বিবাহের উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। পিতামাতার বাসনা কন্যাকে উপযুক্ত বরে অর্পণ করিয়া তাঁহারা সুখী হন। কিন্তু বাসনাসিদ্ধি ইচ্ছাধীন নহে। বিধি বলিয়া একজন আছেন তাঁহার ইচ্ছায়ই কার্য্য হয় মানুষের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না।

কাদম্বরী মহাশ্বেতার প্রিয়সখী। দেহ স্বতন্ত্র হইলেও দুইজনের যেন একই হৃদয়। একের দুঃখে অপরে দুঃখী। একের সুখে অপরে সুখী। কাদম্বরী যখন শুনিলেন পুণ্ডরীকের সেই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুর পর মহাশ্বেতা আর গৃহে গমন করেন নাই। সন্ন্যাসিনী হইয়া পতিপদচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তখন তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন "প্রিয়সখী মহাশ্বেতা যতদিন এ অবস্থায় থাকিবেন ততদিন আমি বিবাহ করিব না।" তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পিতা মাতার মনঃকষ্ট পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু চন্দ্রাপীড়ের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা ভাসাইয়া দিল। দর্শনাবধি চন্দ্রাপীড়ের প্রতি তিনি অনুরক্ত হইলেন।

———

ছি ছি কাদম্বরি! একি করিলে? জানি সুখসমৃদ্ধিতে বিবর্দ্ধমানা তোমার তেমন চিত্তসংযমশিক্ষার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতা অধীরচিত্ততাবশতঃ আজ যৌবনে যোগিনী। আবার তুমি এত সহজে মন চুরি হইতে দিলে? এই না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যাবৎ প্রিয়সখী মহাশ্বেতার এ অবস্থা থাকিবে তাবৎ বিবাহ করিবেনা। উদ্দাম প্রবৃত্তিস্রোতে সে প্রতিজ্ঞাও ভাসিয়া গেল। এই না তুমি অধীরহৃদয়ে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনি ভাবিতেছিলে "হৃদয় তুমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছ? আজ তোমার এরূপ চিত্তবিকার কেন হইল? কুলকুমারীদিগের এরূপ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। এক জন অপরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে মোহান্ধ হইয়া কত ভাব প্রকাশ করিলে? তাঁহার চিত্তবৃত্তি অভিপ্রায় স্বভাব কিছুই পরীক্ষা করিলে না, তিনি কিরূপ লোক কিছুই জানিলে না অথচ তাঁহার হস্তে মনপ্রাণ সমুদায় অর্পণ করিলে? লোকে এই ব্যাপার শুনিলে কি বলিবে? সখীগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যাবৎ মহাশ্বেতা বৈধব্যক্লেশ ভোগ করিবেন ততদিন সাংসারিক সুখ বা অলীক আমোদে অনুরক্তা হইবে না। তোমার সে প্রতিজ্ঞা আজ কোথায় রহিল। সকলেই যে তোমায় উপহাস করিবে। পিতা এই ব্যাপার শুনিয়া কি মনে করিবেন? মাতা কি ভাবিবেন? প্রিয়সখী মহাশ্বেতার নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইবে?" বুঝ সব, জান সব, তথাপি এত ভাবিয়াও চিত্ত বশ করিতে পারিলেনা!

মহাশ্বেতার ন্যায় তোমারও যে এ পাপের হৃদয়বিদারক প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত। ঐ দেখ তোমার হৃদয়সর্ব্বস্ব চন্দ্রাপীড় তোমার জন্য পাগল হইয়া সদাসক্তচিত্ত ত্বচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া আবার গন্ধর্ব্বপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন—বিরাগী বন্ধুর অন্বেষণ ছলনামাত্র। তোমাকে দর্শনাবধি তিনিও তোমাকে আত্মবিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই গৃহে জনক-জননীর সুখময় ক্রোড়ে গিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই, আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কাদম্বরি! দেখ তোমা অপেক্ষা তাঁহার বন্ধুপ্রেম কত প্রগাঢ়। যখন মহাশ্বেতার মুখে তিনি শুনিলেন তাঁহার প্রাণের বন্ধু বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতার শাপপ্রভাবে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তখন আর কাদম্বরীসমাগম-আশা তাঁহাকে জীবিত রাখিতে পারিল না। বন্ধুর লোকান্তরের সংবাদে তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

—:*:—

পাঠকপাঠিকা আপনারা এ পর্য্যন্ত কাদম্বরীর উপাখ্যান বুঝিয়াছেন আশা করিতে পারি। চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অবতার। পুণ্ডরীকের শাপপ্রভাবে তাঁহাকে মর্ত্তে প্রথমত চন্দ্রাপীড় পরে রাজা শূদ্রকরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। আর পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার শাপপ্রভাবে বৈশম্পায়ন শুকরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। কবির উদ্দেশ্য বুঝিতে গেলে স্পষ্ট বুঝা যায় ঐ শাপ সংযমবিহীন প্রেমের উপর—সংযমবিহীন প্রেমিকপ্রেমিকার উপর। দুর্ব্যস্ত-

শকুন্তলার উপাখ্যানেও আমরা এই শাপেরই প্রভাব দেখিতে পাই। প্রায়শ্চিত্তে—সাধন সংযমলাভে-পুনরায় শাপাবসান।

বন্ধুশোকে চন্দ্রাপীড় তনুত্যাগ করিলে কাদম্বরী অসহ্য শোক-প্রভাবে চিতা বিরচিত করিয়া তাহাতে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে আকাশ বাণী হইল "বৎসে মহাশ্বেতে আমার কথায় আশ্বাসে তুমি জীবন ধারণ করিতেছ, অবশ্য প্রিয়-তমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও না। পুণ্ডরীকের শরীর আমার তেজঃস্পর্শে অবিনাশী ও অবিকৃত হইয়া মদীয় লোকে আছে। চন্দ্রাপীড়ের এই শরীরও মত্তেজোময় ও অবি-নাশী। শাপদোষে এই দেহ জীবনশূন্য হইয়াছে, যোগিশরীরের ন্যায় পুনর্ব্বার জীবাত্মা সংযুক্ত হইবে। তোমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত উহা ঐ স্থানেই রহিল। অগ্নিসংস্কার বা পরিত্যাগ করিও না, যত দিন পুনর্জ্জীবিত না হয় যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিও"। চন্দ্রের এই আকাশবাণী শুনিয়া কাদম্বরী প্রাণপরিত্যাগসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর মহাশ্বেতার ন্যায় সন্ন্যাসিনী সাজিয়া সখীগণের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া পতির দেহরক্ষণে ও পতির দেহপরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু হইয়াছে। দূর হইতে আগমন করাতে ও সহসা সেই দুঃসহ শোকানলে পতিত হওয়াতে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল; তথাপি পানভোজন কিছুই করিলেন না। প্রিয়তমের পাদদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিয়া দিবস অতিবাহিত করিলেন। রজনী সমাগতা হইল। একে বর্ষাকাল, তাহাতে আবার অন্ধকারাবৃত রজনী। চতুর্দ্দিকে

মেঘ, মুসলধারে বৃষ্টি, ক্ষণেক্ষণে বজ্রের নির্ঘোষ ও মধ্যে মধ্যে, বিদ্যুতের দুঃসহ আলোক। খদ্যোতমালা অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুরাজিকে আবৃত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর করিল। গিরিনির্ঝরের পতনশব্দ, ভেকের কোলাহল ও ময়ূরের কেকারবে বন আকুল হইয়া উঠিল। কিছুই দেখা যায় না। কিছুই কর্ণগোচর হয় না। কি ভয়ানক সময়! এ সময়ে জনপদবাসী সাহসী পুরুষের মনেও ভয় সঞ্চার হয়। কিন্তু কাদম্বরী সেই অরণ্যে প্রিয়তমের মৃত দেহ সম্মুখে রাখিয়া সেই ভয়ঙ্করী বর্ষাবিভাবরী যাপন করিলেন। আরম্ভেই তিনি এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার পর দিনের পর দিন বর্ষের পর বর্ষ অক্লান্তভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে নিত্য বিবর্দ্ধমান উদ্যমে পতিদেহের পরিচর্য্যা ও রক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিত্য সুবাসিত বারিতে দেহ ধৌত করিয়া চন্দনাদি অনুলেপনে উহা অনুলিপ্ত করিতেন। নিত্য প্রত্যক্ষদেবতা স্বামীর চরণ সুরভিপ্রসূনে পূজা করিতেন। বন্য ফলমূলাদি যাহা আহার করিতেন তাহা সমস্তই পূর্ব্বে স্বামীকে নিবেদন করিতেন। সেই বিলাসলালিত কাদম্বরীর সমস্ত বিলাসচেষ্টা দূর হইয়া গেল। তিনি সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মঙ্গলচিহ্ন স্বরূপ করভূষণ রক্ষা করিলেন। শুচি ধৌত দুকূল পরিধান করিলেন, অধরপল্লবে প্রগাঢ়লগ্ন তাম্বুলরাগ ধুইয়া ফেলিলেন। নবীন তপস্বিনী কাদম্বরী এইরূপে তপস্যাসিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। দেবতা প্রসন্ন হইলেন। একদিন সুরভিমাস বসন্তকালে মদনমহোৎসবের সময় সমাগত হইলে কাদম্বরী সায়াহ্নে সরোবরে স্নান

করিয়া ভক্তিভাবে অনঙ্গদেবের অর্চনা করিলেন। চন্দ্রাপীড়ের শরীর ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া গাত্রে হরিচন্দন লেপন করিয়া দিলেন, এবং কণ্ঠদেশে কুসুমমালা ও কর্ণে অশোকস্তবক পরাইয়াদিলেন। উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া দিয়া কাদম্বরী যেমন চন্দ্রাপীড়ের দেহ স্পর্শ করিয়াছেন অমনি তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়া চিরবিরহদুর্ব্বলবাহুদ্বয় কাদম্বরীর কণ্ঠে আবদ্ধ করিলেন। কাদম্বরী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভীরু! ভয় কি? এইদেখ আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছি। আজ শাপাবসান হইয়াছে। তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতার মনোরথও আজ সফল হইবে। আজ পুণ্ডরীকও বিগতশাপ হইয়াছেন।

—— •:•:• ——

রোগের কারণ।

সমাজশরীরের দূষিত ক্ষতাদির সুচিকিৎসা অচিরাৎ কর্ত্তব্য ইহা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আমরাও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী। তবে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা চাই ও সুচিকিৎসা বিধান করা চাই। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের প্রধান ব্যাধি বিলাসপ্রিয়তা ও তাহার প্রভাবপ্রসূত অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা। সর্ব্বাগ্রে আমাদের এই প্রাণান্তকারী ব্যাধির প্রশমনকল্পে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

ঐ একবার ধনীর প্রাসাদপানে চাহিয়া দেখ দেখি কি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা! কি প্রবল পাপস্রোত! অবিবেক কুবের-পুত্র সুরার নদীতে হাবুডুবু খাইতেছে। মায়াবিনী রূপজীবিনীর কপট-কুহকে মুগ্ধ হইয়া পরমা সাধ্বী সহধর্ম্মিনীকে বিস্মৃত হইয়াছে। তোমারা বিধবার বৈধব্যযাতনা স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পার না আর সতী সধবার মর্ম্মবিদারী যাতনা তোমাদের হৃদয় বিগলিত করে না কি? ইহার কি কোনরূপ প্রতিকার আবশ্যক নাই? কিন্তু কৈ এদিকে তোমাদের দৃষ্টিত, একদিনের জন্যও আকৃষ্ট হইতে দেখি নাই। হতভাগ্য নারকী একেবারে পাপপঙ্কে নিমগ্ন—গুরুজনে ভক্তিহীন, আত্মীয় পরিজনে স্নেহহীন, দীন জনে দয়াহীন, নিত্য ধর্ম্মানুশাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছে, সমাজকে পদদলিত করিতেছে কেবল পাপপথে পাশব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-

সাধন জীবনের মুখ্য ব্রত করিয়াছে। তোমরা সমাজের নেতা সাজিয়া সমাজসংস্কারের দল বাঁধিতেছ। তোমদের মুখে ঐ এক বিধবাবিবাহরব। এ যে সমাজশরীরের মহাদুষ্টব্রণ! এদিকে কি তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না? ঐ যে পরস্বাপহারী ছলে বলে পরধন লুণ্ঠন করিতেছে, প্রবল বলিয়া কি তোমারা উহার প্রতীকার করিতে অগ্রসর হইবে না? ঐ যে পরদারাপহারী রমণীর সারধন সতীত্বরত্ন অপহরণ করিতেছে প্রবল, বলিয়া কি তোমরা উহার শাসন করিবে না?

ঐ যে নিষ্ঠুর কুশীদজীবী দরিদ্রের কষ্টোপার্জ্জিত শোণিতসম অর্থ অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে—ওদিকে কি তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না? সমাজে নিত্যদুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, তাহার প্রতীকার কি?

ভাই! তোমরা বিধবাবিবাহ বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ, কিন্তু রোগের প্রকৃত মূল অনুসন্ধান করিয়াছ কি? তোমাদেরই মুখে শুনি গৃহে থাকিয়া অসতীভাবে কালযাপন করা অপেক্ষা পুনর্ব্বিবাহ প্রশস্ত। আমরাও বলি গৃহস্থাশ্রমস্থিত বেশ্যার "পতিরন্যো বিধীয়তে"। কিন্তু অসতী স্ত্রীর হিন্দুসমাজে স্থান নাই। হিন্দুসমাজ সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় অসতী নারীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজ রমণীর অসতীত্বের প্রশ্রয়দাতা নহে—পক্ষান্তরে গুরুতর দণ্ডদাতা। পতিতা বারবিলাসিনী পতিগ্রহণপূর্ব্বক এক বিলাসিনী হইয়া যদি পাপস্রোত মন্দীভূত করে তাহাত বিশেষ মঙ্গলের কথা, তাহা সকলেই অনুমোদন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু উহাকে তোমরা হিন্দুবিধবার বিবাহ বলিয়া

পবিত্র হিন্দুধর্ম্মে কলঙ্ককালিমা আরোপন কর কেন? কিন্তু কি, বলিতেছিলাম—রোগের প্রকৃত মূল কি? সেই বিলাসব্যসনপ্রিয়তা। কুলনারী কলঙ্কিনী হয় কেন? বিলাসব্যসনের প্রভাবাধিক্যে। অতিবালবিধবা পুণ্যকীর্ত্তি দয়াময়ী স্বর্গীয়া রাণী শরৎসুন্দরীর পবিত্র চরিত্রমাহাত্ম্য বাঙ্গলার কেনা অবগত আছে! কিরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিয়া রাণীমাতা সেরূপ অদ্ভুত চরিত্রবল লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার চরিত্রাভিজ্ঞ সকলেই জানেন।

তোমরা নারীগণকে সংযম শিখাইবে না, বিলাসের পুত্তলি সাজাইবে, সে উদ্দাম ইন্দ্রিয়নিবহের গতি নিরোধ করিতে সমর্থ হইবে কেন? তাইত তাহাকে পতিত হইতে হয়। আর কোন নারীগণ সহজে এরূপ পাপপঙ্কে পতিত হয়? তোমাদেরই নবশিক্ষিতা বিলাসপুতলী নারীগণ। হিন্দু সমাজে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেখিবে, আজিও শতকরা ৯০ জন হিন্দুবিধবা দেবীস্বরূপিনী। তাঁহাদের পরার্থপর পবিত্র চরিত্র জগৎ পবিত্র করিতেছে। পাশ্চাত্যপ্রভাবে তোমরা বিধবার মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়াছ। "বিধবার মর্য্যাদা য়ুরোপ জানে না। ননেরীতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশীকরণ করিয়াছে। সংসারস্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার নির্লিপ্তা মূর্ত্তি, সংসারসেবিকার সংসারকর্ত্রীর মূর্ত্তি, দাসীর দেবীমূর্ত্তি—এ বৈচিত্র এ রহস্য য়ুরোপ বুঝে না, জানে না; য়ুরোপের সাহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্ম্মে নাই, সমাজে নাই। সেই রুক্ষকেশা সামান্যবেশা দেবসেবানুরতা ভোগবিরতা অতিথিসৎকারকারিণী পরিবারপ্রতিপালিনী, সেই

সেবায় কর্ত্রী, সর্ব্বজনের ধাত্রী ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীইত এই বঙ্গসমাজ রক্ষা করিতেছেন।" * আর পাপমতি তোমরা কি না সেই দেবীর আসন টলাইতে সচেষ্ট হইতেছ? ধিক তোমাদিগকে —শত ধিক। মানুষের প্রবৃত্তিত প্রবল। সেই প্রবৃত্তির দমনেইত মনুষ্যত্ব। নতুবা মনুষ্যে আর পশুতে প্রভেদ কি? "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" আর তোমরা কি না সেই প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইতে চাও?

আধুনিক সংস্কারবাদী কেহ কেহ প্রেমের উচ্চ আদর্শ পাতিব্রত্য প্রভৃতিকে কবির কল্পনা বা বাতুলতা মনে করিতে পারেন, য়ুরোপের উচ্ছৃঙ্খলমতবাদী কাহারও কাহারও দৃষ্টান্তে তাঁহারও মনে হইতে পারে One to one is cursedly confined কিন্তু হিন্দুসমাজের ঐ প্রেম ঐ পাতিব্রত্যই মস্তকের মণি।

বালবিধবার কষ্টে আমরা ব্যথিত নই এরূপ মনে করিও না। কিন্তু "অদৃষ্টের সঙ্গে কভু সাজে কি সমর"? যে প্রাক্তনকর্ম্মফলে দৈববিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত, সামান্য হীনশক্তি মানব আমরা কি তাহার উদ্ধারসাধনে সক্ষম হইতে পারি! আর তোমরা যে ভাবে উদ্ধারসাধন করিতে চাও সেত উদ্ধারসাধন নয় সর্ব্বনাশসাধন। —হাতে ধরিয়া নিরয়গামী করা। বেশী দিনের কথা নয় দেখা গিয়াছে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক যতবার ধর্ম্ম ও সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন ততবারই সে বিধবা হইল।

* নব জীবন।

হিন্দুস্ত্রীর পতির সহিত ইহপরকালের সম্বন্ধ। তাহার পক্ষে কোনরূপেই পত্যন্তরগ্রহণ হিতকর হইতে পারে না। সমাজের পবিত্রতারক্ষার জন্য এ নিষ্ঠুরতা সমাজকে সহিতে হইবে। তবে যাহাতে বালবৈধব্যের নিমিত্তভাগী না হইতে হয় সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার প্রতিকারকল্পে আমাদের বাল্যবিবাহপ্রথা রহিত করা উচিত॥ একমাসবয়স্কা একবর্ষবয়স্কা হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্তবয়স্কা হিন্দুবিধবার তালিকা প্রস্তুত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করা নিতান্ত অজ্ঞের কর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে কোথাও এরূপ বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা নাই। তবে হিন্দুগণ নারীর চরিত্রগতপবিত্রতারক্ষা অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন। তাই কুমারীর রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া সঙ্গত মনে করিয়া কোন কোন শাস্ত্রকার গৌরী রোহিণী কন্যকা প্রভৃতি সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সেরূপ স্থলেও নারীর আট বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু এ ভয়ও অলীক। শাস্ত্রে লেখে "কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না"। হিন্দুর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় আদর্শ হিন্দুসতী সীতাসাবিত্রীদময়ন্তীপ্রভৃতির অধিক বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল।

যাঁহারা হিন্দুর ইতিহাস সম্যক্ অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুনারী কখন বিধবার বিবাহ অনুমোদন করিতে পারেন না। বৈদিক

হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। তাহার পর সহমরণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হয়। "ঋগ্বেদের সময় সহমরণ ছিল না। যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃত দেহের সহিত কিয়ৎকাল স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আসিতেন। পরে তিনি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। অনন্তর বিধবার পুনর্ব্বিবাহ পতিপরায়ণা নারীগণের বিষতুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিকবন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে—ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক বন্ধন। পতি সাকার হউন বা নিরাকার হউন, পতিই নারীর একমাত্র দেবতা, একমাত্র উপাস্য, লোকান্তরেও পতির সহিত মিলিত হইয়া দুইজন উন্নতিসাধন করিতে হইবে। অতএব এই বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুভাব গ্রহণ করিয়া পশুবৎ ব্যবহারে অধোগতি প্রাপ্ত হইবার আবশ্যক কি? বৈবাহিকবন্ধনে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরে অর্দ্ধেক শরীর অর্দ্ধেক জীবন, অর্দ্ধেক হৃদয়। এইরূপ চিন্তা সতীর হৃদয়ে মন্থিত হইলে সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল। বিধবার এই বাসনা যে, স্বর্গে স্বামীর সহিত বাস করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাঁহার সহযোগে তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল পবিত্র করা উচ্চ কার্য্য। বিধবারা শারীরিক ও মানসিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক-রাজ্যের মাহাত্ম্য দৃষ্টি করতঃ চিতারূঢ় হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধানা, কপালে সিন্দুর, হস্তে বটশাখা, রসনা ধ্বনি করিতেছে—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবল;—এ জগৎ মিথ্যা—আমার পতিই

আমার সর্ব্বস্ব—যে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি সেই রাজ্যে যাইব। সত্য সত্য সত্য, "এই ধ্যান ও এই গভীর ভাবপ্রকাশে সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইত ও দগ্ধ হইবার অগ্রে নারীর আপন আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন হইত। পরে মনু এই বিধি দিলেন যে বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য উত্তম কর্ম, কারণ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বহিরিন্দ্রিয় অন্তরেন্দ্রিয় সহিষ্ণুতা অভ্যাসিত হইতে আত্মার উন্নতিসাধন হয়। যদবধি পতি ছিল, তদবধি পতির সহিত একমন একপ্রাণ, এক শরীর হইয়া থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পতির প্রীত্যর্থে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে আনয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিষ্কাম ভাবে পরিচালিত হইলে আত্মার বল ও শক্তিবৃদ্ধি অনিবার্য্য।" *

সংস্কারকগণ যে ভাবে সংস্কার সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কুফলই ফলিয়াছে। তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানকালের স্ত্রীশিক্ষা। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" এত হিন্দুশাস্ত্রেরই অনুশাসন। নারীগণকে যে সুশিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কারকগণ যে ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাতে নারীগণের বিলাসবাসনা ও স্বাধীনতাস্পৃহা বড় বাড়িয়াছে। সংযম আদৌ শিক্ষা হয় না; এই কুশিক্ষায় নারীগণ আর লজ্জাভয়বিভূষণা নন। গৃহ-কর্ম্মে আর তাঁহাদের আস্থা নাই। এমন কি সন্তানপ্রসব অথবা সন্তানলালনপালনও

* এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্ব্বাবস্থা।—প্যারিচাঁদ মিত্র।

অনেক সময় তাঁহাদের নিকট বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয়। এখনও দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভদ্রমহিলাগণের জীবিকা-অর্জ্জনেরজন্য দাস্যবৃত্তি করিতে হয় না। নারীগণের বাবুয়ানায় লাভ কিঞ্চিন্মাত্রও নাই কিন্তু লোকসান ষোল আনা—ব্যয় বিস্তর বাড়িয়া যায়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেত এরূপ শিক্ষিতা বিলাসিনী ঘরনী লইয়া ঘরকরা ভয়ঙ্কর কষ্টকর হইয়া উঠে। আর এরূপ বিলাসব্যসনবাবুয়ানাময়ী শিক্ষা সুখের সংসারে অনেক প্রকার অশান্তি উপস্থিত করে। দেশের লোকের যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে সে বিষয়ে কি আমাদের সংস্কারকগণের কোন দিন দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে? দেশের তথাকথিত শিক্ষিত অনেক লোকে ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই, ছাত্রজীবনের অবসানেও অনেকে ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করে না। সংস্কারকগণের এই শোচনীয় অবস্থা কি চিন্তনীয় হওয়া উচিত নয়?

———•:*:•———

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী।

———•:*:•———

যৌবন ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব এই তিনটীর অধিকারী হইয়াও যিনি তাহাদের অধীন হন না পরন্তু তাহাদিগকে স্বীয় বশে রাখিয়া ধর্ম্ম ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন, পুরুষ হইলে তিনি যথার্থই আদর্শ পুরুষ, আর নারী হইলে তিনি যথার্থই আদর্শনারী। কারণ—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাংন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ!,

বিকারকারণবর্ত্তমানসত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্তবিকৃতি ঘটেনা তাঁহারাই প্রকৃত ধীর—মহাকবি কালিদাসের এ উক্তি কেবল তাঁহাদের প্রতি সম্যকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। যৌবন ধন-সম্পত্তি এবং প্রভুত্ব ইহাদের অপেক্ষা প্রবল বিকারকারণ জগতে আর কি আছে? এই তিনের অধিকারিণী হইয়াও অলৌকিক ধর্ম্মভাব এবং দানশীলতার জন্য বঙ্গদেশে শরৎসুন্দরী প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। হিন্দু-সন্তানের চক্ষে তিনি পবিত্রা আর্য্যনারী-কুলের আদর্শ-স্বরূপা। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণও এক-বাক্যে তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করিতেন। এরূপ বিশ্বজনীন ভক্তি প্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী আলোচনায় পুণ্য আছে।

১২৪৩ সালের আশ্বিনমাসে মহারাণী জন্মগ্রহণ করেন। নিজ পুটিয়াতেই তাঁহার পিত্রালয়। পিতা স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্ন্যাল মহাশয় পুটিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন;—হিন্দু ধর্ম্মোক্ত সকল ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান বারমাস তাঁহার গৃহে হইত। যে সকল রমণীর গুণ মহারাণীর চরিত্রের ভূষণ, সচরাচর একাধারে তাহা প্রায় দেখা যায় না। পিতা মাতার সাধু জীবনের দৃষ্টান্ত কেমন কার্য্যকর, তাঁহাদের পবিত্রতা, তাঁহাদের মহত্ব, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব, সন্তানে কতদূর বিকসিত হইতে পারে, মহারাণী শরৎসুন্দরী তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

অতি অল্প বয়সে মহারাণীর বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স তখন ছয় বৎসর। স্বামী স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ তখন দ্বাদশবর্ষীয় বালকমাত্র। গল্প শুনা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে একজন গণক মহারাণীর বাল-বৈধব্য গণনা করিয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বৈধব্য ঘটে। পিতামহী গণকের গণনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে স্থির করিয়াছিলেন বেশী বয়সে পৌত্রীর বিবাহ দিবেন। বলা বাহুল্য তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পায় নাই। পরিণত বয়সে বিবাহ হইলে বুঝি বঙ্গসমাজ মহারাণী শরৎসুন্দরীর নাম কখন শুনিতে পাইতেন না। তাহা হউক, কিন্তু তাহা হইলে বুঝি দেবী শরৎসুন্দরী জীবনে সুখী হইতে পারিতেন। পবিত্রতাময়ী মহারাণী শরৎসুন্দরীর গার্হস্থ্য জীবন কেবল দুঃখময়।—বাল্যে বিধবা, যৌবনে পিতৃহীনা, হায়! জীবনের সকলভাগই তাঁর কেবল দুঃখময়! চিরদুঃখিনী সীতার চিত্র মনে করিয়া যে জাতি অনুদিন পবিত্রতার অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, সাধ্বী শরৎসুন্দরীর দুঃখযন্ত্রণাময় জীবনের ইতিহাস বাস্তবিক সে জাতির অর্চ্চনার সামগ্রী।

১২৭২ সালে শরৎসুন্দরীর হস্তে বিষয়ভার অর্পিত হয়। সেই অবধি কিরূপ প্রশংসা এবং দক্ষতার সহিত তিনি উহা চালাইয়াছিলেন, এখানে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না।

প্রথম দিল্লির দরবারের সময় শরৎসুন্দরী 'মহারাণী' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি খেলাত গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেণ্টকে সেই উপলক্ষে জানাইয়াছিলেন, তিনি বিধবা, সে সম্মান তাঁহার গ্রহণীয় নহে। মহারাণীর দান এত বিস্তৃত ছিল এবং তাহা সাধারণে এত পরিচিত যে তাহার উল্লেখমাত্রই এখানে যথেষ্ট। কিন্তু তিনি অতিগোপনে, নিজের আমলাদের অজ্ঞাতে যে সকল দান করিতেন, আজিকার এই বাহ্যাড়ম্বরের দিনে তাহার কিছু পরিচয় দিতে হইতেছে। ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা দান করেন। প্রাতে শয্যা ত্যাগকরার কিছু পরে বৈষয়িক কাগজপত্র দেখা এবং সংবাদপত্র পাঠ করা তাঁহার একটী দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। সেই সময় পরিচিত দুঃখী স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকার দল আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত—কেহ কাঁদিতেছে ঘরে খাবার নাই—কাহারও কাপড় নাই—কাহারও ছেলের বড় ব্যারাম, চিকিৎসা হয় না—সকলেই দুঃখের কান্না কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে মহারাণী চক্ষের জল মুছিতেছেন। সকলেরই অভাব মোচন করিতে হইবে, কাহাকেও বিমুখ করা হইবে না। রাজবাটীতে অবশ্য চিকিৎসকের অভাব নাই। ইঙ্গিতমাত্রেই দুঃখিনার ছেলেটীর চিকিৎসা হইতে পারে। কিন্তু মহারাণী অতিগোপনে তাহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ দিয়া ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে উপদেশ করিতেন।

কোমল বয়সে স্বামীর যত্নে মহারাণী সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তার পর নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে সেই শিক্ষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁর নিজের একটী সুন্দর লাইব্রেরী ছিল। এদেশে কোন সুশিক্ষিতের পক্ষে সেরূপ পুস্তকরাশির সংগ্রহ সুখ্যাতির কথা। মহারাণী প্রায় সকল বাঙ্গালা সাময়িক পত্র গ্রহণ ও পাঠ করিতেন। অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থকার তাঁহার উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ, তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ভদ্র-সন্তান তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার প্রমাণ। সেই সব ভদ্র-সন্তানের প্রতি

তাঁহার কিরূপ অপরিসীম স্নেহ এবং যত্ন ছিল মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাজসাহী কলেজের সুন্দর গৃহগুলিই যেইল প্রভৃতি তাঁহাদের দুই স্ত্রী-পুরুষের অক্ষয়কীর্ত্তি। অন্তঃপুরে বসিয়াও ভারতবর্ষের উন্নতির সূচনা মাত্রে তাঁহার মনে কেমন আনন্দ, কেমন উৎসাহ জন্মিত আত্ম-শাসপ্রণালী উপলক্ষে ১২৮৯ সালে পুটীয়ার বিরাট-সভা তাহার উদাহরণ। সেই সভার পর্দ্দার অন্তরালে মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, আত্মশাসনসম্পর্কে এদেশে সেই প্রথম সভা।

মহারাণী শরৎসুন্দরী হিন্দুধর্ম্মে অনন্ত বিশ্বাসবতী ছিলেন। তাঁহার জীবন হিন্দুধর্ম্মময়; হিন্দুশাস্ত্রের সকল অনুশাসন তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াগিয়াছেন। বাল-বিধবা সেই আবাল্য যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াগিয়াছেন। প্রায়ই অসুস্থ হইলে তাঁহার অসুখের কথা সহজে কেহ জানিতে পারিত না। সর্ব্বদা অনাবৃত হর্ম্ম্যতলে বসিয়া থাকা তাঁহার নিয়ম ছিল। পীড়ার কষ্ট নিতান্ত অসহ্য না হইলে আর শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং পীড়া গুরুতর হইয়া না দাঁড়াইলে কখন তাঁহার চিকিৎসা হইত না। নিরাশ্রয়া বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা সংখ্যায় অনেকগুলি, বারমাস তাঁহার আশ্রয়ে রাজান্তঃপুরে বাস করিত। অনেক সময় তাঁহারা মহারাণীকে বেরিয়া বসিতেন ও নানা গল্প করিতেন। রাত্রে প্রকাণ্ড চাতালে সকলের মধ্যস্থলে সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন; পালঙ্ক ছিলনা, স্প্রিংএর গদী ছিলনা, দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যা ছিলনা, মেজের উপর সেই সামান্য শয্যাতেই মহারাণী সন্তুষ্ট হইতেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎ সুন্দরী ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুণ্য আদর্শ ভারতীয় নারীসমাজের সম্মুখে আজিও বর্ত্তমান। তাঁহার পুণ্য দৃষ্টান্তে আমাদের দেশের সর্ব্বতিসম্পন্ন নারীকুল অনুপ্রাণিত হউন ইহাই অমাদের মনের বাসনা। তাহা হইলে মহারাণী মায়ের অমোঘ আশীর্ব্বাদ স্বর্গ হইতে তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইবে।

পুণ্ডরীক।

—০:*:০—

"কাদম্বরী" মহাকবি বাণভট্টের অপূর্ব্বসৃষ্টি। কাদম্বরীর চারিটী প্রধান চরিত্র পুণ্ডরীক মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড় এবং কাদম্বরীও অপূর্ব্ব। মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর কথা যতদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এক্ষণে এই কাব্যখানির মেরুদণ্ডস্বরূপ পুণ্ডরীকের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে।

পুণ্ডরীকের অবিনয় ও অসংযমের চিত্র নিপুণ চিত্রকর অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। পুণ্ডরীক ব্রাহ্মণতনয়। ব্রাহ্মণ অন্য সম্পদের অভিলাষী নন। ভগবচ্চরণলাভের প্রধান সাধন জ্ঞান, সংযম, বৈরাগ্য ও সাধন তাঁহার প্রধান সম্পত্তি। পুণ্ডরীক কালত্রয়দর্শী সংযমধন শ্বেতকেতুর পুত্র হইয়াও কি ব্রাহ্মণের প্রধান সম্পত্তি চতুষ্টয়ের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন? না পারেন নাই। মহাশ্বেতাকে দর্শন করিয়াই তিনি মুগ্ধ আত্মহারা, অবশহৃদয়। কিছুতেই অবশহৃদয় শান্ত করিতে পারিলেন না। সখা কপিঞ্জলের ধর্ম্মোপদেশ সমুদায়ই বৃথা হইল। আমরা দেখিতে পাই স্বয়ং মহাশ্বেতা মুনিকুমারের অনুরাগ-লাভ দুরাশা মনে করিতেছেন। পুণ্ডরীকদর্শনে ব্যাকুলা হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন:—

"শান্ত প্রকৃতি তাপসজনের প্রতি আমাকে অনুরাগিনী করিয়া দুরাত্মা মন্মথ কি বিসদৃশ কর্ম্ম করিল। অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়, অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ, তপোরাশি, মুনিকুমার ও সামান্যজনসুলভ চিত্তবিকার এতদুভয় কতদূর বিসদৃশ। বোধ হয়, ইনি আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে কত উপহাস করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য। চিত্ত বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াও বিকার নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না! দুরাত্মা কন্দর্পের কি প্রভাব! উহার প্রভাবে কত শত কন্যা লজ্জা ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বয়ং প্রিয়তমের অনুগামিনী হয়। অনঙ্গ কেবল আমাকেই এরূপ করিতেছে এমন নহে। কত শত কুলবালাকে এইরূপ অপথে পদার্পণ করায়। যাহা হউক মদনদুশ্চেষ্টিত পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ না হইতে হইতে এখান হইতে প্রস্থান করা শ্রেয়।"

মহাশ্বেতা প্রথমত আত্মদমনে চেষ্টা করিয়াছিলেন পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাশ্বেতার চিন্তায় আমরা তাহা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু পুরুষ হইয়াও শুধু পুরুষ কেন সংযমসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকুমার হইয়াও পুণ্ডরীক প্রথমাবধি নিতান্ত বিকলচিত্ততা বশতঃ আত্মদমনে তেমন চেষ্টা করিতে সমর্থ হন নাই।

পুণ্ডরীক যে কবি বাণভট্টের সৃষ্টি কপিঞ্জলও সেই কবি বাণভট্টের সৃষ্টি। কিন্তু কপিঞ্জলের পার্শ্বে পুণ্ডরীক যেন ম্লান—নিষ্প্রভ! ললনাললামভূতা মহাশ্বেতা সখীগণ সহ ঠিক ঐ সকললোকচিত্তোন্মাদক মধুমাসে কপিঞ্জলের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু কৈ তাঁহার চিত্তে সামান্যমাত্র বিকারও উপস্থিত হইল না? সুরপুরে অবাধসঞ্চারহেতু কতদিন কত স্থির-যৌবনা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী বিলাসলালসাময়ী অপ্সরামধ্যে

তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। তথাপি কোন দিনও তাঁহার ঈষন্মাত্র ও চিত্তবিক্ষেপ দেখা গেল না। পুণ্ডরীক প্রথম দর্শনেই মহাশ্বেতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। এই অনুরাগও উচ্চ প্রকৃতির অনুরাগ নহে। তিনি প্রণয়প্রার্থী মহাশ্বেতাকে মনে মনে ভালবাসিয়াই তাহার শুভ চিন্তা করিয়াই সন্তুষ্ট নন্। তাহার সমাগমপ্রার্থী। কেবল সমাগমপ্রার্থী নন। সমাগমবিলম্বাসহিষ্ণু। মহাশ্বেতার সমাগম বিনা তাঁহার ইন্দ্রিয়নিবহ অবশ। যথার্থই তিনি পারিলেন না। দিনমাত্রও অপেক্ষা সহিল না। স্নানবেলায় তাঁহার সহিত মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ আর সন্ধ্যাসমাগমেই মহাশ্বেতার সহিত সমাগম না হওয়াতে বিকলহৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

জন্মান্তরে পুণ্ডরীক ভারতবর্ষের রাজাতারাপীড়মন্ত্রী শুকনাশতনয় বৈশম্পায়নরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বৈশম্পায়ন ও তারাপীড় পুত্র চন্দ্রাপীড়ে কিরূপ দৃঢ় সৌহার্দ্দ ছিল পাঠকপাঠিকা তাহা অবগত আছেন। পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এজন্মেও বৈশম্পায়ন নানাবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। কেবল তাঁহার পুণ্ডরীক সুকোমল দেহসৌকুমার্য্য পূর্ব্বজন্মানুরূপ ছিল।

দিগ্বিজয়ব্যাপারক্রমে চন্দ্রাপীড় সখা বৈশম্পায়নের সহিত কৈলাশপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হেমকুট নামক কিরাতদিগের সুবর্ণপুর নাম্নী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। নিকটেই সর্ব্বজন মনোহর স্বচ্ছশীতবারি অচ্ছোদসরোবর। কিছুদিন তথায় অবস্থানের পর সহসা পিতার আদেশে চন্দ্রাপীড়কে গৃহে গমন করিতে হয়। বৈশম্পায়নের উপর স্কন্ধাবার লইয়া যাইবার ভার থাকে।

তাহার পর যাহা ঘটিল কতিপয় প্রধান সৈনিক সে সম্বন্ধে চন্দ্রাপীড়কে যাহা বলিতেছেন শুনুন :—

"আপনি বৈশম্পায়ণকে স্কন্ধাবার লইয়া আসিবার ভার দিয়া প্রস্থান করিলে তিনি কহিলেন পুরাণে শুনিয়াছি অচ্ছোদসরোবর অতি পবিত্র তীর্থ। অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ দর্শন করিতে যায়। আমরা সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, অতএব একবার না দেখিয়া এখান হইতে যাওয়া উচিত নয়। অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিয়া এবং তত্তীরস্থিত ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করা যাইবে। এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে গেলেন। তথায় ইতস্তত দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তিনি এক লতামণ্ডপ দেখিলেন। ঐ লতামণ্ডপের অভ্যন্তরে একশিলা পতিত ছিল। পরম প্রীতিপাত্র মিত্রকে বহুকালের পর দেখিলে অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবোদয় হয় সেই লতামণ্ডপ দেখিয়া বৈশম্পায়ণের সেইরূপ, অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হইল। তিনি নিমেষশূন্যনয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; ক্রমে নিতান্ত উন্মনা হইতে লাগিলেন, পরিশেষে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া বামকরে বামগণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ করিতেছেন। তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতেও অনুরোধবাক্য কর্ণে তুলিলেন না। চিত্রপুত্তলিকার মত অনিমেষনয়নে সেই লতামণ্ডপ দেখিতে লাগিলেন। আমাদের পৌনঃপুনিক প্রবোধ বাক্যের উত্তরে তিনি কহিলেন "তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে প্রবোধ দিতেছ। আমি চন্দ্রাপীড়কে না না দেখিয়া, একদণ্ড থাকিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা আর আমার শীঘ্র গমনের কারণ কি আছে? এইস্থানে আসিয়া ও এই লতামণ্ডপ দেখিয়া আমার শরীর অবশ হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া আসিতেছে। যাইবার আর সামর্থ্য নাই। যদি তোমরা বলপূর্ব্বক লইয়া যাও বোধ হয় এখান হইতে যাইতে না যাইতেই আমার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে।"

অকস্মাৎ আপনার এ আবার কি ব্যামোহ উপস্থিত হইল এইকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন আমি শপথ করিয়া বলিতেছি ইহার কারণ কিছুই জানি না। তোমাদিগের সঙ্গে এই প্রদেশে আসিয়াছি। তোমাদিগের সমক্ষেই এই লতামণ্ডপ দর্শন করিতেছি, জানি না কি নিমিত্ত আমার মন এরূপ চঞ্চল হইল। তিন দিন অতিবাহিত হইল। তিনি কিছুতেই চঞ্চলচিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না এবং আমাদের সঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত হইতেও সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহার আগমন ও আনয়নবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া কতিপয় সৈন্য তাঁহার নিকটে রাখিয়া আমরা স্কন্ধাবার লইয়া আসিতেছি।"

তাহার পর মহাশ্বেতা বন্ধুর অন্বেষণে প্রত্যাগত চন্দ্রাপীড়কে অবশিষ্ট ঘটনা যাহা বলিতেছেন শুনুন।

একদা আশ্রমে বসিয়া আছি এমন সময়ে রাজকুমারের সমবয়স্ক ও সদৃশাকৃতি সুকুমার এক ব্রাহ্মণ কুমারকে দূর হইতে দেখিলাম। এরূপ অন্যমনস্ক যে তাঁহার আকার দেখিয়া বোধহইল যেন কোনও প্রনষ্ট বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বপরিচিতার ন্যায় আমাকে জ্ঞান করিয়া কহিলেন "সুন্দরি! তুমি বয়স ও আকৃতির বিপরীত কর্ম্ম করিতেছ। তোমার নবীন-বয়স শিরীষকুসুম, সুকুমার অবয়ব। এসময় তোমার তপস্যার নয়। মৃণালিনীর তুহিনিপাত যেরূপ সাঙ্ঘাতিক তোমার পক্ষে তপস্যার আড়ম্বরও সেইরূপ। দেব পুণ্ডরীকের সেই দারুণ ঘটনাবধি আমি নিরুৎসুকছিলাম। ব্রাহ্মণকুমারের কথা অগ্নিমত আমার গাত্র দাহ করিতে লাগিল। তাঁহার কথা সমাপ্তি না হইতেই বিরক্ত হইয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলাম। আমার আদেশক্রমে তরলিকা সেদিন তাঁহাকে তাড়াইয়াদিল। সেই হতভাগা সে দিন ফিরিয়া গেল বটে কিন্তু আপন সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করিল না পরে দুর্ব্বৃত্ত আর এক দিন কৌমুদী ধবলরজনীতে উপস্থিত হইয়া কহিল "চন্দ্রমুখি ঐ দেখ কুসুমশরের প্রধান সহায় চন্দ্রমা

আমাকে বধক রিতে আসিতেছে। এক্ষণ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহাতে রক্ষা পাই কর। তাঁহার সেই ঘৃণাকরকথা শুনিয়া রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে কলেবর কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভৎসনা করিয়া কহিলাম, "রে দুরাত্মন মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছিস, কিন্তু তোকে তির্য্যক জাতির ন্যায় যথেচ্ছাচারী দেখিতেছি। তির্য্যকজাতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত। অনন্তর সর্ব্বসাক্ষীভূত ভগবান চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম "ভগবন! সর্ব্বসাক্ষিণ! দেব পুণ্ডরীকের দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকে, যদি আমার অন্তঃকরণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়, তাহা হইলে আমার বচন সত্য হউক—এই দুরাত্মা তির্য্যকজাতিতে পতিত হউক। আমার কথার অবসানে সেই ব্রাহ্মণ কুমার অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ কাতরস্বরে শব্দ করিয়া উঠিল।"

মহাশ্বেতার শাপে বৈশম্পায়ন শুকজাতিতে পতিত হইলেন। তাহার পর প্রসবসময়ে মাতার মৃত্যু ব্যাধহস্তে পিতৃবধ, অবশেষে জাবালি পুত্র হারীতের শরণ লাভ। মুনিবালকগণকে শুকের পূর্ব্বজন্মদ্বয়বিবরণকথনসময়েমহর্ষি জাবালি প্রমুখাৎ তচ্ছ্রবণে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিলাভ—এই সমুদায়ই যে পুণ্ডরীকের পাপের ফল তাহা ঋষিবর, জাবালির মুখেই প্রকাশ তিনি বৈশম্পায়ন নামক শুককে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই পক্ষী আপনার দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে!" আর জাবালিমুখে বৈশম্পায়নের বিবরণ বর্ণনাই কাদম্বরীর বর্ণনীয় বিষয়।

মুনি তনয় হইয়া আত্মকৃত অবিনয়ের জন্য পুণ্ডরীকের মর্ত্ত্যলোকে শুকনাশের ঔরসে জন্ম হইয়াছিল। অনন্তর তিনি মহা-

শ্বেতার শাপে তীর্য্যগজাতিতে পতিত হন। তাহার পর মহর্ষি জবালির কথাবসানে শুক বৈশম্পায়নের অবস্থা কিরূপ তাহার নিজের মুখেই তাহা শুনা যাক্।

"মহর্ষি জাবালির কথাবসানে জন্মান্তরীণ সমুদায় কর্ম্ম আমার স্মৃতিপথারূঢ় এবং পূর্ব্বজন্মশিক্ষিত সমুদায় বিদ্যা অমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তিনী হইল। কেবল মনুষ্যদেহ হইল না, নতুবা চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সেইরূপ স্নেহ, মহাশ্বেতার প্রতি সেইরূপ অনুরাগ এবং তাঁহার প্রাপ্তিবিষয়ে সেইরূপ ঔৎসুক্য জন্মিল। মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভগবন! আপনার অনুকম্পায় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথবর্ত্তী হইয়াছে ও সমুদায় সুহৃদগণকে মনে হইয়াছে। কিন্তু উহা স্মরণ না হওয়াই ভালছিল। এক্ষণে বিরহবেদনায় প্রাণ যায়। মহর্ষি আমার প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক স্নেহ ও কোপগর্ভবচনে কহিলেন, দুরাত্মন যে পথে পদার্পণ করিয়া তোর এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, আবার সেই পথ অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছিস? অদ্যাপি পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, অগ্রে গমন করিবার সামর্থ্য হউক পরে জন্মস্থান বলিয়া দিব। মহর্ষির প্রস্থানের পর আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কোনও কর্ম্মের যোগ্য নয়। অনেক সুকৃতি না থাকিলে মনুষ্য দেহ হয়না। তাহাতে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করা অতি কঠিন কর্ম্ম;—ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্বিবেশে জগদীশ্বরের আরাধনা ও অপবর্গের উপায়চিন্তাকরা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। দেবলোকে নিবাসেরত কথাই নাই। আমি এই সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কেবল আপনদোষে হারাইয়াছি।"

পাঠক পাঠিকা অসংযম ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার জন্য কি উন্নত অবস্থা হইতে শুকের কি অধোগতি হইয়াছে তাহার আপনমুখেই তাহা শুনিলেন। পিতা আয়ুষ্কর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত।

তিনি কপিঞ্জল দ্বারা জাবালির আশ্রমে বৈশম্পায়নকে বলিয়া পাঠাইলেন যাবৎ কর্ম্মসমাপ্তি না হয় তাবৎ সেই স্থানে থাকিতে। আর মহর্ষি জাবালিও পূর্ব্বেই বৈশম্পায়নকে অধীর হইতে বারণ করিয়াছেন তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। তথাপ শুক আত্ম-সংযমে সমর্থ হইল না। অধীরচিত্তে মহাশ্বেতার আশ্রমে যাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া জালবদ্ধ হইল। আর চণ্ডালগৃহে নীত হইয়া চণ্ডালবালকের ক্রীড়াসামগ্রী হইল। এবং চণ্ডালস্পৃষ্ট ভক্ষ্যপেয় দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। দুষ্কর্ম্মজন্য পুত্র আর যেন কষ্ট না পায় এই হেতু পুণ্ডরীকজননী লক্ষ্মী স্বয়ং চণ্ডালদারিকারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্রাপীড় বন্ধু পুণ্ডরীকের শোকে দেহত্যাগ করিয়া রাজা শূদ্রকরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। লক্ষ্মীরূপিণী চণ্ডালদারিকা বৈশম্পায়ন শুককে শূদ্রককে উপহার দিতে লইয়া আসিলেন। শুক মনুষ্যভাষায় রাজার নিকটে আত্মজন্ম বিবরণ বর্ণনা করে। রাজা শূদ্রক দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শেষবৃত্তান্ত জানিবার জন্য চণ্ডাল-দারিকাকে আহ্বান করিলেন। চণ্ডালদারিকা রাজশয়নভবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রগল্‌ভ বচনে কহিল :—

"ভুবনভূষণ কাদম্বরীলোচনানন্দ চন্দ্র! শুকের ও আপনার পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলে। পক্ষী অনুরাগান্ধ হইয়া পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল তাহাও শুনিলে। আমি ঐ দুরাত্মার জননী লক্ষ্মী। মহর্ষি কালত্রয়দর্শী শ্বেতকেতু দিব্য চক্ষুদ্বারা উহাকে পুনর্ব্বার অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি ভূতলে গমন কর এবং যাবৎ আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তোমার পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, এবং যাহাতে অনুতাপ হয় এরূপ

শিক্ষা দিও। কিজানি যদি কর্ম্ম দোষে আবার তির্য্যকজাতি অপেক্ষাও অন্য কোন নীচ জাতিতে পতিত হয়। দুষ্কর্ম্মের অসাধ্য কিছুই নাই।" আমি মহর্ষির বচনানুসারে উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অদ্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে এই নিমিত্ত তোমাদিগের পরস্পর মিলন করাইয়া দিলাম। এক্ষণে জরামরণাদিদুঃখসঙ্কুল এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন অভীষ্ট বস্তু লাভ কর।"

পাঠক পাঠিকা এইত পুণ্ডরীকের বিবরণ। আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস পুরুষের চরিত্রহীনতা দূষণীয় নহে। নারী-গণের কেবল চরিত্র রক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য। আর শাস্ত্রকারগণের পুরুষের প্রতি পক্ষপাত আছে। সেই ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস অপনোদ-নের জন্যই পুণ্ডরীকের বিবরণ নারীধর্ম্মে প্রকাশ করিলাম। চরিত্ররক্ষা নরনারী উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্য। আর চরিত্র-হীনতা ও অসংযমপাপের প্রতিফল স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমান ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ অনেক দৃষ্ট হয়। পুরুষেরও সংযত হওয়া বিশেষ আবশ্যক আমরা রোগের কারণ প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়া সমাজসংস্কারকগণের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিয়াছি।

এক্ষণে পুণ্ডরীক সম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই। পুণ্ডরীকের পতনও যথেষ্ট হইয়াছিল—পাপের ফলও যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে। কিন্তু প্রেমের সাধনায় পুণ্ডরীক জয়ী। রূপজমোহ—যাহা ক্ষণিক—পুণ্ডরীকের প্রেমের প্রথমত সেই রূপজমোহে আরম্ভ হইলেও শেষ তাহা নহে। মহাশ্বেতা রোদন করিয়া সত্য বলিয়াছিলেন :—

জন্মান্তরে্ঽপি অবিস্মৃত মদনানুরাগ
মন্ময়সকলজীবলোক মন্মুখাবলোকিন্। *

দুষ্যন্তেরও প্রথম প্রেম রূপজমোহ বলা যাইতে পারে। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই শকুন্তলার প্রেম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন।

পরিগ্রহবহুত্বেপি দ্বেপ্রতিষ্ঠে কুলস্যমে!
সমুদ্রবসনাচোর্ব্বী সখীচ যুবয়োরিয়ং॥ †

এ প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল। পুণ্ডরীকের প্রেম দুষ্যন্তের প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর কারণ পুণ্ডরীক কোন জন্মেই মহাশ্বেতাপ্রেম বিস্মৃত হইতে পারে নাই। অচ্ছোদ-সরোবরতীরবর্ত্তী লতাকুঞ্জ-দর্শনে বৈশম্পায়নের ভাবান্তর মহাশ্বেতার প্রতি অনুরাগের অস্ফুট-স্মৃতি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। তাহারপর মহাশ্বেতার নিকট উন্মত্ত বেশে প্রেমপ্রার্থনা তাহাও মহর্শ্বেতার প্রতিপূর্ব্বজন্মা-ভ্যস্থ অনুরাগের প্রণোদনে। আর শুকজন্মে মহাশ্বেতার প্রতি বৈশম্পায়নের কি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। তিন জন্মের প্রেমসাধনায় পুণ্ডরীক সিদ্ধ হইলেন। অনুতাপানলে তাঁহার সর্ব্ববিধ চিত্তবিকার পুড়িয়া গেল। অগ্নি পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় সুসংযত প্রেমোজ্জ্বল পুণ্ডরীক মহা-শ্বেতার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সমাগমসুখলাভে সুখী হইলেন।

* জন্মান্তরেও যিনি আমার প্রতি অনুরাগ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, যাঁহার সকল জীবলোক আমাময়, আমার মুখদর্শনবাসনা যাঁহার নিরন্তর বলবতী।

† অনেক বিবাহ হইলেও দুইটীর উপরই আমার কুলের প্রতিষ্ঠা সে দুইটী সমুদ্রবসনা পৃথিবী এবং তোমাদের এই সখী।

সতীরত্নযুগল।

ভারতের পুরাতন আদর্শ-সতীগণের অনেকেই রাজকন্যা ও রাজপুত্রবধূ। আজিও এদুর্দ্দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারে সতীর অভাব নাই। আজিও সম্ভ্রান্ত ভারত মহিলাগণ ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসের মধ্যেও সতীত্বগৌরবে মহিমাময়ী নিম্নের দুইটী দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকপাঠিকা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(১)

লালাবাবুর কথা সকলেই জানে। বৈরাগ্যের বিষয় আলোচনা হইলে লালা বাবুর ফকিরির কথা মনে পড়ে। কিন্তু ঐ বৈরাগী লালাবাবুর ঘরে যে একটি অমূল্য মণি ছিল তাঁহার কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ৺ইন্দ্রচন্দ্রের স্বর্গীয়া পত্নীই সেই চন্দ্রকান্তমণি। এই সতীসাধ্বীর কথা মনে হইলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

৺ইন্দ্রচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা সকলেরই বিদিত। তিনি সাতিশয় উদার ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সেই উদারতা আর মদিরা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। অনেক প্রকারে তিনি তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে অতিক্রম করিয়া সতীর মনোবেদনা জন্মাইতেন। কিন্তু ঐ হেম-লক্ষ্মীর প্রেম অদ্ভুদ ও অটুট। ইনি পতির ছায়াস্বরূপা ছিলেন —পতির সুখে সুখ—পতির দুঃখে দুঃখ—পতির প্রাণে প্রাণ। এক দিন ইন্দ্রচন্দ্র এত মদিরা টানিয়াছিলেন যে তিনি অন্নগ্রহণ

করিতে অসমর্থ হন। পতি অন্নগ্রহণ করিলেন না। পতিকে না খাওয়াইয়া সতী খান না—তাই পতির সঙ্গে সঙ্গে সতীও উপবাসিনী। মদিরার আবেগ ইন্দ্রচন্দ্রের উপর এইরূপ ক্রমান্বয়ে সাত দিন থাকে, সাত দিনই সতী অন্নস্পর্শ করেন নাই। এই প্রকার প্রেম—এই প্রকার প্রীতি কোথায় আছে? ছিঁড়ে ফেলে দাও তোমার নাটক নবেল। ঐ গুলাতে যথার্থ ভালবাসা নাই—আছে কেবল ঢলানো আর মজানো। ঐগুলাই দেশের সর্ব্বনাশ করিল। আদর্শ সতীত্ব আদর্শ প্রেম যদি দেখিতে চাও ত এস বাঙ্গালির অন্তঃপুরে—ঐ খানেই সতীর পবিত্র ধাম। অত্যাচার অনাচার করিলেই শেষে একটা অবসাদ হয়। এই অবসাদ আর অর্থনাশ —দুইটা কারণ মিলিয়া ইন্দ্রচন্দ্রকে শেষে বৈরাগী করিয়া তোলে। সতী সম্পদে ঐশ্বর্য্যে মদমত্ততায় পতির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ঘুরিতেন। এখন অবসাদেও সেইরূপ। পতি হিমালায় যাইবেন। সতীও সঙ্গিনী। কিন্তু হায় সেই হিমে শীতে সুকুমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। পতিব্রতা পুণ্যলোকে চলিয়া গেলেন। লালা বাবুর নামে যেমন পাইকপাড়া ধন্য হইয়াছে—এই সতীলক্ষ্মীর মহিমাতেও লালা বাবুর বংশ সেইরূপ ধন্য হইয়াছে।

(২)

দেশের নিতান্ত দুর্দ্দিন উপস্থিত। তাই আমাদিগকে অনেক সময় হিন্দুবিধবার সংসারপালয়িত্রী দয়ামায়ার নির্ঝরিণী দেবীমূর্ত্তির স্থানে বিলাসব্যসনময়ী পিশাচীর মূর্ত্তি দেখিতে হইতেছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যাব্রতধারিণী কোন হিন্দুবিধবার সংবাদ শুনিলে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। আর এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত

সুখসম্পদের প্রতিকূলশক্তিতে অপ্রতিহত দেখিলে সেই আনন্দ আরও শতগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়। আমরা নিম্নে এইরূপ একটী আনন্দসংবাদ সঙ্কলিত করিয়া পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিলাম। "ত্রিপুরারাজ্যের মহারাজ ৺বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয়া মহিষী মনোমোহিনী দেবী ৩৮ বৎসর বয়সে স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। যে দিন হইতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে এই ধার্ম্মিকা রমণী সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ফলমূলাশিনী হইলেন। গঙ্গোদক তাঁহার পেয় হইল। দুগ্ধ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিলেন। কেবলমাত্র কম্বলই তাঁহার শয্যা হইল। কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া জটা ধারণ করিলেন।"

এই জটাজুটধারিণী, একবসনা পতিধ্যানপরায়ণা যোগিনীর চিত্র কি মনোহর! তিনিত স্বর্গে গিয়া ছেন * কিন্তু তিনি আজ নিজের অলৌকিক জীবনে পতিপরায়ণতার যে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন, তাহা কখনও তাঁহার চিতাভস্মের সহিত ধূলিতে পরিণত হইবে না।

—:o:—
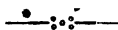
* ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগে এই মনস্বিনী নারীর মৃত্যু হয়।

পাপের পরিণাম।

——:*:——

হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দুসাহিত্যে নারীগণের দেবত্ব ও মহত্বের অনেক কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু শাস্ত্রকারগণের কেহ কেহ আবার কামিনীকাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন—

কিমত্র হেয়ং? কনককঞ্চকান্তা।

এই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হেয় কি? কণক ও কান্তা।

দ্বারম্ কিমাহুর্নরকস্য? নারী

নরকের দ্বার কি? নারী।

সন্মোহয়ত্যেব সুরেব কা? স্ত্রী।

কে সুরার ন্যায় জনগণকে সম্যক বিমুগ্ধ করে? স্ত্রী। বিজ্ঞান্মহা বিজ্ঞতমোহস্তিকোবা? কে বিজ্ঞ অপেক্ষাও মহাবিজ্ঞতম? নার্য্যা পিশাচ্যানচ বঞ্চিতো যঃ। পিশাচিনীনারী কর্ত্তৃক যে কখন প্রবঞ্চিত হয় নাই।

বড়কঠোর তিরস্কার। কিন্তু অবস্থাবিশেষ নারীগণ যথার্থই এরূপ তিরস্কারের যোগ্য। লালসাময়ী বিলাসপুতলী নারীগণ ধরাকে কলুষিত করে, নরগণকে কি সন্মোহিত করিয়া পিশাচতুল্য করিয়া ফেলে। তাহাদের প্রভাবে কত নরহত্যা ক্রূরতাশঠতা-দস্যুতাপ্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় তাঁহার কি ইয়ত্তা আছে! ঐ দেখ! ঐ এক বজ্রকঠোরহৃদয়া পিশাচিনী বিলাসের লীলা

অব্যাহত করিবার জন্য প্রীতির আধার হৃদয়রঞ্জন স্বীয় পুত্র-রত্নকে হত্যা করিতেছে। অহো কি দারুণ দৃশ্য! পতিই নারীর ইহপরকালের দেবতা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পাপপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় সে দেবতাকেও ইহারা বিলাসের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে কুণ্ঠিত নয়! রাক্ষসীগণও বোধ হয় এরূপ নির্ম্মম হইতে পারে না! পাপিয়সীগণ বাসনার মূর্ত্তি। আপনারাও নিত্য বাসনার অনলে পুড়িয়া মরে এবং যে সমুদয় দুর্ভাগ্য নর অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে তাহাদের সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া মারে। ঈর্ষাকুটিলতাশঠতাপ্রভৃতি পাপীয়সী নারীগণের নিত্য সহচর। ইহারাই মানুষকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ইহারাই মানুষের মোক্ষপথের কণ্টক। ইহারাই মানুষের সংসারের পাপবন্ধন। ইহারাই মানুষের পাপপ্রবৃত্তিতে ইন্ধনযোগায়। ম্যাকবেথমহিষীর প্ররোচনায় ম্যাকবেথ সর্ব্বদেবময় অতিথি প্রভু প্রতিপালক রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করিয়াছিল। পিশাচী শূর্পণখার প্ররোচনায় রাবণ লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া সবংশে মজিয়াছিল। এরূপ নারীগণই যে অতিহেয় নরকের দ্বারস্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নারীপ্রকৃতিকে এরূপ পরিণতি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই হিন্দুগণ এরূপ সাবধান। তাই নারীর শিক্ষা সংযমের এরূপ ব্যবস্থা। নারীগণ সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্ত্তি। সে দেবী মূর্ত্তির পিশাচিনীতে পরিণতি হিন্দুর চক্ষে হিন্দুর হৃদয়ে অসহ্য। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ হিন্দু নারীগণের জন্য এরূপ কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাছে বা কোনরূপ পদস্খলন হয় এই ভয়ে তাঁহারা নারীগণের

স্বাতন্ত্র্যদানে পর্য্যন্ত অসম্মত। আত্মশক্তির পৃথকবিকাশে আত্মসত্তার পৃথক অনুভূতিতে পাছে বা নারীহৃদয়ে অনর্থকারিনী প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির বিকাশ হয় এই ভয়ে তাঁহারা হিন্দু নারীগণকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিণী স্বামিগতপ্রাণা স্বামীগতহৃদয়ারূপে কল্পনা করিয়াছেন। পবিত্রতামধুরতাপ্রীতিপ্রণয়পারাবাররূপিনী নারীগণের দেবভাব অব্যাহত রাখিতে হইলে এইরূপ শিক্ষা ও শাসনের আবশ্যক।

কেহ কেহ মনে করেন নারীগণের প্রতি অতি অবিচার করা হইয়াছে—অতি কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহার শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত নন। নারীগণের হিতার্থ পরমদয়াপরবশ হইয়া ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারগণ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ওমা বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ! তোমরাই আজিও অধঃপতিত এবঙ্গের অলঙ্কার। তোমাদের সতীত্ব, তোমাদের সংযম, তোমাদের সহিষ্ণুতা, আজিও বঙ্গভূমি পবিত্র করিতেছে। শাস্ত্রানুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া তোমরা তোমাদিগের পুণ্যচরিত্র অব্যাহত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিও। তামিস্র অন্ধতামিস্র রৌরব মহারৌরব কুম্ভিপাক প্রভৃতি মহাযাতনাময় অষ্টাবিংশতিপ্রকার নরক পাপাত্মা এবং পাপীয়সীগণের জন্য ধর্ম্মরাজ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ক্ষণিক সুখাশায় প্রলোভনমুগ্ধ হইয়া সে কথা বিস্মৃত হইও না। ভয়ঙ্কর যমদূতগণ অসতীস্ত্রীকে ঘোরতর কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নরক ঘোরঅন্ধকারময়। পাপীয়সীগণ তাহাতে নিপাতিত হইয়া আহারপানাভাবে এবং দণ্ডতাড়ন ও তর্জ্জনে পীড্যমান

হইতে থাকে। অসহ্য যাতনায় কাতর হইয়া উহারা একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। যে সকল নরনারী দস্যুবৃত্তি করে বা গৃহেঅগ্নিদেয় অথবা প্রাণবিনাশার্থ বিষপান করায় মরণান্তে সাত শত বিংশতি সংখ্যক কুক্কুর বজ্রতুল্য করাল মহাদংষ্ট্রা দ্বারা তাহাদিগকে চিবাইয়া ভক্ষণ করে।

পাপিয়সী নারী এবং পাপাত্মা নরগণের তামসী গতির বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—পাপী প্রাণত্যাগ করিলে ক্রোধসংরক্তনয়ন দুইজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা-দিগকে দেখিয়াই সে ভীতাবিহ্বল হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করে। অনন্তর যমদূতেরা তাহাকে স্থূল দেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করে এবং তাহাদের গলদেশে পাশ বন্ধন করিয়া সুদীর্ঘ পথে লইয়া যায়। সেই দুই জনের তর্জ্জনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং সাতিশয় কম্প উপস্থিত হয়। পরে তাহাকে কুকুরে খাইতে আসে। তখন সে নিজপাপ স্মরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর তাহার পর আবার পৃষ্ঠদেশে কষাঘাত, দারুণতপ্তবালুকাময় পথ, সূর্য্য-কিরণ দাবানল ও উষ্ণবায়ুতাপে সন্তাপিত। পথে আশ্রম বা জল কিছুই নাই ; সুতরাং তাহাকে অশক্ত হইয়াও চলিতে হয়। চলিবার শক্তি নাই কাজেই সে শ্রান্তি বশতঃ বার বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার মূর্চ্ছাভঙ্গে আপনি গাত্রোত্থান করে। এইরূপ নানা যাতনা ভোগ করিতে করিতে সে ঐ ভয়ঙ্কর পথ দ্বারা যমসদনে নীত হইয়া থাকে। যমভবনের পথের পরি-মাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। ঐ পথ ঐ ব্যক্তিকে তিন মুহূর্ত্ত

॥ দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করিয়া উপনীত হইতে হয়। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্রই তাহাকে নানা কঠোর যাতনা দেওয়া হয়। কোন স্থানে জলন্ত কাষ্ঠ তাহার গাত্র বেষ্টিত করিয়া দগ্ধ করে। কোথাও বা আপনাদ্বারা অথবা অন্যের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। যমসদনে কুকুর গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাহারী প্রাণীগণ জীবন থাকিতে তাহার অন্ত্র টানিয়া বাহির করে। কোন স্থানে বা সর্প বৃশ্চিক দংশাদি নিষ্ঠুর রূপে দংশন করিতে আরম্ভ করে। কোথাও বা দেহ সকলের কর্ত্তন, কোথাও বা গজাদি দ্বারা বিদারণ কোথাও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে পাতন কোথাওবা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরোধ ইত্যাদি যাতনায় তাহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত হইতে হয়। মৃতব্যক্তিগণ নর হউন বা নারী হউন পাপজীবনাবসানে তামিস্র অনুতামিস্র রৌরব প্রভৃতি নরক ভোগ করে। এখানে আর সেই সব অসহ্য যাতনাপ্রদ ভীষণ নরকের বর্ণনা দেওয়া হইল না। আশা করি যাহা দেওয়া হইল তাহতেই পাঠক পাঠিকাগণ পাপের শোচনীয় পরিণাম বিশেষরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন।

——:*:——

প্রফুল্লের শিক্ষা।

—— ০:*:০ ——

আমরা নারীগণের শিক্ষাসংযমের কথা অনেকবার বলিয়াছি। কি প্রণালীতে নারীগণকে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এখানে প্রফুল্লের শিক্ষা পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিতেছি।

"প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল নিশি ঠাকুরাণীর কাছে শিখিল। তারপর পাঠকঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতিতীক্ষ্ণ শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার পর ভট্টিকাব্য। প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘুকুমার নৈষধ শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্পমাত্র। —এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগশাস্ত্রাধ্যায়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্ব্ব শেষে সর্ব্ব গ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্ন প্রকার শিক্ষারও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোবরার মা কিছু কাজ করেনা,

কেবল হাট করে—সেটাও ভবাণীঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহার্য্য করেনা, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। প্রথম বৎসর, তাহার আহারের জন্য ভবাণীঠাকুর ব্যবস্থা করিলেন, মোটা চাউল, সৈন্ধব ঘি ও কাঁচাকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্যও তাই। প্রফুল্লের তাহাতে কোনই কষ্ট হইল না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবাণী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত। গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খাণাডোবাবিলখালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বমত রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নুণ লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না। তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত মাখন ক্ষীর ননী ফলমূল অন্নব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের জন্য নুন লঙ্কা ভাত। তুইজনে একত্র বসিয়া খাইত। খাইবার সময় প্রফুল্ল ও নিশি তুইজনে বসিয়া হাসিত। এ পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা, সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানীঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারি

খানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানা ঢাকাই মল্‌মল্‌ অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাটকাপড় ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে। প্রফুল্ল সে সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চমবৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত। কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ রাখিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানীঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল। ভবানীঠাকুর আদেশ করিলেন কেশ গন্ধতৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্ব্বদা রঞ্জিত করিবে। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিত না।

প্রথম বৎসরে, তুলার তোষকে তুলার বালিসে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালির বালিস, বিচালির বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমিশয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত সেখানেই শুইত।

প্রথম বৎসরে ত্রিযামনিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুদিন অন্তর রাত্রি জাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলে নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুথি নকল করিত। প্রফুল্ল জল বাতাস রৌদ্র আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় বৎসরে ভবানীঠাকুর বলিলেন "বাছা একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে। প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিয়া বলিল "ঠাকুর আর যা বলেন তা শিখিব, এটি পারিব না।"

ভ। এটী নইলে নয়।

প্র। সেকি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্ব্বলশরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারেনা। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ট বালকবালিকা ভিন্ন দলে রাখে না।* তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসর ভবানীঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না, বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপপক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল তখন ভবানীঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়ামাথায় অবনতমুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজ অনুচর দিগের সঙ্গে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন।

* এ কথা Warren Hastings নিজে লিখিয়াছেন।

প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে কোন বিধিনিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত নিষ্প্রয়োজনে করিতনা।

যখন প্রফুল্ল পুরুষমানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পদের অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানীঠাকুর ঐশ্বর্য্যভোগের * যোগ্যপাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচবৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

পাঁচবৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া ভবানীঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন "এখন তুমি কোন পথ অবলম্বন করিবে"? প্রফুল্ল বলিল কর্ম্ম করিব। জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।

ভবানী বলিল "ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে হইবে। মনে আছেত ভগবান্ বলিয়াছেন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পৌরুষম্।

এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়সংযম। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

* রাণীগিরির দোকানদারি প্রবন্ধে ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্যতা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল কর্ম্মকৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর তোমার গুণে হইল কখন তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তৃতীয় লক্ষণ এই যে সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদার্পণম্॥

এখন বল দেখি মা তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এধনও শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম।

ভ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে এধন পৌছিবে কি প্রকারে?

প্র। শুনিয়াছি তিনি সর্ব্বভূতস্থিত। অতএব সর্ব্বভূতে এধন বিতরণ করিব।

ভ। ভাল, ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যো মাংপশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহম্ ন প্রণশ্যামি সচমে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাংভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়িবর্ত্ততে।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমংপশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখংবা যদিবা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।

কিন্তু এই সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?

প্র। এতদিন শিখিলাম কি?

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখন কখন কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশবিন্যাস, কিছু ভোগবিলাসের ঠাট প্রয়োজন সে বড় কষ্ট। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম্ম তাঁহার আমার নহে। কর্ম্মোদ্ধারের জন্য যে সুখদুঃখ তাহা আমার নহে তাঁহারই। তাঁর কর্ম্মের জন্য যাহা করিতে হয় করিব।

এইরূপে প্রফুল্লের শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

পার্ব্বতীর শিক্ষা।

এইবার আমারা পাঠকপাঠিকাকে পার্ব্বতীর শিক্ষা উপহার দিব। পার্ব্বতী প্রবেশার্থিনী হইয়া সংসারের দ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সংসার দ্বার খুলিল না। পার্ব্বতীর ন্যায় অতুলনা ললনা যদি যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন তাহা হইলে সংসারের বিশেষ অমঙ্গলের কথা। তাই সংসার দ্বার খুলিলনা।

পার্ব্বতী সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিণী। যেমন শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে হংসশ্রেণী গঙ্গায় আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি উপদেশকালে স্থিরোপদেশা পার্ব্বতীতে প্রাক্তনজন্ম-বিদ্যা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই সামান্য বিদ্যাতে সংসারের আদর্শমহিলা দেবী পার্ব্বতীর শিক্ষাপরি-সমাপ্তি হইলে চলিবে কেন?

তাই

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলাহি চারুতা॥

আপনার নয়নসম্মুখে হর কর্ত্তৃক সেই প্রকারে মদনকে ভস্ম হইতে দেখিয়া পার্ব্বতীর হরবাল্লভ্যলাভের আশা ভরসা দূর হইল। তিনি মনে মনে আপন রূপের অনেক নিন্দা করিলেন।

কারণ প্রিয়চিত্তহরণসাফল্যেই রূপের সার্থকতা। তাই তিনি, রূপের সার্থকতা বিধান করিতে সংকল্প করিলেন।

অবাপ্যতে বা কথমন্যথাদ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ

অন্যথা হরের ন্যায় পতি ও তাঁহার শরীরার্দ্ধহর প্রেম কিরূপে লাভ হইবে?

পার্ব্বতী গৌরীশিখরে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি মহার্হ বসনভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধান করিলেন। কেশবিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া জটা ধারণ করিলেন। তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বাহুলতাকে উপাধান করিয়া অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিতেন। তাহার পর স্তুতিপাঠাদি পরিসমাপ্তি করিতেন। অনন্তর সামান্য আহারমাত্র করিতেন। এই প্রকার তপো-নিয়মের অনুষ্ঠানে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি হইল না দেখিয়া পার্ব্বতী স্বশরীরের মৃদুতা গণনা না করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি দারুণ আতপতপ্ত নিদাঘকালে প্রজ্বলিত চারিটী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া এক দৃষ্টিতে সবিতাকে দর্শন করিতেন। কেবল অযাচিতপোস্থিত জল এবং রসাত্মক সুধাকরেরকরমাত্র তাঁহার পারণাবিধি হইত। এই প্রকারে নভশ্চর ও ইন্ধনসম্ভৃত বিবিধ প্রকার বহ্নিদ্বারা বিশেষরূপ তাপিতা হইয়া গ্রীষ্মাবসানে পার্ব্বতী পৃথিবীর সহিত নববারিসিক্ত হইয়া ঊর্দ্ধগ উষ্মা পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষা-সমাগমেও তিনি অনাবৃতপ্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষণবারিবাহী শীতল বায়ু বহমান, মুসলধারে বৃষ্টি, পুনঃ পুনঃ বিদ্যুদ্বিকাশ কর্ণবধীরকারী মেঘগর্জ্জন—ইহার মধ্যে পার্ব্বতী অনাবৃত স্থানে শিলাশয়নে নিশা যাপন করিতেন। পৌষ মাসের দারুণ শীতে শিশিরসম্পাতসিক্ত বিদ্ধকারী বায়ুর বেগে উষ্ণবস্ত্রে বিশেষরূপ আবৃত অঙ্গও কাঁপিতে থাকে। আর পার্ব্বতী সেই দারুণ পৌষরাত্রিতে আগ্রীব জলমগ্ন হইয়া কাটাইতেন। আপনি শুকাইয়া বৃক্ষ হইতে যে পত্র বিগলিত হয় সেই বিশুষ্ক পত্রভক্ষণে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা তপস্যার পরাকাষ্ঠা। পার্ব্বতী তপস্যার শেষভাগে সেরূপ বিশুষ্ক পত্রভক্ষণও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই পুরাবিদ্‌গণ তাঁহাকে অর্পণা কহিয়া থাকে না। কোমলাঙ্গী পার্ব্বতী এই প্রকার ও অন্যবিধ বহু কঠোর তপোনুনিয়মানুষ্ঠান দ্বারা কঠিন শরীর দ্বারা উপার্জ্জিত তপস্বিগণের তপস্যাও অতিক্রম করিয়াছিলেন।

ইহাই পার্ব্বতীর তপস্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পার্ব্বতী ও প্রফুল্লের শিক্ষা হইতে পাঠক পাঠিকা বুঝিতে পারিলেন ধর্ম্মপথে থাকিয়া অব্যাহতভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কিরূপ শিক্ষাসংযমের আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত ভাবে শিক্ষিত হইতে পারিলে সংসারের সকল কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। প্রাক্তনকর্ম্মফলে বালবৈধব্য ঘটিলে আর কিরূপে একাদশীর উপবাস সহ্য হইবে এ ভাবনায় কাতর হইতে হয় না। আর এরূপ অনুশীলন এরূপ শিক্ষাসংযম ব্যতীত ভোগবাসনা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া প্রণয়কে পবিত্র করা যায় না। প্রণয় পবিত্র না হইলে মানবজীবন

লক্ষ্যভ্রষ্ট উদ্দেশ্যবিহীন পশুজীবনসমান। ঈশ্বর ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি। পতির প্রতি কামনাপূর্ণ যে অনুরাগ তাহা প্রকৃত পতিভক্তি নহে।

এ বিষয়ে শ্রী সীতারামকে কি বলিতেছেন শুনুন "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি, পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখন বিশুদ্ধচিত্তনা হইয়া সহ-ধর্ম্মিণী সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়ের বশ্যতামাত্রই পাপ।"

প্রণয়কে এইরূপ ধর্ম্মভাবে পরিপুর্ণ করিবার জন্যই পার্ব্বতীর ওরূপ কঠোর তপস্যার আবশ্যক হইয়াছিল। মদন ভস্মের সময় যে মহাদেব ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তরায় মনে করিয়া স্ত্রী-সন্নিধান—পার্ব্বতীর সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি আবার তপঃসিদ্ধা-সংযতহৃদয়া পার্ব্বতীকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান সহায় মনে করিয়া পত্নীরূপে পাইতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আর এইরূপ সুশিক্ষিতা সুসংযতা পার্ব্বতীও প্রেমে হরের শরীরার্দ্ধহরা হইয়াছিলেন।

অবশ্য দেশকাল পাত্রভেদে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুনারীগণের পক্ষে সর্ব্বদা পার্ব্বতীর ন্যায় কঠোর তপস্যা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রফুল্লের শিক্ষার মত শিক্ষা অসম্ভব নয়। ততদূর না হইলেও কতকটা খুব সম্ভব। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা হইলে সংসারে আর কিছুই অসাধ্য থাকে না।

পাতিব্রত্য।

———:o:———

"সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

ইহা আর্য্যনারীগণের প্রাণের কথা। সতীত্বই তাঁহাদের একমাত্র সম্পৎ—পাতিব্রত্যই তাঁহাদের প্রাণের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী। পাতিব্রত্যের নিকট আর্য্যনারীগণের রাজত্ব-সুখসম্পদ আত্মীয়-স্বজন সমস্তই তুচ্ছ। রাম বনে চলিলেন সীতাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বনে চলিলেন। তাঁহার কমলকোমল দেহ দারুণ দুর্গম কঠিন বনপথের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—নবনীতোপম দেহসৌকুমার্য্য শীতাতপসহনে অসমর্থ। তাহা হইলে কি হয় পাতিব্রত্য ধর্ম্মধ্রবপালনার্থঅনুরোধে হিন্দুনারীগণ সব সহিতে পারেন। তাঁহারা হাসিমুখে অনলে প্রবেশ করিতেও প্রস্তুত। অযোধ্যার অতুল সম্পদ—মিথিলারাজ জনকের অতুল সম্পদ—এসকলে দিকে জানকী একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্র বনে গমনোদ্যত হইয়া সীতার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন। তিনি গৃহে থাকিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সীতাকে সে বিষয়ে উপদেশ কহিলে সীতা প্রণয় মানে কোপবতী হইয়া কহিলেন "কি বিচিত্র! আর্যপুত্র! তুমি শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী স্বয়ং বীর, বীর ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র, এই প্রকার অসঙ্গত ও অকীর্ত্তিকর বাক্য কি

তোমার মুখ হইতে বাহির হওয়া উচিত? অথবা আমাকে সামান্যা মনে করিয়া এরূপ লঘু বাক্য কহিতেছ?

আর্য্যপুত্র পিতামাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে॥
ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বাস্তব্যমিত্যপি॥

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা নমাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীনাং পতিরেকো গতিঃ সদাঃ

আর্য্যপুত্র! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও বধূ ইহারা নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ! কেবল নারীগণই ভর্ত্তার ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। (নারী ভর্ত্তৃভাগ্যভাগিনী)। অতএব তোমার প্রতি বনে গমনের আদেশ হওয়াতে আমারও প্রতি সে আদেশ হইয়াছে। ইহকালে বা পরকালে নারীর সর্ব্বদা পতিই গতি; কোন কালেই আত্মা পিতা মাতা পুত্র কি সখীজন নারীর আশ্রয় স্থান নহে।

যদিত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তি কুশকণ্টকান্॥

রাঘব! যদি তুমি আজই বন প্রস্থান কর, আমিও তাহা হইলে কুশকণ্টকসকল মর্দ্দন করিতে করিতে তোমার আগে আগে বনে যাইব।

প্রাসাদাগ্রে বিমনৈর্ব্বা বৈহায়সগতেনবা।
সর্ব্বাবস্থাগতা ভর্ত্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে॥

স্বামী রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করুন, অথবা বিমানে অবস্থান করুন, অথবা বনে অবস্থান করুন স্বামী সুখেই থাকুন অথবা দুঃখেই থাকুন, সকল অবস্থাতেই পতির পদছায়া নারীর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখকরী ও স্নিগ্ধকরী।

সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতং॥
শুশ্রূষমানাতে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহরংসে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু।
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ।
নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্ত্তয়িতুমুদ্যতা।
ফলমুলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
নতে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ॥
ব্যতিক্রমং নবেৎস্যামি স্বর্গোঽপিন হিমেমতঃ।
স্বর্গেঽপি বিনাবাসো ভবিতা যদি রাঘব॥
ত্বয়া সহ নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে।

আমিস্বর্গমর্ত্তপাতাল এই তিন লোকের চিন্তা সম্পূর্ণ পরিশূন্য হইয়া কেবল পাতিব্রত্যব্রতচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বনে পিতৃভবনের ন্যায় সুখে অবস্থান করিব। নিত্য সংযত-চিত্তা ব্রহ্মচারিণী হইয়া তোমাকে শুশ্রূষা করিব এবং তোমার সহিত মধুগন্ধি বনসমূহে সুখে বিহার করিব। আজি আমি

নিশ্চয়ই তোমার সহিত বনে গমন করিব। হে মহাভাগ আমাকে এ উদ্যম হইতে তুমি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আমি বনে নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইব, আমার জন্য বনে তোমার কোন কষ্টই হইবে না। আমারও কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গেওবাস করিতে চাহিনা। সে স্বর্গ আমার বাঞ্ছনীয় নহে।

অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমং।
মৃগাযুতং বানরবারণৈশ্চ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে।
তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা।
অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং
ত্বয়া বিযুক্তা মরণায় নিশ্চিতাং।
নয়স্বমাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়াতে গুরুতা ভবিষ্যতি॥

আমি তোমার আদেশবর্ত্তিনী হইয়া বনের হস্তী ও মৃগগণ পরিব্যাপ্ত সুদুর্গম বনে গমন করিব এবং তথায় তোমার চরণ সেবা করিয়া পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম সেইরূপ সুখে থাকিব। পতিচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা আমার মনে নাই। অন্য ভাব আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমি তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত চিত্ত। তোমার বিরহে আমি নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ কর—আমাকে

সঙ্গে লইয়া চল, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তোমাকে কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না।

সীতার এইরূপ বাক্য শুনিয়াও রাম বনবাসের নানারূপ কষ্ট উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাকে বনগমনে বারণ করিতে লাগিলেন। সীতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন তাঁহার সহিত অবস্থান করিয়া বনে তিনি স্বর্গসুখে দিন যাপন করিতে পারিবেন। আর বীরশ্রেষ্ঠ রামপত্নীর আবার বিপদ কি?

নহিমাং ত্বৎসমীপস্থামপি শক্রোঽপি রাঘবঃ।
সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা।

রাঘব! আমি তোমার নিকটে থাকিলে সুরেশ্বর মহেন্দ্রও বলপ্রকাশপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষনা করিতে পারিবেন না। প্রভো তুমি আমাকে তোমার বিরহ সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে উপদেশ দিলে কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী পতিবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। পতিহীনাতু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্।

শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিষ্যামি বিকল্মষা
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্ত্তা হি মম দৈবতং॥
প্রেত্যভাবে হিকল্যাণঃ সঙ্গমো সদা ত্বয়া।
শ্রুতির্হি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাং॥
ইহলোকে চ পিতৃভির্যাস্ত্রী যস্ত মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্ম্মেণ প্রেত্যভাবেপি তস্ত সা॥
এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সুবৃত্তাম্ হি পতিব্রতাম্।
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা॥

ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখদুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুস্থ সমানসুখদুঃখিনী॥

বিশুদ্ধাত্মন্ স্বামিন্ তুমিই আমার দেবতা সুতরাং প্রণয়-প্রযুক্ত তোমার অনুগমন করিয়াই আমি নিষ্পাপ হইব এবং পর-লোকেও তোমার সহিত সুখজনক সমাগম লাভ করিব। যেহেতু মহামতে আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট এরূপ শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা মাতা প্রভৃতি প্রতিপালকবর্গ কর্ত্তৃক স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে যে স্ত্রী যে পুরুষে প্রদত্তা হন, সেই স্ত্রী ইহ-লোকে যেমন সেই পুরুষেই থাকেন সেইরূপ পরলোকেও তাঁহা-রই থাকেন। কাকুস্থ আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী তুমি কেন আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার করিতেছ না? স্বামিন্ আমার চরিত্রে কিছু মাত্র দোষ নাই। আমি তোমাকে ভজনাকরত তোমারই সুখে সুখ ও তোমারই দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া পাতি-ব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতেছি, সুতরাং আমাকে সমভিব্যাহারে লওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

জানকীর এরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়াও রাম তাঁহাকে বনসঙ্গিনী করিতে সাহসী হইলেন না। সীতা তখন প্রণয়-কোপভরে বলিলেন ঃ

কিম্ত্বামন্যতঃ বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহং॥
অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি।
তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে॥

কিংহিত্বা বিষণ্নস্তং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
যৎ পরিত্যক্তু কামস্ত্বংমা মনন্যপরায়ণাম্ ॥
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিণী ॥
ন ত্বহং মনসাপ্যন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতে হনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যকুলপাংসনী ॥
স মামনাদায় বনং নত্বং প্রস্থাতুম র্হসি।
তপো বা যদিবারণ্যং স্বর্গে বাসস্তয়া সহ ॥
নচমে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্টতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহার শয়নেষ্বিব।
কুশকাশশরেষীকা যেচ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তুলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম ত্বয়া সহ ॥
মহাবাত সমুদ্ভূতং যন্মামবাকরিষ্যতি
রজো রমণ তন্মন্যে পরার্দ্ধ্যমিবচন্দনম্ ॥
শাদ্বলেষু যদাশিষ্যে বনান্তে বনগোচরা
কুথাস্তরণ যুক্তেষু কিংস্যাৎ সুখতরং ততঃ ॥
পত্রং মূলং ফলং যত্তু অল্পং বা যদিবা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্।
ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ
আর্ত্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পানিচ ফলানিচ।
নচ তত্র ততঃ কিঞ্চিৎ দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।
মৎকৃতে ন চতে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা।
যস্ত্বয়া সহ স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥

রাম তুমি যে আমার পিতা মিথিলানাথের পুরুষশরীর-ধারী স্ত্রীহৃদয় জামাতা তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন কি? প্রভা যেমন সূর্য্যের স্বাভাবিক সেইরূপ বীরত্ব তোমার স্বভাব-সিদ্ধ। তথাপি আমাকে সঙ্গে না লইলে লোকে যদি ভ্রমবশতঃ রামের বীরত্ব নাই এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটনা করে তাহা হইলে কি কম দুঃখের বিষয় হইবে! তুমি কি নিমিত্ত বিষন্ন হইতেছ? কাহার নিকট হইতে তুমি ভয়ের আশঙ্কা করিতেছ? জগতে তোমার ভয়ের স্থান থাকিতে পারে আমিত ইহা বিশ্বাস করি না। তবে কেন অনন্যপরায়না আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাকরিতেছ? তুমি ইহাও জানিও যে যেরূপ সাবিত্রী দ্যুমৎসেননন্দন বীর সত্যবানের অনুব্রতা ছিলেন আমিও নিত্য তেমনি তোমার অনুগামিনী ও বশবর্ত্তিনী। আমি কুল-নাশিনী কামিনীর ন্যায় মনেও অপর পুরুষের চিন্তা করিনা। অতএব আমি তোমা ব্যতিরেকে এখানে থাকিতে পারিব না; আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত যাইব। স্বামিন্! তোমার সহিতই আমার তপোধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা অথবা স্বর্গে বা বনে বাস করা উচিত। অতএব আমাকে সঙ্গে না লইয়া কিছুতেই তোমার বনে গমন করা উচিত নয়। যেরূপ বিহার শয্যায় শয়ন করিতে আমার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় না সেই রূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপথ দিয়া গমন করিতেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবেনা। তোমার সহিত যাইবার সময় পথের কুশ কাশ আর ঈষিকা কণ্টকলতা ও বৃক্ষ সকল আমার পক্ষে তুলা ও মৃগ চর্ম্মের ন্যায় সুখ স্পর্শ হইবে। মনোরম

মহাবায়ু পরিচালিত ধূলিজালে আমার অঙ্গ আবৃত হইলে মনে করিব আমার শরীর পরম সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত হইল। স্বামিন্ তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাস্তরণশোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক সুখজনক হইতে পারে? অল্প হউক বা অধিকই হউক তুমি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া পত্রমূল কি ফল যাহা দিবে, তাহাই আমার অমৃততুল্য হইবে। বনে থাকিয়া গ্রীষ্মাদি সময়ে তত্তৎকালীন পুষ্প ও ফল উপভোগ করত আমি মাতা পিতা বা অযোধ্যা নগরী স্মরণ করিব না। বনে আহারাদির জন্য তোমাকে আমি বিরক্ত করিব না। আমাকে সঙ্গে লইয়া তোমাকে ভার জ্ঞানে কষ্ট পাইতে হইবে না! তোমার সহিত বাসকরাই আমার স্বর্গবাস এবং তোমাহারা হইয়া বাসকরাই আমার পক্ষে নরকবাস। আমার এইরূপ দৃঢ় প্রণয় জানিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন কর।

এইবার রামের মন টলিল। এরূপ পতিব্রতার সহগমন-বাসনা আর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সীতাকে সঙ্গে লইয়া বন গমন করিলেন।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতেম্রিয়তে যা পত্যৌসাধ্বী জ্ঞেয়াপতিব্রতা।

পতি সুখী হইলে যিনি সুখী হন পতি দুঃখিত হইলে যিনি দুঃখিত হন, পতি বিদেশে গমন করিলে যিনি মলিন ও কৃশ হন, পতির মৃত্যু হইলে যিনি তাঁহার সহগমন করেন, সেই স্ত্রীকেই পতিব্রতা স্ত্রী কহে। ইহাই পতিব্রতার প্রাচীন লক্ষণ। বর্ত্তমান

সময়েও কেবল মৃত পতির সহগমন ভিন্ন অন্য লক্ষণগুলি পতিব্রতার লক্ষণমধ্যে পরিগণিত। এখন বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম কল্প বলিয়া স্থির হইয়াছে—এসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ নিয়োজন। এ স্থলে বিধবার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

উপন্যাস নহে—পুরাবর্ণিতকাহিনী নহে। সত্যঘটনা। সংবাদ তৎকালে সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর গত হইল রাধানাথ চক্রবর্ত্তী পত্নীসহ কাশীবাসী হন। রাধানাথ গরীব। কিন্তু গরীব রাধানাথ যে অমূল্য পত্নীধনের অধিকারী রাজার অন্তঃপুরেও সে রত্ন দুর্লভ। কাশী আসিয়া কিছুদিন পর রাধানাথ দারুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাদের যে সামান্য অর্থসম্বল ছিল রাধানাথের চিকিৎসা ও পথ্যে তাহা অল্পদিনেই নিঃশেষ হইয়া গেল। রাধানাথের পত্নী ধার করিয়া স্বামীর চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি আহারনিদ্রা ভুলিয়া গিয়া দিবারাত্র পতির সেবা শুশ্রূষা করিতেন। নিজের কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। গরীবের পক্ষে ঋণ পাওয়া সব সময় সহজ নয়। তাহার পর প্রতিদিন কে ধার দেয়! সুতরাং রাধানাথের পত্নী আপনার যাহা কিছু সামান্য অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া, পরিশেষে পরিধেয় বস্ত্র বিক্রয় করিয়া, সঙ্গের সামান্য তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া পতির চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয় যোগাইতে লাগিলেন। ক্রমে রোগী কিছু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার রাধানাথের অন্নপথ্যের

ব্যবস্থা করিলেন। রাধানাথের স্ত্রীর আজ বড় আনন্দ। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া স্বামীকে আহার করিতে দিলেন। কিন্তু বিধি রাধানাথের অদৃষ্টে আর অন্ন মাপেন নাই। আহারে বসিয়াই রাধানাথের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হস্তের গ্রাস আর মুখে উঠিল না। রাধানাথ অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন। সেই পতনই তাঁহার মহাপ্রস্থানের কারণ হইল। দুইদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া রাধানাথের মৃত্যু হইল। সেই অবধি তাঁহার পত্নী আর অন্ন গ্রহণ করেন নাই। সম্মুখের অন্ন ফেলিয়া স্বামী পরলোক গমন করিলেন—হাতের গ্রাস আর তাঁহার মুখে দেওয়া হইল না। এরূপ অবস্থায় রাধানাথের পত্নী কিরূপে কোন প্রাণে আর অন্ন গ্রহণ করিবেন? প্রতিবেশীগণের সহস্র উপরোধ অনুরোধ—কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প বিচলিত করিতে পারিল না। আজি কয়েক বর্ষ হইল স্বামী দেবতার স্বাকারমূর্ত্তি তাঁহার নয়নের অন্তরাল হইয়াছে। তিনিও এতাবৎকাল ফল মূল ভক্ষণ করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিতেছেন। পতির কাষ্ঠপাদুকাদ্বয়ের নিত্য পূজা এখন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। কিন্তু যোগিনীর ন্যায় মানসপূজায়ই তিনি অধিক্ষণ ব্যাপৃত থাকেন। পার্থিবমন্দিরের দেবতা এখন তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজিত। এখন কোন বাসনা নাই। শরীর কিছু কৃশ হইয়াছে সত্য কিন্তু দুর্ব্বল হয় নাই। পাচিকার কার্য্য করিয়া স্বামীর চিকিৎসার জন্য যে ঋণ হইয়াছিল তাহা পরিশোধ করিয়াছেন। সামান্য ফলমূল তাহাও যদি কোন

দিন না জুটে তাহাতে আক্ষেপ নাই। যে দিন কপর্দ্দক-পরিশূন্য, গঙ্গাস্নান করিয়া সে দিন বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করেন "দেব আজিত গঙ্গোদকই অবলম্বন ?" বিশ্বনাথেরও এই দেবীর প্রতি অপার দয়া। বিশ্বনাথের কৃপায় লোকে অযাচিতভাবে রাথানাথের রমণীর হস্তে পয়সা টাকা দিয়া যায়। বিশ্বেশ্বরের পুরীতে তাঁহার আশ্রিতার গঙ্গোদকমাত্র পান করিয়া কোন দিনও কাটাইতে হয় নাই। আজি কালিকার দিনে এরূপ সতীরমণী অধিক দেখা যায় না! এই দেবী এখনও জীবিত আছেন। ইচ্ছা করিলে কাশীতে তাঁহার দর্শন করিয়া আজিও পুণ্যলাভ করা যায়। পতিভক্তিতে ইঁহার মনপ্রাণ পূর্ণ। সুতরাং ক্ষুধার জ্বালা ইঁহাকে কখন সহিতে হয় না। এরূপ অল্পাহার করিয়াও ইনি দৈনিককার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন—কোনরূপ ক্লান্তিবোধ নাই।

সীতার ন্যায় দময়ন্তীও পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। সীতার ন্যায় দময়ন্তীও রাজকন্যা রাজমহিষী। তাঁহার স্বামী অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যসম্পদ হারাইয়াছেন সত্য কিন্তু পিতার রাজ্য সম্পদত অতুল ও অটুট। কিন্তু পিতৃসম্পৎ দময়ন্তীকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মপালনে বিরত করিতে পারিল না। সুকুমারী দময়ন্তীও পতির সহিত বনে চলিলেন। এইরূপ চিন্তা শ্রীবৎসের অনুগমন করেন। হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাসে এরূপ শত শত পতিব্রতার দৃষ্টান্ত আছে। একালের এ দুর্দ্দিনেও পতিব্রতার অভাব নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইকপাড়ার ৺ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী, মহারাণী শরৎসুন্দরী ও ত্রিপুরারাজ্যের

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয়া মহিষী মনোমোহিনী দেবীর পূণ্য বিবরণ পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিয়াছি।

সাকার উপাসনার হিসাবে পতিই নারীর শ্রেষ্ঠ দেবতা ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূয়তে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

বিষ্ণুসংহিতা।

স্ত্রীলোকদিগের পৃথক যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস নাই। তাঁহারা যে একাগ্রমনে পতি সেবা—পতিশুশ্রূষা করেন তাহাতেই কেবল মর্ত্তে কেন স্বর্গে পর্য্যন্ত আদৃতা হন। শুধু তাহাই নহে স্বামীদেবতার পূজা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট নিষেধ।

পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতংচরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈবগচ্ছতি॥

বিষ্ণুসংহিতা।

যে স্ত্রী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে ও নরকে যায়। ব্রত উপবাসাদি অন্য ধর্ম্ম আচরণ করিতে গেলেই সতীর প্রধান ধর্ম্ম পাতিব্রত্য নষ্ট হইয়া যায়। কারণ স্বামী দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার কথা তখন মনে উদয় হয়, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের স্থান অন্য ধর্ম্ম আসিয়া অধিকার করে। সতী জগদীশ্বরকে স্পষ্ট বলেন—হে ঈশ্বর এহৃদয়ে পতি ভিন্ন তোমারও স্থান নাই। আমি আমার পতিকে

তোমাকে অভেদ জ্ঞান করি। পতিচরণ ভিন্ন তোমার চরণে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিতে অশক্ত, কৃপাময় কৃপা করিয়া ক্ষমা করিও।

স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রত অনুষ্ঠান করেন—সে সময়ে তাঁহার পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ নহে।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিনঃ॥

ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্যাবলম্বিনী সাধ্বী স্ত্রী পুত্রবতী না হইলেও সনকাদি সুপ্রসিদ্ধ আখাল্য ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন। পতি দেবতা—তাঁহার দোষ গুণ বিচার করিতে নাই। দেবতাতে কি আবার দোষ সম্ভবে! নিজেত পতির দোষ দেখিতে নাই অন্যের মুখেও পতির নিন্দা পর্য্যন্ত শুনিতে নাই। সতী শিরোমণি সতী পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে প্রাণত্যাগ করিয়া ছিলেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত। পতি কুৎসিত হইলেও সতী রমণীর তিনিই মনোমোহন। অনন্ত সুন্দর বিশ্বেশ্বরও তাঁহার নিকট অধিক সুন্দর নহেন। পতিরুগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলেও তাঁহাকে হতাদর করিতে নাই। কুষ্ঠীপতির একাগ্র শুশ্রূষা ও দেবতাজ্ঞানে ভক্তিভাবে পূজা—এরূপ সতীত্বের দৃষ্টান্তও হিন্দুর ইতিহাসে বিরল নহে। পতির চিত্তানুবর্ত্তন সতী নারীর আর একটী প্রধান ধর্ম্ম। আর পতিব্রতা নারী পতির সহিত সমানসুখদুঃখভাগিনী। পতি ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তিনি নিজে দৃষ্টির সুখ অনুভব করিতে অসমর্থ তাই তাঁহার সতী পত্নী গান্ধারী নয়ন থাকিতেও অন্ধবৎ আচরণ করিতেন। তিনি নিয়ত আপন চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন। পত্নী

পতির সহধর্ম্মচারিনী। বাধা না দিয়া সতী রমণীগণের পতির ধর্ম্ম ও কর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

—০:*:০—

আর্য্যশাস্ত্রে নারীধর্ম্ম।

পূর্ব্বকালে একসময়ে পাতিব্রত্যধর্ম্মের এরূপ আদর ছিল যে পতিদেবতার পূজা পতিশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান নারীগণের পক্ষে পাতিত্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এ সম্বন্ধে আমরা বিষ্ণুর মত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অত্রি বলেন—

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যামন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥
জীবদ্ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী।
আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ॥

জপ তপস্যা তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস মন্ত্রসাধন দেবতারাধন এই ছয়টী কার্য্য (বিবাহিতা) স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে পাতিত্যজনক। যে স্ত্রী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস করিয়া ব্রত করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে ও নরকে যায়।

কাহারা বধ্য, রাজা কোন কোন অপরাধীর প্রতি বধ-দণ্ডাদেশ দিবেন তাহার উল্লেখ কালে "বিষ্ণু বলিয়াছেন", স্ত্রিয়

মশক্তভর্ত্তৃকাং তদতিক্রমণীঞ্চ"। যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে এবং, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। বিষ্ণু স্ত্রীধর্ম্ম নিম্নলিখিতরূপ অবধারণ করিয়াছেন :—"ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বং" স্ত্রীগণের আর পৃথক ধর্ম্ম নাই। ভর্ত্তার ধর্ম্মই পত্নীর ধর্ম্ম—ভর্ত্তার ব্রতই পত্নীর ব্রত ; তবে কি নারীর পতি ভিন্ন আর কেহ পূজনীয় নাই ? অবশ্য আছে। শ্বশ্রূশ্বশুরগুরুদেবতাতিথিপূজনং। যাঁহারা স্বামীর গুরু, স্বামীর পূজনীয় তাঁহারা নারীরও পূজনীয়। অতএব শ্বশুর শাশুড়ী গুরু দেবতা ও অতিথির পূজা করা নারীর কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃতোপস্করতা। গৃহোপকরণ সামগ্রী সমুদায়কে মাজিয়া ঘসিয়া গুছাইয়া রাখা উচিত। অমুক্তহস্ততা অর্থাৎ অতিব্যয় ও অপব্যয় না করিয়া মিতব্যয় করা। সুগুপ্তভাণ্ডতা। ধনভাণ্ডার বিশেষ গুপ্ত রাখা। মূলক্রিয়াস্বনভিরতি॥ বশীকরণাদি মূলকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি। মঙ্গলাচারতৎপরতা। ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া পরগৃহেষনভিগমনং। দ্বারদেশগবাক্ষকেষনবস্থানং। স্বামী প্রবাসে গমন করিলে বেশবিন্যাস করিবে না, পরের বাড়ী যাইবে না, দোরে বা জানালায় বসিবে না।

"সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা"। বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যেষপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা। কোন কর্ম্মেই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবে না, বাল্যে পিতার অধীন যৌবনে স্বামীর অধীন, এবং বৃদ্ধকালে বিধবা হইলে পুত্রের অধীন থাকিবে। "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহনং বা। স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন অথবা স্বামীর সহগমন। কল্লুকভট্ট বলেন— "ভর্ত্তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের যজ্ঞ-

সিদ্ধি হয় না, ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রত উপবাস হয় না।
যাজ্ঞবল্ক বলেন—

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃ শয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্।
সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গ স্তত্র বর্দ্ধতে॥
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ॥
স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥
সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা॥
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥
পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহকীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং॥

ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে অকার্য্য বিরত করিবার জন্য নিজ গৃহে রাখিবে, তাহাকে ভূষণভরণাদি অধিকার হইতে চ্যুত করিবে। অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না। যাহাতে মাত্র জীবন থাকে এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত ধিক্কার দিবে এবং ভূতলে শয়ন করাইবে। পূর্ব্বপরিনীতা ভার্য্যা সুরাপায়িনী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা ধূর্ত্তা বন্ধ্যা অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাষিণী, স্ত্রী-

প্রসবিনী অথবা পুরুষদ্বেষিনী হইলে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে বাধা নাই। যেখানে পতিপত্নীর মধ্যে আনুকুল্য বর্ত্তমান সেখানে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সাধন হয়। যে স্ত্রী স্বামী বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে অপর পুরুষে আসক্ত হয় না, সে ইহলোকে যশস্বিনী হয় এবং পরলোকে উমার সহিত ক্রীড়া করিতে পায়। ভর্ত্তার আদেশ স্ত্রীগণের প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য—ইহাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ভর্ত্তা ভ্রাতা পিতা জ্ঞাতি শ্বশুর দেবর এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্বারা স্ত্রীগণের পরিতুষ্ট করিবেন। স্ত্রীগণ গৃহোপকরণ বস্তু গুছাইয়া রাখিবে, কাজ কর্ম্মে তৎপর হইবে, সর্ব্বদা হাস্য মুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিবে এবং সকল কার্য্যই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া করিবে। স্বামী বিদেশে গমন করিলে স্ত্রীগণ বেশভূষা সভাদর্শন উৎসবদর্শন, হাস্য পরিহাস এবং পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। যে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, উত্তম আচারসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় তিনি ইহলোকে যশ ও পরলোকে সর্ব্বোত্তমা গতি প্রাপ্ত হন।

উশনাঃ বলেন—

ভর্তৃশাসনমুল্লঙ্ঘ্য যা চ স্ত্রী বিপ্রবর্ত্ততে।
তস্যাশ্চৈব ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী॥

যে স্ত্রী স্বামীর শাসন লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রতিকূলভাবে অবস্থান করে তাহার অন্ন ভোজন করিবে না এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। যম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে বৃষলী সাতু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ।

মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যাচৈব ব্যভিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তসবৈ মাহিষিকঃ স্মৃত ॥

যে স্ত্রী নিজপতিকে পরিত্যাগকরিয়া পরপুরুষ সঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকে বৃষলী বলিয়া জানিবে; শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী শূদ্রী অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। যে ভার্য্যা ব্যভিচারিণী তাহাকে "মহিষী" বলা যায়। যে পতি জানিয়া শুনিয়া সেইরূপ স্ত্রীর সকল দোষ ক্ষমা করে তাহাকে মাহিষিক কহে। কাত্যায়ন বলেন—

পতিমুল্লঙ্ঘ্য মোহাৎস্ত্রী কিং ন কিং নরকং ব্রজেৎ
পতিশুশ্রূষয়ৈব স্ত্রী কান্ ন লোকান্ সমশ্নুতে ॥
দিবঃ পুনরিহায়াতা সুখানামম্বুধির্ভবেৎ।

স্ত্রীলোক মোহবশতঃ স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিলে কোন কোন নরকে না গমন করে? আর পতিশুশ্রূষা দ্বারা সাধু স্ত্রী কোন কোন স্বর্গলোক না ভোগ করেন, স্বর্গ হইতে পুনরায় ইহলোক আগমন করিয়া তাঁহারা সুখপারাবাররূপিনী হন।

"কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" কলিতে পরাশরসংহিতার মতে ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। আর—

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসুনারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া ৺ পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহ প্রচলনপ্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাই নারীধ সম্বন্ধে পরাশরের মত জানা বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত বচনের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা বহুপণ্ডিত সম্মত—যে পাত্রের সহিত

কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া আছে সহসা যদি কন্যার সেই ভাবী পতি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত হয় অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, অথবা জানিতে পারা যায় যে সে ক্লীব কিম্বা পতিত তাহা হইলে এই পঞ্চ প্রকার আপদে ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে প্রদান করা যাইতে পারে। এ ব্যাখ্যায় কাহারও সহিত কোন বিবাদই নাই। আর "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। উক্ত শ্লোকের এরূপ অনুবাদ হইলেই বা আপত্তি কি? বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ অবস্থাবিশেষে পরাশরের অনুমোদিত হইলেও উহা যে প্রশস্ত বিধি নয়, উহা যে নারীর আদর্শধর্ম্ম নয় নষ্টে মৃতেের পরশ্লোকত্রয়ে পরাশর তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার মতেও বিধবার ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও সহমরণ সুসঙ্গত ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। উত্তমা নারীগণের উহাই একান্ত কর্ত্তব্য।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমানি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥

স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মরিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটীসংখ্যক

রোম আছে, তাবৎপরিমিত কাল স্বর্গসুখভোগ করেন। সাপুরে যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে, সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে তেমনি সহমৃতা নারী মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া তৎসহ স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ।

যে স্ত্রী দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত অথবা মূর্খ স্বামীকে অবজ্ঞা করে সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে। পুরুষেরও ক্ষমা নাই—

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ।।

অপতিতা ও অদুষ্টা পত্নীকে যে পতি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে সে সাত জন্ম স্ত্রীলোক হয় ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে; অভিমানে আত্মহত্যা তথাকথিত বর্ত্তমান শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে কুন্দ নন্দিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। এ সম্বন্ধে পরাশর কি বলেন শুনুন—

অতিমানাদতিক্রোধাৎ স্নেহাদ্বা যদিবা ভয়াৎ।
উদ্বন্ধীয়াৎ স্ত্রী পুমান্ বা গতিরেষা বিধীয়তে।।
পূয়শোণিতসম্পূর্ণে অন্ধে তমসি মজ্জতি।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি নরকং প্রতিপদ্যতে।।

অভিমান অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয় প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে পূয়শোণিত সম্পূর্ণ অন্ধতামিস্র

নরকে নিমগ্ন হয়, ষাট হাজার বৎসর ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। সমস্ত আত্মঘাতীর পক্ষেই এ ব্যবস্থা আমরা তাহা উত্তরবাম চরিতে রাজর্ষি জনকের মুখে শুনিয়াছি।

পরাশর বলেন—

"ন দূরে শয়নাসনম্।
নচ গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ ন দিবা গা অনুব্রজেৎ।
নদীষু সঙ্গমে চৈব অরণ্যেষু বিশেষতঃ।

দূরে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র শয়নভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। রাত্রি কালে স্ত্রীলোকের গোষ্ঠে শয়ন করা উচিত নয় এবং দিবসেও গোপালের অনুগমন করিতে নাই। বিশেষ স্ত্রীলোকের নদীসঙ্গম বা অরণ্য মধ্যে আদৌ যাইতে নাই।

বন্ধুমধ্যে ব্রতং তাসাং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদিকম্।

কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সমুদায় ব্রতই স্ত্রীলোকদের বন্ধুমধ্যে থাকিয়া আচরণ করিতে হয়।

পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥

যাহার পত্নী সুরাপান করে তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়। এরূপে যাহার অর্দ্ধশরীর পতিত হইয়াছে, তাহার নরকগমন হইতে নিষ্কৃতি নাই। বেদব্যাস স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেন—

নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্মাধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু।
পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতিশ্রুতিঃ

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়নেত্যপি শ্রুতিঃ।

সকলবর্ণা ভার্য্যা বর্ত্তমান থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মিণী হইবে। সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না, ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগবতী সেই জ্যেষ্ঠা। পূর্ব্বে ব্রহ্মা একদেহ দুই ভাগ করেন, পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ দ্বারা পতিগণ হয়, অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয় ইহা শ্রুতিতে প্রমাণ আছে। পুরুষ যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে সেই পর্য্যন্ত অপূর্ণ থাকে।

কৃতদারোহগ্নিপত্নীভ্যাং কৃতবেশ্মা গৃহং বসেৎ।
স্বকৃত্যং বিত্তমাসাদ্য বৈতানাগ্নিং ন হাপয়েৎ॥
স্মার্ত্তং বৈবাহিকে বহ্নৌ শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু।
কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রতিদিনং বিধিবৎ প্রীতিপূর্ব্বতঃ॥

কৃতদার হইয়া পুরুষ গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগ্নি এবং পত্নীর সহিত গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ও বৈতানাগ্নি ত্যাগ করিবে না। বৈবাহিক যে অগ্নি তাহাতে স্মৃতি বিহিত কর্ম্মসমূহ, যজ্ঞকালীন অগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মসমূহ প্রতিদিন প্রীতিপূর্ব্বক বিধ্যানুসারে করিবে।

সম্যগ্ধর্ম্মার্থ কামেষু দম্পতিভ্যামহর্নিশম্।
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রত বৃত্তিতঃ।
ন পৃথগ্বিদ্যতে স্ত্রীণাং ত্রিবর্গবিধিসাধনং।
ভাবতোহতিদেশাদ্বা ইতি শাস্ত্রবিধিঃ পরঃ॥

পতিপত্নী ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গবিষয়ে অহোরাত্র সমান

ব্রত এবং তুল্য জীবিক হইবেন। স্ত্রীলোকদিগের স্বামী হইতে পৃথক ত্রিবর্গসাধন বিধি নাই; অনুরাগাধীন বা অতিদেশবশতঃ, এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে।

পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
উত্থাপ্য শয়নাস্থানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্।
মার্জ্জনৈ লেপনৈঃ প্রাপ্যসাগ্নিশালং সমঙ্গনম্।
শোধয়েদগ্নিকার্য্যানি স্নিগ্ধানুষ্ণেন বারিনা।
প্রোক্ষণৈরিতি তান্যেব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ।
মহানসস্য পাত্রানি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বথা।
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েচ্চুল্লীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেত্ততঃ।
কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চস্ব গুরূনভিবাদয়েৎ।
তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ।
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃশুদ্ধা পতিনিদেশানুবর্ত্তিনী।
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
ততোহন্ন সাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্যতত্তৎ।
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ॥
পতিঞ্চৈতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মন।
ভুক্তানয়েদহঃশেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া॥
পুনঃসায়ং পুনঃপ্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিং॥

নাতিতৃপ্তা স্বয়ং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ।
আস্তীর্য্য সাধু শয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিং॥
সুপ্তে পত্যৌ তদভ্যাসে স্বপেত্তদ্গতমানসা।
অনগ্নাচাপ্রমত্তাচ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া।
নোচ্চৈর্বদেন্ন পুরুষং নবহূন্‌পত্যুরপ্রিয়ম্‌।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী॥
ন চাতি ব্যয়শীলাস্যান্ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদ রোষের্ষাবঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্‌।
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্য সাহসস্তেয় দম্ভান্‌ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ॥
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতং॥
যশঃ শমিহযাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম্‌॥

পত্নী পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন। তাহার পর শয্যা তুলিয়া গৃহ পরিষ্কৃত ও বিশোধিত করিবেন। অনন্তর হোমগৃহে গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা উহা শুদ্ধ করিবেন; তদনন্তর স্বীয় অঙ্গণ সংস্কার করিবেন। তদনন্তর অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত সস্নেহ পাত্রসকল উষ্ণবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবেন। রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় ভোজনপাত্রাদি সমস্ত বাহির করিয়া ধুইয়া শোধন করিবেন। মৃত্তিকা দ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া সেই চুল্লীতে অগ্নি সংযুক্ত করিবেন। এইরূপে পূর্ব্বাহ্ণ কার্য্য সমাপনান্তে শ্বশ্রূশ্বশুরাদি গুরুজনকে অভিবাদন করিবেন। তারপর শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুল এবং বান্ধবগণপ্রদত্ত বস্ত্র

ও অলঙ্কার রত্নাদি পরিধান করিবেন। পতিব্রতা নারী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া মন বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ স্বভাব প্রকাশপূর্ব্বক ছায়ার ন্যায় পতির অনুগত থাকিয়া নির্ম্মল চরিত্র সখীর ন্যায় স্বামীর হিতচেষ্টা ও স্বামীর আজ্ঞা প্রতি-পালন বিষয়ে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করি বেন। অন্ন পাকসমাপনান্তে তাহা পতিকে নিবেদন করিবেন। বৈশ্বদেবাদি কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে বালকবালিকাপ্রভৃতিকে খাওয়াইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবেন। স্বামীর আদেশ প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া আয়-ব্যয়ের চিন্তায় দিবার শেষভাগ যাপন করিবেন। পুনর্ব্বার সায়ংকালে এ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া পরদিবস প্রাতঃ কালে গৃহ শোধনাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবেন-এবং নিজেও অনতিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সায়ংকর্ত্তব্য দীপালোকপ্রদান শঙ্খধ্বনিপ্রভৃতি গৃহস্থকর্ত্তব্য নীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত করণান্তে স্বামীশুশ্রূষা করিবেন। পতি নিদ্রিত হইলে পতিগতচিত্তা অর্থাৎ অন্য পুরুষলালসাপরিশূন্য হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিতা হইবেন। নগ্ন ও প্রমত্ত না হইয়া নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রিত হইবেন। উচ্চ কথা ও কটূক্তি সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। নারী কখন, পতির অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না ও অপলাপ এবং বিলাপ পরিত্যাগ করিবে। অতি ব্যয়শীলা হইবে না ও ধর্ম্মার্থবিরোধিনী হইবে

না। পতি ধর্ম্মকার্য্য কি অর্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিবে না। সাধ্বী স্ত্রী অনবধানতা পাগলামি রোষ ঈর্ষা, বঞ্চন অত্যন্ত অভিমান, খলতা, হিংসা বিদ্বেষ, অত্যন্ত অহঙ্কার ধূর্ত্ততা নাস্তিক্য, সাহস, অসন্তোষ এবং দম্ভ এই পঞ্চদশ প্রকার দোষ জনক কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে পরম দেবতা পতির পরিচর্য্যা করিয়া ইহলোকে যশ ও শান্তি ও পরলোকে পতির সালোক্য লাভ করিবেন।

শঙ্খসংহিতায় উক্তহইয়াছে—

সা ভার্য্যা যা বহেদগ্নিং সা ভার্য্য যা পতিব্রতা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব শ্রীর্ভবতী নান্যথা।
নব্রতৈর্নোপবাসেন ধর্ম্মেন বিবিধেন চ।
নারী স্বর্গমবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি পতিপূজনাৎ॥

যিনি অগ্নি বহন করেন পতিব্রতা পতিপ্রাণা পুত্রবতী তিনি প্রকৃত ভার্য্যাপদ বাচ্যা। এই সকল গুণসম্পন্না ভার্য্যা যত্নপূর্ব্বক পালনীয়া এবং আবশ্যক স্থলে তাড়নীয়া। লালিতা ও তাড়িতা স্ত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিনী হন তাহাতে সন্দেহ নাই। নারী ব্রত উপবাস বা অন্য নানা প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গলাভ করে না, কেবল পতিপূজা—পতিশুশ্রূষাতে স্বর্গলাভ করে।

দক্ষ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চৈব ভর্ত্তারং যাবমন্যতে।
শুনী গৃধ্রীচ সফরী জায়তে সা পুনঃপুনঃ॥

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

দরিদ্র কিম্বা ব্যাধিত পতিকে যে অবমাননা করে সে নারী বার বার কুক্কুরী গৃধ্রী এবং সফরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতা আরোহন করে সে স্ত্রী সদাচারসম্পন্না ও স্বর্গে দেবগণের পূজনীয় হয়।

গৌতম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"অস্বতন্ত্রা ধর্ম্মে স্ত্রী নাতিচরেৎভর্ত্তারং" স্ত্রী ধর্ম্ম কার্য্যেও স্বাধীন হইবে না এবং কখন স্বামীকে অতিক্রম করিবে না।

মনু বলেন—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষপি॥
বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥
পিত্রা ভর্ত্তা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ॥
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রীগর্হে কুর্য্যাদুভেকুলে॥
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহ কার্য্যেযুদক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥
যস্মৈদদ্যাৎ পিতাত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতপিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥
মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং॥

অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎপতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকেচ যোষিতঃ॥
বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেনতেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্যবা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥
কামন্তুক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ।
নতুনামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিনী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥
অনেকানি সহস্রানি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥
অপত্যলোভাদ্যাতু স্ত্রী ভর্ত্তার মতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চহীয়তে॥
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥
পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতিচোচ্যতে॥
ব্যভিচারাৎতুভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগদেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।
অনেন নারীবৃত্তেন মনোবাগদেহসংযতা।
ইহ্যাগ্র্যাং কীর্ত্তিমাপ্নোতি পতিলোকং পরত্রচ।

স্ত্রীলোক বালিকা হউন, যুবতী হউন, বৃদ্ধা হউন, কোন কার্য্য তাঁহাদের স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয়। বাল্যাবস্থায় নারী পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবেন কিন্তু কখন স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবেন না। স্ত্রী পিতা ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত ভিন্ন হইয়া থাকিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। ইহাদের সহিত পৃথক হইলে তিনি পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়কুল কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা সদাই প্রহৃষ্টমনে কালযাপন করিবেন, গৃহকর্ম্মে দক্ষ হইবেন, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত রাখিবেন এবং আয়ব্যয়বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবেন। পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, অথবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যভিচারাদি দ্বারা তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন না করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহে যে পুণ্যাহ বচনাদি স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে হোম করা হয়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থমাত্র। পরন্তু বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীলোকদিগের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে। স্ত্রীলোকের স্বামীপরতন্ত্রতা তদবধি নিয়ত কর্ত্তব্য। পতি ঋতুকালে বা অন্যকালে স্ত্রীলো-

কের পক্ষে নিত্য সুখদাতা। কেবল ইহকালের নয়, পরকালেও স্বামী স্ত্রীলোকের সুখদাতা। পতি কুচরিত্র, পরদারপরায়ণ এবং বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সেবা করিবেন। স্ত্রীলোকসম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নাই এবং স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারাই নারীগণ স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন সাধ্বী স্ত্রী পতিলোকপ্রাপ্ত্যভিলাষিণী হইয়া কখন তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতির মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বেচ্ছামত শুভ পুষ্পমূলফল দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখন পতিবিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয় ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মাচারী হইয়া মধুমাংস মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অনুত্তম পরম ধর্ম্ম তৎপালনেই একাগ্র হইবেন। অনেক সহস্র কুমার ব্রহ্মচারী সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যবলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গে গমন করেন। যে স্ত্রীলোক সন্তান হইবার লোভে স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হয় সে ইহলোকে নিন্দিত হয় ও পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুত হয়। স্বামী ব্যতিরিক্ত অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না; অথবা সহধর্ম্মিণী ব্যতিরিক্ত অপর স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান দ্বারা পুরুষেরও কোন

কার্য্য নাই—শাস্ত্রকারেরা এরূপ জাতপুত্রকে পুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। কোন শাস্ত্রেই সাধ্বী স্ত্রীগণের দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের উপদেশ নাই। নিজের পতি অপকৃষ্ট বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, সে ইহলোকেই নিন্দনীয় হয়,—লোকে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলিয়া থাকে। পর পুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং নানা প্রকার পাপরোগ আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধুজনেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন। যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনোবাক্ দেহসংযতা হইয়া নারীধর্ম্মে জীবনযাপন করেন তিনি ইহলোকে পরমা কীর্ত্তি লাভ করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন।

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ যো ভর্ত্তা সাস্মৃতাঙ্গনা॥
ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।

মনুষ্য পুত্র কলত্র সহযোগে সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে ভর্ত্তা সে অঙ্গনা ভিন্ন নহে ইহা বেদবিদ পণ্ডিতেরা বলেন। পতির সহিত পত্নীর যে সম্বন্ধ তাহা কদাপি দান বিক্রয় বা ত্যাগ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না।

—:*:—

রাণীগিরির দোকানদারি।

——:*:——

"দেবী দাঁড়াইয়া আছে, গড়া পরা, কেবল কড় হাতে, এলো-চুল, কোন বেশভূষা নাই।" পাঠকপাঠিকা এ দেবী কে চিনিলেন কি? যদি কখন অমর বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে সহজেই দেবীকে চিনিতে পারিবেন। প্রফুল্ল আজি ভবানী ঠাকুরের শিক্ষাগুণে যথার্থই দেবীতে পরিণত হইয়াছে। এ দেবীর সহজ বেশ। আচ্ছা একবার রাণী-গিরির বেশে আমাদের প্রফুল্লকে দেখিবেন চলুন।

"নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার দাণ্ডীর উপর একখানা কিংখাপের চাঁদোওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দন কাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা, গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। সাড়ীপরা। সাড়ীখানার ফুলের মাঝে মাঝে এক

একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিত মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতিহার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নমুকুট।”

এ বেশে আর ও বেশে কত প্রভেদ? মা লক্ষ্মীগণ! আপনারা ইহার মধ্যে কোন বেশটী পছন্দ করেন? যেরূপ দেশকাল পড়িয়াছে—যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা আজিকার দিনে প্রবল তাহাতে বোধ হয় আপনাদের অনেকেই শেষ বেশটীর প্রশংসা করিবেন। কিন্তু আমাদের প্রফুল্লের—আমাদের দেবী রাণীর ওটি সহজ বেশ নয় তাত আপনারা জানেন—ওটি রাণীগিরির দোকানদারি মাত্র।

কথাটি আরও একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য্য—দীনের ঐশ্বর্য্য নয়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য চাই, কিন্তু ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যের অধীন নন। এহিসাবে দেবরাজ ইন্দ্রকেও ঈশ্বর বলিতে পারিনা। কারণ তিনি সম্পদের অধীন, সম্পদ তাঁহার অধীন নয়। অসুরহৃতসম্পদ ইন্দ্র ও এক জন দীন মর্ত্তবাসীতে কোন প্রভেদ নাই। ইন্দ্রে ঈশ্বরত্ব নাই, তাই ত ইন্দ্রত্বে চ্যুতিভয়। তাইত অসুরহস্তে দেবরাজ ইন্দ্রের পুনঃ পুনঃ এরূপ দুর্গতি। আর দিগম্বর শ্মশানবাসী হর কেবল ঈশ্বর নন—মহেশ্বর। শত ইন্দ্রের সম্পদ তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত। মহেশ্বরের মোহন বেশ আপনারা অনেকবার দেখিয়াছেন। বিবাহকালে মেনকার মনস্তুষ্টির জন্য শিব যে মোহনবেশ ধরিয়াছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র ও সেরূপ মোহন বেশ ধারণে সমর্থ নন। কিন্তু ভোলানাথের ওটি সহজ বেশ নয়। মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরের ভাতি দীন বেশ।

হিন্দুর দেশে মা তোমরা যদি একথা না বুঝ তাহা হইলে বড়ই দুঃখের কথা।

আজি বঙ্গদেশে অনেক হিন্দুনারী আছেন যাঁহারা বসনভূষণের সম্পূর্ণ দাসী। বেশভূষাই তাঁহাদের ইহকাল, বেশভূষাই তাঁহাদের পরকাল। সম্পদ তাঁহার দাসী নয় তাঁহারাই সম্পদের দাসী। এ অবস্থা হিন্দুস্থানে পূর্ব্বে ছিলনা। সীতা রাজার মেয়ে রাজার পুত্রবধূ। কত মহার্হ বসনভূষণে অভ্যস্থ। কিন্তু ঐ দেখ দেখি কি বেশে মা সীতা রামসহ বনে বাস করিতেছেন—বল্কল বসানা—রত্নালঙ্কার পরিশূন্যা—পুষ্পাভরণা। কিন্তু তথাপি মা কেমন ঐশ্বর্য্যময়ী। শত রাণীর বসনভূষণ মায়ের নিকট তুচ্ছ।

আপনারা বলিতে পারেন ঈশ্বরের ত ঐশ্বর্য্য চাই। অবশ্য চাই। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অর্থ সম্পদ নয়। শ্মশানবাসী দিগম্বর শিব মহৈশ্বর্য্যবান কিন্তু সুরপতি ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল। ছিন্নবসনা কুটীরবাসিনী সতী লক্ষ্মী মহৈশ্বর্য্যময়ী কিন্তু সম্পদমদমত্তা মহারাণী ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গালিনী। বিশ্বামিত্র রাজাধিরাজ অতুল-সম্পদের অধিকারী, কিন্তু মৃৎপাত্রসম্বল পর্ণকুটীরবাসী বল্কল-বসান দরিদ্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি আপনাকে শত ধিক্কার দিতেছেন। তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন, ধিকবলং ক্ষত্রিয়বলং বলং বলং ব্রহ্মবলং। বশিষ্ঠের ব্রহ্মবলই মহৈশ্বর্য্যের আধার—স্ত্রীরমণীর সতীত্বই মহৈশ্বর্য্যের উৎস।

দেবী রাণীর মত সময়ে রাণীগিরি চাই। কিন্তু রাণীগিরি রাণীরই আবশ্যক। প্রফুল্ল কি প্রফুল্লবেশে কখন রাণীগিরি করিয়াছে না করিবে? এই দেখুন না! দেবীচৌধুরাণীর

রাণীগিরি শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল আপনার বহুমূল্য রত্না-লঙ্কার গুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন। নিশি বলিল—"মা! নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ী উঠিবে?

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—"স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি মা?"

অলঙ্কারপ্রিয়তা বেশভূষায় মায়া ভামিনীগণের ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া দৈন্য প্রকাশ করে। মহৈশ্বর্য্যযোগ্যা হিন্দুনারী হইয়া সম্পদের দাসী হওয়া অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় কি হইতে পারে?

তাই মা লক্ষ্মীগণ দয়া করিয়া আপনাদের লক্ষ্মীত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা কর। বসনভূষণের পূজা ছাড়িয়া দাও। সম্পদের দাসী হইও না—সম্পদ তোমাদের দাসী হউক।

নবদ্বীপের যে নিরাভরণা মনস্বিনী পণ্ডিত-রমণী কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে পরিচারিকার ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন এই সূতাই কৃষ্ণনগর আলো করিয়াছে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। বুঝি এ হিসাবে কৃষ্ণনগরের রাজরাণীও কাঙ্গালিনী। আর সেই হীনা দীনা পরিচারিকা সেত অতিশয় দয়ার যোগ্য, ঐশ্বর্য্য যে কি বস্তু সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। সম্পদে ঐশ্বর্য্যের সম্পর্ক নাই। প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের বিকাশ সাধনবলে হইয়া থাকে। নারীর সাধনা পতিপূজা পতিসেবা পতিভক্তি। কায়-মনোবাক্যে এই সাধনা করিতে পারিলে নারী মহৈশ্বর্য্যময়ী হইতে পারে।

* ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের স্বামী।

—•:•:•—

অলঙ্কার ও বেশভূষা।

—•—:*:——

অলঙ্কার ও বেশভূষা কি দোষের? না, দোষের নয়। উহাদের গোলামিই দোষের। দেবপূজায় উপকরণের আবশ্যক। বসনভূষণও নারীর পতিদেবতার পূজার উপকরণমাত্র। কিন্তু পূজা ষোড়শোপচারে দশোপচারে পঞ্চোপচারে অভাবে গন্ধ-পুষ্পে তাহার অভাবে কেবল ভক্তিদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বসনভূষণ না জুটিলে পতিদেবতার পূজার কোনই অঙ্গহানি হয় না। পূজার প্রধান উপকরণ ভক্তি। সেই উপকরণের যেন অভাব না হয়। মন থাকিলে রাণী বা কাঙ্গালিনী কাহারও সে উপকরণের অভাব কখন হয় না।

মা লক্ষ্মী! লক্ষ্মীর কৃপায় যদি তুমি সম্পদের অধিকারিণী হও, বেশ সুখের কথা। তোমার দেবপূজার নিমিত্ত দিব্য বসনভূষণের অভাব হইবে না। আর যদি তুমি প্রাক্তন-কর্ম্মফলে কাঙ্গালিনী হও তাহাতেই বা দুঃখ কি? দেবপূজার প্রধান উপকরণ যে ভক্তি তাহাত তোমার অভাব হইবে না। রাণী অপেক্ষা কাঙ্গালিনীরই সে ধন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতা কি রত্নালঙ্কারে তুষ্ট? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বনমালাবিভূষণ। মহেশ্বর বিল্বদলে পরমতুষ্ট। মা দুর্গা রক্তজবায় সুপ্রসন্না। যদি তোমার স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কার না জুটে কাননের অযত্নসম্বর্দ্ধিত সুষমার আঁধার কুসুমের অলঙ্কারের ত অভাব হইবে না। আর পুষ্পসাজে মা তোমাদের যেমন সাজে রত্নালঙ্কারে কি তেমন

সাজে! কুসুমে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য আর রত্নালঙ্কারে পার্থিব সৌন্দর্য্য। পুষ্পে স্বয়ং বিশ্বশিল্পীর শিল্পচাতুরী—আর স্বর্ণরৌপ্যরত্নালঙ্কারে মানবের শিল্পচাতুরী। চতুরচূড়ামণির চাতুরীর সহিত কি মানবের চাতুর্য্য আঁটিতে পারে! দেশের বড় দুর্দ্দশা উপস্থিত। রমণীগণের অনেকেই অদৃষ্টে উত্তম বসন ও অলঙ্কার না জুটিলে জন্মই বৃথা বলিয়া মনে করেন। যেন বস্ত্রালঙ্কার ও পার্থিব-সম্পদে নারীজন্মের সার্থকতা। সীতাসাবিত্রীর দেশে আর্য্য-নারীর মনে এ ভাব হওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। যদি বস্ত্রা-লঙ্কারেই নারীজন্মের সার্থকতা হইত তাহা হইলে রাজনন্দিনী সাবিত্রী মুনিপত্নীজনোচিতবেশে মুনিপত্নী সাজিলেন কেন? আর রাজকন্যা রাজবধূ সীতা কত কাল বনবাসে নিরাভরণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা-সাবিত্রীর মত ভারতে নারীজন্মের সার্থকতা আর কাহার হইয়াছে?

বর্ত্তমান সময়ের স্ত্রীশিক্ষা।

—————•:*:•—————

আজি কয়েক বৎসর হইল বিদ্যালয়সমূহের রমণীইনেস্পেক্টর শ্রীরামপুরের কোন বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া একস্থানে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মেমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—বালিকাগণকে সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয় না, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বঙ্গদেশের রমণীগণ মাতা ও পত্নীরূপে আজিও জগতের রমণীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে কেবল পুস্তক মুখস্থকরান হইলে শীঘ্র তাঁহারা তাঁহাদের সেই পবিত্র স্থান অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিবেন এবং এইরূপে বঙ্গরমণী কুলের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। মন্তব্যটী অতি সঙ্গত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই বঙ্গরমণীগণকে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। তাঁহাদের বিদ্যা অর্থকরী নহে। তবুও স্ত্রীশিক্ষার এরূপ দুর্গতি। সেখানেও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষিত। সুগৃহিনী সুমাতা ও সৎরমণী করাই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এখন যেরূপ প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে অনেক স্থানেই এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি একেবারে লক্ষ্য রাখা হয় না। বর্ত্তমান সময়ের অনুসৃত প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষার সুফলের পরিবর্ত্তে অধিক কুফল প্রসূত হইতেছে। বঙ্গরমণীগণ সুশিক্ষিত হইয়া কোথায় গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা বিধান করিবেন না তাঁহারা অনেক স্থলেই গৃহকর্ম্ম স্পর্শ করা পর্য্যন্ত অপমান-

জনক মনে করেন। এই শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের সে মায়ামমতার দেবীমূর্ত্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। পুরুষোচিত তথাকথিত শিক্ষায় নারীহৃদয় বিশেষ কঠিন হইতেছে। অশান্তি-অনলতপ্ত সংসারের শান্তিবিধায়িনী জননী ভগিনী পত্নী ও কন্যামূর্ত্তি আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাইতেছি না। বিলাসিতার চূড়ান্ত বৃদ্ধি হইতেছে। আর রমণীগণের বিদ্যাও যে তেমন বাড়িতেছে তাহা নহে। তথা-কথিত শিক্ষিত বঙ্গরমণীগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় "বি, এ," "এম, এ, থাকিলেও "ধারাপাতে মূর্ত্তিমান চারুপাঠপড়ার" সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। এই শ্রেণীর রমণীগণ অতিশয় উপন্যাসপ্রিয়। উপন্যাস পাঠে কোনরূপে সমর্থ হওয়াই তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার মানদণ্ড। আহারনিদ্রাদি পশুমানবের সমান কার্য্য ব্যতীত এই উপন্যাস-পাঠই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে। বটতলার অতি নিকৃষ্ট উপন্যাসও তাঁহাদের নিকট বাদ থাকে না! এই সমস্ত উপন্যাস নানা কুশিক্ষার আকর। এই নবেলি-য়ানা হইতে বঙ্গরমণীকুলের যে কি সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তবু চমক ভাঙ্গে কই! আমরা স্বখাদসলিলে ডুবিয়া মরিতেছি—দোষ দিব কাকে! আমরাই আমাদের রমণীগণেরু এরূপ কুশিক্ষা দিতেছি, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও দায়ী নহে, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষও দায়ী নহে। কারণ আজিও বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা তেমন বিস্তৃতি লাভ করে নাই। অধিকাংশ বঙ্গরমণীকেই "পাশ দেওয়া" শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। আমরা ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার করিতে পারি—কারণ আমাদের স্ত্রীগণের শিক্ষা দেওয়ার

মূলে আমরাই। কিন্তু সে দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। যখন আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিষময় ফলে জর্জ্জরিত হই তখন ক্ষণকালের জন্য আমাদের চমক ভাঙ্গে মাত্র। কিন্তু এখন উদাসীন থাকিবার আর সময় নাই। বঙ্গরমণীগণ যাহাতে সতীত্ব সুজননীত্ব ও সুগৃহিনীত্ব প্রভৃতি পবিত্র পদ হইতে পরিভ্রষ্ট না হন সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগেই পুরাকালে আর্য্যনারীগণ যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পাটীগণিত ও লীলাবতী গ্রন্থ লেখেন। মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী তত্ত্বজ্ঞানময়ী ছিলেন, যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিতণ্ডা হয়, তখন তিনি মধ্যস্থ হয়েন। মিহিরের পত্নী খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন। খনার বচন আজিও বিখ্যাত। মহাকবি কালিদাসের পত্নী বিদ্যতমা বিশেষ বিদুষী ছিলেন। তাঁহার প্রশ্নোত্তরেই কালিদাস বলিয়াছিলেন অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ। ঐ চারিটী শব্দই কালিদাসের চারিখানি সুপ্রসিদ্ধ কাব্যের আদ্য শব্দ। চিতোরের রাণী মিরাবাই জয়দেবের ন্যায় মধুরকান্ত কবিতাবলী লিখিয়া কবিগণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী পদ্মাবতী চৌষট্টি শিল্প ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা জানিতেন। অধিক দিনের কথা নহে কাশীতে হটীবিদ্যালঙ্কার নামে এক বিদুষী নারী টোলে পড়াইতেন ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। তিনি স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। মালাবারে চারিজন সহোদরা ভগিনী

নানাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। এই ভগিনীগণের মধ্যে আত্তির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অবিবাহিত থাকিয়া চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিয়া নীতি কাব্য দর্শন ভূগোল চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তক এখনও উক্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহার অন্যান্য ভগিনীরাও নীতি ও অন্যান্য বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। দশকুমারচরিতে লেখে স্ত্রীলোকেরা বিদেশীয় ভাষা চিত্রবিদ্যা নৃত্যগীত, নাট্যশালার অভিনয় ও গণনা আয়ব্যয় বিষয়ক গণিত, তর্কবিদ্যা, বাক্যবিন্যাস, পুষ্পবিদ্যা, সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণ এবং নানারূপ জীবিকানির্ব্বাহক অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সুতরাং দেখুন এই ঐতিহাসিক যুগেই ভারতে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ সর্ব্বতোমুখী হইয়াছিল। আর আর্য্যনারীগণ পূর্ব্বে যথার্থ বীরমাতা ও বীররমণী ছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্রের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত কয়েকপংক্তিতেও সেদিনের রাজপুত ও মহারাষ্ট্র-রমণীগণের বিবরণই বিবৃত হইয়াছে।

"এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনীসকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে;
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া,
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া;
সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।

কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
মহারাষ্ট্রবামা রাজোয়ারা নারী;
অরাতিবিক্রমে পরাজিত হলে,
চিতানলে যারা তনুদিত ঢেলে
পতি পিতা সুত সংহতি ল'য়ে।"

স্পার্টা দেশে মাতা যুদ্ধোদ্যত পুত্রকে বলিতেন "বৎস! হয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিও নতুবা যেন তোমার ছিন্নমস্তক চর্ম্মোপরি আনীত হয়। ভারতেরও আদর্শ "পৃষ্ঠে নাই অস্ত্রলেখা"। রাজপুত ও মহারাষ্ট্ররমণীগণ পতিপুত্রকে বলিতেন "হয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইও নতুবা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে অনন্ত স্বর্গলাভ করিও। সমরে পরাঙ্মুখ হইলে তোমাদের মুখও দর্শন করিব না। রাজপুতবালা যুদ্ধপলায়িত স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বুন্দির রাণী যুদ্ধে আপনার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সুখী হইয়াছিলেন। ইতিহাসে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে।

গৃহলক্ষ্মী।

লক্ষ্মীছাড়ার মত গাল নাই। মরণের পর যবনিকান্তরালে কি ঘটিয়া থাকে জীবিতাবস্থায় তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। কিন্তু যাঁহার গৃহলক্ষ্মীশূন্য, ইহজগতেই তাঁহার অদৃষ্টে নানা অসুখ, অসংখ্য যাতনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

গৃহস্বামী অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন—কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়?—তাঁহার অভাব কিছুতেই ঘুচে না! তাঁহার গৃহে যাহার প্রয়োজন নাই পূর্ব্বেই তাহার জন্য অর্থ ব্যয়িত হইতেছে কিন্তু যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহার জন্য অর্থাভাব হইতেছে। আবার কুবেরের ভাণ্ডার পাইয়াও কাহার সুখ নাই—গৃহে নিত্য "ইহা নাই" "তাহা নাই" রব। যক্ষের ভাণ্ডার—সহসা ফুরাইতেছে না—কিন্তু ব্যবস্থা করিবার লোকের অভাবে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মিলিতেছে না। কখন বা একগুণ মূল্যের দ্রব্যে দশগুণ ব্যয় হইতেছে! গৃহ নিত্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। শৃঙ্খলার অভাবে গৃহে যাহা আছে প্রয়োজনকালে তাহা মিলিতেছে না—হয়ত আবার মূল্য দিয়া তাহাই কিনিতে হইতেছে।

বাড়ীতে রোগ আর ছাড়া নাই—যেন যত রোগ সব আসিয়া চিরবাসের জন্য ঘর বাঁধিয়াছে। দর্শনীর টাকা হইতে চিকিৎসক লক্ষপতি হইতেছেন, ঔষধালয়ের ঔষধ ফুরাইতেছে, কিন্তু বাড়া কিছুতেই রোগছাড়া হইতেছে না। কেমন করিয়া

হইবে? চিকিৎসক অপেক্ষা সুব্যবস্থা ও শুশ্রূষাই রোগ-নিবারণের প্রধান উপায়। কিন্তু অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলাময় সংসারে তাহার সম্ভাবনা কোথায়! এ বাড়ীতেই বা এত রোগ কেন? তাহার কারণও এই অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। আহারের দোষ, স্নানের দোষ, নিদ্রার দোষ, এবং বাতবারি-আতপসহনাদির অনিয়মে সাধারণতঃ রোগ হইয়া থাকে। ও সংসারে তাহা নিত্য ঘটিয়া থাকে—তাই রোগেরও এরূপ আধিপত্য। আর ওবাড়ীতে একবার রোগ প্রবিষ্ট হইলে তাহার প্রশমনের আশাও কম। কারণ যথাসময়ে ঔষধপথ্য সেবন এবং শুশ্রূষার সুব্যবস্থা রোগ আরোগ্যের কারণ। কিন্তু ওরূপ বিশৃঙ্খলাময় সংসারে তাহার আশা নাই।

একমাত্র গৃহলক্ষ্মীর অভাবই সংসারের ওরূপ দুর্গতির কারণ। সুগৃহিনীগণই লক্ষ্মীস্বরূপিণী। "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ" গৃহেষু এই পবিত্র ঋষিবাক্য অভ্রান্ত সত্য। ক্ষীরোদজা চপলা কমলার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। কিন্তু অচঞ্চলা সুগৃহিনীগণই যে হলাহলময় সংসারসমুদ্রোত্থিত প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী তাহাতে সন্দেহ নাই।

দীনের কুটীরেও লক্ষ্মীস্বরূপিনী সুগৃহিনীর আবির্ভাবে নিত্য সুখশান্তি বিরাজমান থাকে। ঐ দেখ—ঐ যে কয়েকখানা ক্ষুদ্র কুটীর—কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—যেন লক্ষ্মীর আবাসভূমি। মূল্যবান্ বসনভূষণে শোভিত না হইলেও ও বাড়ীর ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কান্তিতে গৃহখানি কেমন অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে। গৃহিনীর সুব্যবস্থাতে গৃহবাসীগণ মিতাহারী ও সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্য-

নিয়মপালনে অভ্যস্ত। গৃহে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। গরীবগৃহস্থের চিকিৎসার ব্যয় করিবার শক্তি নাই এবং গৃহিণীর গুণে তাহা আবশ্যক হয় না। ধনবান্‌গণ চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় করিতে কাতর না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সুখের জীবনে রোগের যাতনা আরও সুদুঃসহ। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ সুগৃহিনী লাভে সক্ষম হইলে তাঁহারা রোগযাতনা হইতে অনেক পরিমাণে বিমুক্ত থাকিতে পারেন।

আরও আশ্চর্য্য! ঐ দীন গৃহস্থের বৃহৎ পরিবার অথচ সামান্য আয়—তথাপি অভাব নাই। কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। বাড়ীতে একখানি ক্ষুদ্র বাগান। তাহাতে শাকসবজী তরিতরকারী ফলমূল প্রভৃতি গৃহব্যয়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত জন্মে। সুতরাং সে সমুদায়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে গৃহস্বামীর কিছু লাভ হইয়াথাকে। বাড়ীর ছেলেমেয়েগণ এমন সুশিক্ষিত যে বাগানের তত্ত্বাবধানের জন্য স্বতন্ত্র মালীর প্রয়োজন হয় না। তাহারাই বাগান দেখে। ছেলেমেয়েরা বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে—কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে হয় নাই—সুশিক্ষিতা গৃহিনী এবং গৃহস্বামী তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। তাহারা স্বাস্থ্যতত্ত্বব্যায়ামধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অতিসুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মিষ্ট শান্তস্বভাব ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। তাহারাই যথার্থ শিক্ষালাভ করিয়াছে। বড়ছেলেটী এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে, এতদ্দিন পরে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। গৃহিণী এবং কন্যাগণ সূচিকর্ম্ম ও নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে

অতিশয় নিপুণ। জামাযোড়া প্রভৃতির জন্য গৃহবাসিগণকে কখন দরজীর শরণাপন্ন হইতে হয় না। বরঞ্চ গৃহপ্রস্তুত শিল্প-দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে গৃহস্বামীর কিছু সাহায্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বালকবালিকা হইতে গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। ওবাড়ীর দ্বার হইতে দুস্থ ভিখারী কখন বিমুখ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। উহাদের সদ্ব্যবহারে প্রতিবাসীগণ বিমুগ্ধ। উহাদের সহিত কাহারও কলহ নাই এবং উহারা কলহ জানে না। এ সমুদায়ই ঐ কুটীরবাসিনী গৃহিনীর প্রভাবে। তাই অনেক অশিক্ষিতা নারী বলিয়া থাকে ও বাড়ীর গিন্নি যাদু জানে। হাকিম উকিল প্রভৃতির পত্নীগণ ভাবিয়া আকুল—তাঁহাদের স্বামীগণ "কেষ্ট বেষ্ট" হইয়াও যাহা করিতে না পারেন ও বাড়ীর গিন্নির স্বামী সামান্য ২৫৲ টাকা বেতন পাইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক করিতেছেন। উহাঁর এই সামান্য আয় হইতে আবার দান ও সৎকার্য্যে ব্যয় আছে। কিন্তু শৃঙ্খলা সুব্যবস্থা ও অপব্যয়ের অভাবেই যে ঐ ক্ষুদ্র কুটীরেও লক্ষ্মী চিরবিরাজমানা, উহাই যে তাঁহার যাদু, তাঁহাদের মধ্যে বসনভূষণপ্রিয়া অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন না। ঐরূপ সুগৃহিনীই এই দুঃখদৈন্য ও আধিব্যাধি প্রপীড়িত সংসারের সুখশান্তি-বিধায়িনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। যে শিক্ষায় প্রভাবে বঙ্গনারীগণ এরূপ সুগৃহিণী হইতে পারেন সর্ব্বপ্রযত্নে স্ত্রীগণের সেইরূপ সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

———

সংসার সম্রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য।

১

—— o:*:o ——

নারীগণ পুরুষদের নিয়ামক। পুরুষ নারীকে যথেষ্ট সম্মান করিতে বাধ্য। হিন্দু পরিবারে নারীর স্থান অতি উচ্চে। সংসার হিন্দু স্ত্রীর খাসদখলে। হিন্দু স্ত্রীগণ সংসারের সম্রাজ্ঞী। কর্ত্তা গৃহিণীর পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন না। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ত্রীর সম্মান করিতে বাধ্য। কর্ত্রীর অবমাননায় মা লক্ষ্মীর অবমাননা। কিন্তু সংসারসম্রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য বড় কঠিন। পরিবারের প্রত্যেক লোকের সুখদুঃখের জন্য তিনি দায়ী। সংসারের শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলার জন্য তিনি দায়ী।

নারীর কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত—পুরুষের অপেক্ষাও বিস্তৃত। যে সেবাধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম নারীকে সুসম্পন্ন করিতে হয়। পুরুষের ন্যায় নারীর দুশ্চর তপস্যা বা কোন কৃচ্ছ্র সাধনের আবশ্যক নাই। পতিপূজা ও এই সেবাধর্ম্মের যথাযথ প্রতি-পালনেই নারীর স্বর্গ ও চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।

সন্তান পালন ও সন্তানসন্ততির সুশিক্ষাদান নারীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে নারীর বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত। কারণ মাতৃস্তন্যের সহিত জননীপ্রদত্ত শিক্ষা সুকুমার শিশুহৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হয়। আর ছেলেবেলায় যে যেরূপ শিক্ষিত হয়, বড় হইলেও সেই শিক্ষার প্রভাবই তাহার চরিত্রে দৃষ্ট হয়। The Child is father of the man. মাতৃপ্রদত্ত

শিক্ষার দোষগুণের উপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করে। পৃথিবীর সকল স্থানেই জননীপ্রদত্ত সুশিক্ষার গুণে অনেক নরনারী ধনমান ও সম্পদের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। নারীর স্নেহময়ী গণেশজননী মূর্ত্তি যথার্থই বড় সুন্দর। স্নেহবাৎসল্যে স্তনে ক্ষীর ঝরিতেছে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব সুধাধারাসম সেই ক্ষীরধারা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। নারীর প্রাণমনস্নিগ্ধকারিণী দ্বিতীয় মূর্ত্তি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতে অমৃতান্ন বিলাইয়া নারীগণ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুধার্ত্ত জীবগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন। একদিন ছিল যখন রাজরাণীও রন্ধননিপুণা না হইলে তাঁর আর নিন্দা রাখিবার স্থান হইত না। এখন দেশে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন উপস্থিত, বিলাসলালসার অতিবৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ রমণীও এখন রন্ধন অপমানজনক মনে করেন। কিন্তু সে কেবল শিক্ষার দোষে। এখনও রন্ধননৈপুণ্য নারীগণের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। রন্ধনে অনিপুণা নারী নারীসম্মান লাভের অনুপযুক্ত। কেবল আমাদের দেশে নহে ইউরোপেও পুরাকালে রন্ধননৈপুণ্য নারীগণের পক্ষে একটী অপরিহার্য্য শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। এখনও রন্ধননিপুণা না হইলে বিলাতে নারী-গণের শিক্ষা ও গুণপনা পূর্ণতা লাভ করেনা। In English language there is no nobler word than lady. But let us go back to its origin, and what do we find? We find that it means *she that looks after the loaf*—the guardian of the bread. And to look

rightly after the loaf, must not the "lady" herself be able to make it and able to teach her maids how to make it ? Most certainly. ইংরেজী ভাষায় lady অর্থাৎ ভদ্রমহিলা অপেক্ষা মহত্তর শব্দ অল্পই আছে। কিন্তু লেডী শব্দের তাৎপর্য্য কি ? যিনি রুটির তত্ত্বাবধান করেন। নিজে রুটি প্রস্তুত করিতে না জানিলে রুটির তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব। সুতরাং রন্ধননৈপুণ্য না থাকিলে লেডী এই মহত্তর আখ্যায় অভিহিত হওয়া যাইত না।

নারীর সেবাধর্ম্মানুরক্তা দেবীমূর্ত্তি বড় প্রাণমনবিমোহিনী। সমস্ত বিশ্ব প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন—ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র কে কোথায় ডুবিয়াছে তাহার স্থির নাই। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মূহূর্ত্তেও নারী সেবাধর্ম্ম বিস্মৃত নন। ঐ দেখ নারায়ণ অনন্তশয্যায় শায়িত—মা লক্ষ্মী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়া একমনে পতির চরণ সেবা করিতেছেন। কি কি সুন্দর! কি পবিত্র!

গৃহিণীরূপে কুটুম্বিতা লোকলৌকিকতা এ সকল নারীগণের কর্ত্তব্য। আর নারীহৃদয়ত দয়াপ্রস্রবন। দুঃখীর দুঃখ বিমোচন ও পীড়িতের শুশ্রূষায় নারীগণ পরমানন্দ লাভ করেন। সুভদ্রা সত্য বলিয়াছিলেন—

রোগে শান্তি দুঃখে দয়া,
শোকেতে সান্ত্বনাছায়া,
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ?

সংসারের সুখসুশৃঙ্খলাবিধান এবং আয়ব্যয়ের সুব্যবস্থা এ সমুদয়ও নারীর কর্ত্তব্য। নারী এরূপ সুব্যবস্থামত সাংসারিক সমস্ত কার্য্য চালাইবেন যেন কোন জিনিসের অপ্রতুল না হয়। যেন নাই নাই রব শুনিতে না হয়। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি যেন অভাব অনুভব করিতে না পারে। শ্বশুরশাশুড়ী যেন বধূমাতার উপর সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। দেবপূজা দেববিগ্রহের সেবা যেরূপ রমণীর কর্ত্তব্য সেইরূপ শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবা নারীর নিত্য কর্ত্তব্য। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, অঙ্গন ও গৃহাদির পরিমার্জ্জন, পাকের বাসন ও অন্যান্য গৃহসামগ্রীর পরিষ্করণ নারীগণের প্রাতঃকৃত্য। তাহার পর স্বাস্থ্য বুঝিয়া স্নান, পুষ্পচয়ন, শিবগড়ান, চন্দনঘষা, পূজা-পুষ্পের শয্যা, দ্বিতীয় প্রহরের কর্ত্তব্য। এই সময়ে শিশুবালক-বালিকা রোগী নববধূ এবং গর্ভিণীস্ত্রীগণের আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। নারীর দিবাভাগের অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইতি-পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে।

আমাদের দেশের স্ত্রীগণের প্রধান দোষ স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা। কিন্তু শরীর ধর্ম্মসাধনের মূল। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শরীর বা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ-প্রদান নারীগণের বিশেষ কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে রোগ অবহেলা করিয়া নারীগণ আজীবন রোগযাতনা ভোগ করেন এবং প্রথমে অগ্রাহ্য করাতে ও গোপন রাখাতে অনেক সময় অনেক নারীর রোগ শেষে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অতি প্রয়োজনীয়। আর গৃহলক্ষ্মী-

গণই সর্ব্ববিধ পরিস্কারপরিচ্ছন্নতার কর্ত্রী। পতির মনোরঞ্জনের জন্য বেশভূষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বেশভূষা বিলাসলালসায় পরিতৃপ্তির জন্য নহে তাহা যেন মনে থাকে।

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। সতীশিরোমণি সীতা ত্যাগের জীবন্ত মূর্ত্তি। সে সীতাও সোনার হরিণ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। সোনার আবার হরিণ হয়? মা লক্ষ্মীগণ সুবর্ণ হরিণলাভের ন্যায় তোমাদের যেন কোন অবৈধ বুদ্ধি না জন্মে।

তোমাদের আর একটী অপবাদ—এ অপবাদ এ কালেই বেশী শুনা যাইতেছে, তোমরা ঘরভাঙ্গা। যে নারীগণ দয়ার বন্ধনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবমণ্ডলীকে বদ্ধ করেন, তাঁহারা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সোনার সংসার ছারখার করিয়া দেন, এ বিসদৃশ ব্যাপার বড়ই অসহ্য। ভরতের ন্যায় সোনারচাঁদ ছেলে না থাকিলে পাপিনী কৈকেয়ী সোনার অযোধ্যা ছারখার করিয়া দিত। কিন্তু সেকালে কালেভদ্রে কখন একটী কৈকেয়ী দেখা যাইত কিন্তু এ কালে কৈকেয়ীর সংখ্যা বড় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আশা করি কুললক্ষ্মীগণ এ ভয়ঙ্কর অপবাদ হইতে আপনাদিগকে নির্ম্মুক্ত রাখিবেন।

" বিদ্যাশিক্ষা স্ত্রীলোকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর পিতাভ্রাতা-প্রভৃতি অভিভাবকগণের নারীগণকে যথোপযুক্ত সুশিক্ষা দেওয়া উচিত। শিল্পকার্য্যে ও চিত্রবিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করা রমণীগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সূচিকার্য্যে নৈপুণ্য লাভ না করা বড়ই লজ্জার কথা। পূর্ব্বকালে উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রী-

গণকে নৃত্যগীতে নিপুণা হইতে হইত। এখনও নৃত্যগীত সুকুমার শিল্পকলার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। নৃত্যগীতে সুশিক্ষা লাভ করিলে যে গুণময়ীর গুণের পূর্ণতা লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিপবিত্র নৃত্যগীতও অনেক সময়ে পাপের জনয়িতা হয়। তাই বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া স্ত্রীগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়া উচিত।

নারীগণের অনেক বিষয় জানা থাকা আবশ্যক। পূর্ব্বে শিশুদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কবিরাজের শরণ লইতে হইত না। এ পাতার রস সে শিকড়ের রস এইরূপ নানাপ্রকার টোট্‌কাতে পুরস্ত্রীগণ পূর্ব্বে গৃহেতেই বালরোগের চিকিৎসা করিতেন। তাহাতে বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ হইত। কারণ শিশুগণ অন্য-চিকিৎসার উপযুক্ত নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন অনেক নারী বালরোগচিকিৎসার প্রাচীন প্রণালী অবগত নন। জগতের সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে দিন দিন উন্নতিলাভের আশা করা যায়। আমাদের নারীগণের অবনতি হউক কদাপি এরূপ বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি নারীগণ এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি অভ্যাস করিবেন।

ব্রত নিয়ম ও পালপার্ব্বণে কি কর্ত্তব্য তাহাও এখন অনেক স্ত্রীলোক জানেন না। কোন সময়ে কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় অনেকে তাহা অবগত নন। সাধারণ ব্রতকথাদি পূর্ব্বে প্রায় সকল রমণীই জানিতেন কিন্তু এখন অনেকেই জানেন না। আশা করি তাঁহাদের এ সমুদায় বিষয়ক অজ্ঞতাও দূর হইবে।

আচার রক্ষা নারীগণের বিশেষ কর্ত্তব্য। আচার রক্ষা সদাচার ও পবিত্রতারক্ষার নামান্তর মাত্র। কিন্তু আচার নামে যে কতক্‌গুলি কুসংস্কার সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

ধৈর্য্য ও সংযম সংসারে অমূল্য পদার্থ। কলহবিবাদে সুখের সংসার অতিশয় অসুখের হইয়া উঠে। কিন্তু একটুকু ধৈর্য্য ও একটুকু সংযমে সব শীতল হইয়া যায়। অন্ততঃ একপক্ষও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সংযত হইতে পারিলে সংসারে বিবাদবিসম্বাদ অসম্ভব হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়সেবা পশুধর্ম্ম। কিন্তু সৃষ্টিরক্ষার জন্য যে পরিমাণ ইন্দ্রিয়সেবা আবশ্যক তাহা ধর্ম্মসঙ্গত। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ তিথি ও পর্ব্বাদিতে ইন্দ্রিয়সেবন অবৈধ অহিতকর ও অধর্ম্ম।

অন্যান্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পুরুষ ও নারীর পক্ষে সাধারণ। পুরুষের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম ও বৈধ নারীর পক্ষেও তাহা ধর্ম্ম ও বৈধ। মানুষের পক্ষে যাহা অবৈধ ও অধর্ম্ম মানুষীর পক্ষেও তাহা অবৈধ ও অধর্ম্ম।

———:*:———

জামাই ষষ্ঠি।

—— :*: ——

কুলশীল ও বিদ্যাবিনয়াদিগুণসম্পন্ন সৎপাত্রে কন্যাভগ্নী-প্রভৃতির সম্প্রদান করা উচিত। জামাতৃসম্বন্ধে কয়েকটী অবশ্য-জ্ঞাতব্য তত্ত্বের জন্য আমারা নিম্নে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উপাধ্যায় ব্রহ্ম-বান্ধবের জামাইষষ্ঠি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াদিলাম।

জামাই হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাতানো সম্পর্কেও কেহ কখন আমাকে জামাই বলিয়া ডাকে নাই। আর এ কাঠা-মোয় যে জামাই হইব সে আশাও নাই। চুল সাদা হইয়া আসি য়াছে—গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে—দাঁতগুলি হলহল করিয়া নড়িতেছে। দেহটী রস বিহীন পল্লববিরহিত পাদপের ন্যায় কোন প্রকারে তিষ্ঠিয়া আছে। বসন্তের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিয়া উঠে না। বিহগকূজন আর প্রাণকে আলোড়িত করে না। এখন প্রাণে যা মাঝে মাঝে সাড় হয় তাহা কেবল কাঠঠোকরার ঠকৃঠকানির জ্বালা বই কিছু নয়।

এত রসহীন এত শুষ্ক তবুও ষষ্ঠিবাটার ঘটায় মন পুলকিত হইয়া উঠে। ল্যাংড়া বোম্বাই মধুফলে বা বাগবাজারের রসগোল্লায় বা কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ায় আমার মন যে উথলিয়া উঠে তাহা নহে। আমি ধ্যানবলে মাতৃরূপিণী শ্বশ্রূঠাকরুণদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারি। ঐ কোমল হৃদয় কি দুরু দুরু দুলিতেছে—কি সকরুণ উদ্বেলনে আলোড়িত হইতেছে। নব জামতাকে আদর

করিবার জন্য শাশুড়ী ঠাকরুণ কতই না আয়োজন করিতেছেন। কত বকাবকি ঝকাঝকি ডাকাডাকি লইয়াই না ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি সদাই অচলা। এই প্রীতির কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার পুলকরোমাঞ্চ হয়। ঐ প্রীতি কি অপত্যস্নেহ? তাহা ত বটেই। কিন্তু উহাতে অন্য ভাবও সংমিশ্রিত আছে। আমার প্রাণপ্রতিম কন্যাকে সৎকুলে প্রদান করিয়াছি। আমার দুহিতা সেই কুলীন পরিবারের অলঙ্কার-রূপে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিবে। অবশেষে জননীরূপে সেই কুলরক্ষা করিবে। ইহা কি কম গর্ব্বের কথা! এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত সম্প্রদানের কথা মনে করিলে স্বাভাবিক ক্ষুদ্র স্নেহ বড়ই এক উদারভাব ধারণ করে। সেই উদারভাব জামাইষষ্ঠির দিন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

এই শুভদিনে কুলশীলসম্পন্ন সৎপাত্র আসিবেন। তিনি আত্মজার বর। আজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কত আমোদ। শ্যালিকারা ঠাট্টাতামাসা করিয়া জামতার প্রাণ মধুমাখা করিয়া তুলিবে। আর ব্রীড়াময়ীলতারূপিণী নববধূ আজ কি এক অজানিত আনন্দে বিবশা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছাসের মধ্যে ঠাকরুন উপবাসী থাকিবেন। তিনি ষষ্ঠিপূজা করিবেন। এ আনন্দের ভিতরে আবার উপবাস কেন—পূজা কেন—বিধিনিষেধের বাঁধাবাঁধি কেন? ষষ্ঠিপূজা ও নারায়ণের উপাসনা না হইলে আমোদপ্রমোদ সমস্তই বৃথা হইবে।

হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ। সংসাররক্ষার মহাব্রতে আমার ভোগসুখকে বলিদান দিতে হইবে। ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য।

তাই হিন্দুর গৃহে উদ্বেলযৌবন দম্পতীর চাপল্যকে ধর্ম্মবিধির দ্বারা সংযত করা হয়। দাম্পত্যের মধুর ভাববিলাস যাহাতে মঙ্গলময় জনকত্বের গাম্ভীর্য্যে পরিণত হয় তাহারই জন্য এই উপবাস— এই ষষ্ঠিপূজা। কন্যাসম্প্রদান যাহাতে সফল হয় তাহারই জন্য এই উৎসবের দিনে শ্বশুরশ্বাশুড়ী নবদম্পতী শ্যালকশ্যালিকা আত্মীয় কুটুম্বিনী সকলে ষষ্ঠিমাতার শরণাপন্ন হন ও তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া উৎসবের আনন্দ ভোগ করেন। বিবাহযজ্ঞে যে লোকরক্ষারূপ মঙ্গলকামনা করা হইয়াছিল তাহারই সিদ্ধির জন্য সুখময় ষষ্ঠিবাটা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ অত চিন্তা করিয়া তাঁহার ষষ্ঠিবাটার আয়োজন করেন না বটে কিন্তু তিনি হিন্দুরমণী—তাঁহার ঐ মঙ্গলসংস্কার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। স্বভাবতই ঐ উৎসবের দিনে তাঁহার এক অভূতপূর্ব্ব উদারপ্রীতির সঞ্চার হয়। সেই প্রীতি যে বুঝিতে পারে সেই জানে যে হিন্দুর আদর্শ কি উচ্চ।

ষষ্ঠিবাটার মত অনুষ্ঠান আর কোথাও দেখা যায় না। হে সংস্কারক—একবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে হিন্দুর আচারব্যবহারগুলি দেখ। অনেক আবর্জ্জনা আছে সত্য—আর আবর্জ্জনা কোথায় বা নাই —কিন্তু দেখিবে হিন্দু আসলে খাঁটি সোণা।

—:*:—

নববধূ।

——:*:——

নববধূর কর্ত্তব্য বড় কঠিন। নববধূর সবই নূতন। আজন্ম-পরিচিত ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া চির অপরিচিত গৃহসংসার ও পরজনকে আপনার করিয়া লইতে হয়। "এরা পরকে আপন করে আপনারে পর"। পরকে আপনার করি-করিবার কার্য্য সহজ নহে। কিন্তু কঠিন হইলেও বধূর একর্ত্তব্য অপরিহার্য্য।

কিন্তু বিধাতার বিধানে পরিবর্ত্তন অলক্ষিত ভাবে ক্রমে ক্রমে সহজেই ঘটে। এক রাত্রের মধ্যে নববধূর যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সাহিত্যরথী শ্রদ্ধেয় ৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার একটী সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

"কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ। দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালার দুরন্ত ছুঁড়ীরা ধুলোখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গরুকে গাল দিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ি গালি দিয়া পালাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পর দিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বের দুরন্ত ছুঁড়ি নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটী, এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার

প্রতি চাহিল। মার চক্ষে জল আসিল। নববধূ মুখাবনত করিল, কান্দিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল। উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্ব রাত্রের উচ্ছিষ্ট পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল। কত আলো কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন। এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাড়, ছেড়া পাতা। নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটী দুর্ব্বল কুক্কুরী—নবপ্রসূতি পেটের জ্বালায় শুষ্ক পত্রে ভগ্ন পাত্রে আহার খুজিতেছে। নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্করীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন। নববধূ পূর্ব্বমত আর দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল! পিতা বলিলেন ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুরভোজনই হইয়া থাকে” রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছ, অদ্য আবার এ কেন মা! নববধূ কথা কহিল না। কহিলে হয়ত বলিত “এ কুক্কুরী সংসারী।”

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল আর দুই তিন দিন পূর্ব্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল “মা লুচি নেব? মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন “কেন মা আজ

চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা, তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেওত জিজ্ঞাসা করে নাও না, আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হলে? আমায় পর ভাবিলে?' বলিয়া মা কান্দিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল "না মা! বলি বুঝি কার জন্য রেখেছ।" নববধূ হয়ত মনে করিল, পূর্ব্বে আমায় "তুই" বলিতে আজকেন তবে আমায় "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য। নববধূর মুখশ্রী একরাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাস থাকে। এতদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কোচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম।"

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু সম্রাজ্ঞী ননন্দৃষু। ইহাই বিবাহে নববধূর প্রধান আশীর্ব্বাদ। অপরিচিত সংসারে আসিয়া নববধূকে শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ননদ প্রভৃতি সংসারের সকল ব্যক্তিরই এরূপ মন জোগাইয়া চলিতে হইবে যে শ্বশুরাদি সংসারের সকল ব্যক্তির উপরই প্রভাব-বশতঃ যেন তিনি সম্রাজ্ঞীস্বরূপা হইতে পারেন। সুশিক্ষিতা সৎরমণীগণ যথার্থই বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া সংসার সম্রাজ্ঞীর পদলাভ করিতে সমর্থ হন। আর "বামাঃ কুলক্ষয়াঃ" আর গুরুশুশ্রূষাপ্রভৃতি কার্য্যে প্রতিকুলাচারিণী নারীগণ পতিকুল ও পিতৃকুলের মনোব্যথার কারণ হন।

খেলাঘরের খেলা ফেলিয়া বিবাহান্তে নারীগণকে সত্যঘরে আসিয়া ঘর করিতে হয়। পুতুলের খেলা ফেলিয়া মানুষ লইয়া সত্য সংসারখেলা খেলিতে হয়। নকল অপেক্ষা আসল কঠিন, মিথ্যা অপেক্ষা সত্য কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই বলিতে ছিলাম নববধূর কার্য্য বড় কঠিন।

পতিকুল ও পিতৃকুলের সম্মান যাহাতে রক্ষা হয় এরূপভাবে নববধূর কার্য্য করা উচিত।

নারীর পতিপূজারূপ পুণ্যব্রতের এই সবে আরম্ভ। সুতরাং পতিতে যাহাতে দেবভক্তি জন্মে সেজন্য নিত্য অনুশীলন আবশ্যক। সাধনার পথে অবিচলিত ভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষনয়া মাস্ম প্রতীপংগম কালিদাসের এই অমূল্য উপদেশ নববধূর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। ভর্ত্তা প্রতিকুলাচরণ করিলেও তুমি ক্রোধবশতঃ কখন তাঁহার প্রতিকুলাচরণ করিও না। ওগুলি তোমার সমাধির বিঘ্ন। সতীত্ব নারীর চিরবাঞ্ছনীয়। তোমার পুণ্যপুকুর ব্রতের

"আমি সতী নিরবধি,
ভাইয়ের বোন ভাগ্য বতী,
সোয়ামী উরে পুত্রকোলে,
মরি যেন জাহ্নবীজলে,
থাকতে যেন শুনি না আমি বন্ধুলোকের মরণ,
মলে যেন পাই আমি শিবদুর্গার চরণ।

বাল্যের সেই সরল বাসনা যেন নিজ জীবনে, পূর্ণহয় এই

আশীর্ব্বাদ করি। যাঁহারা শক্তিমতী তাঁহাদের নিকট অবশ্য আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক আশা করি। বধূগণ তোমরাইত কালে আবার গৃহিণী হইবে, তোমরাইত কালে আবার জননী হইবে, তাই আমাদের একটী অনুরোধ পালন করিও—কন্যাপণের অত্যাচারে আজ হিন্দুসমাজ জর্জ্জরিত। কন্যাবিবাহে কত পিতা সর্ব্বস্বান্ত। তোমরা যখন গৃহিণী হইবে, জননী হইবে, তখন এই অবৈধ কন্যাপণ—পুত্রবিক্রয় বা বিবাহ-ব্যবসায়ের অত্যাচার নিবারণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিও।

বধূ অতি স্নেহের সামগ্রী। শ্বশুরশ্বাশুড়ীর নববধূর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন বিশেষ আবশ্যক। পতিগৃহই যাহাতে সহজে নববধূ আপন গৃহ বলিয়া মনে করিতে পারে, মায়ামমতা ও সদ্ব্যবহারে যাহাতে পিতৃগৃহ স্মরণ করিতে না পারে পতিকুলের সকল ব্যক্তিরই নববধূর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা উচিত।

আর বধূর শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন ও তাঁহাদের যথোচিত সেবাশুশ্রূষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পতি পরম গুরু—শ্বশুর শ্বাশুড়ী আবার সেই পরম গুরুর গুরু। সুতরাং কোন প্রকারে তাঁহাদের প্রতি অসম্মান বা অবহেলা করা উচিত নহে। বড়ই দুঃখের বিষয় এখন অনেক হিন্দুস্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি বিশেষ অসদ্ব্যবহার করেন। ভক্তিশ্রদ্ধা করা বা তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করাত দূরের কথা, শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়েন না। অনেকে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে বিশেষ কষ্ট দেন। ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা। আশা করি

বিশ্বপূজিতা ভারতরমণীগণ আপনাদিগকে এ অপবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত করিবেন।

"যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।"

অতএব মা-লক্ষ্মীগণ! সর্ব্বদা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবে। আবার নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী প্রধান কথা তোমাদিগকে বলি। যাবজ্জীবন আপন সতীত্ব রক্ষা করিবে। স্বামী কৃতী হউক বা অকৃতী হউক, তাহাকে অন্তঃকরণের সহিত স্নেহ ও ভক্তি করিবে। অন্য পুরুষের প্রতি মননও মহা পাপ। পতিই জ্ঞান, পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহ ইহাই মনে করিবে। এত দ্ব্যতিরেকে পুত্রকন্যাকে সমানরূপে স্নেহ করিবে। পিতা-মাতা শ্বশুর-শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাশুর ও অন্যান্য গুরুতর লোককে সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও দেবরাদিগকে পুত্রবৎ দেখিবে। দাসদাসীদিগকে কখন নিগ্রহ করিবে না। জ্ঞাতি ও পল্লীস্থ কাহারো হিংসা করিবে না। স্বামী ধনী অথবা কৃতী হইলেও অহঙ্কার করিবে না। ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অথবা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দম্ভ ত্যাগ করিবে। আপন ক্ষতি হইলেও অন্যের সহিত কলহ করিবে না। কাহাকেও কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবে না। জ্ঞাতিকুটুম্ব ও সুহৃদ্গণ ক্লেশে পড়িলে সাধ্যক্রমে সাহায্য করিবে। অনাথ, দীন, দরিদ্র লোক দৃষ্টিগোচর হইলে, শক্তি অনুসারে দুঃখ মোচন করিবে। কখনও ব্যাপিকা হইবে না, অভিমান প্রকাশ না করিয়া, সকলের প্রতি সর্ব্বদা নম্রভাবে ব্যবহার করিবে। যে স্ত্রীলোক এই

সকল সাংসারিক ধর্ম্ম করেন, তাঁহার যশঃ চিরকাল সংকীর্ত্তিত হয়—তিনি পরকালে পরমগতি প্রাপ্ত হন।

নববধূ সীতাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় রাজর্ষি জনক যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমারা সেই উপদেশেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিবঃ——

"শ্বশুর, শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগদ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি॥
সুখদুঃখ না ভাবিও যা থাকে কপালে।
স্বামীসেবা সীতা না ছাড়িও কোন কালে॥

কুমারীর শিবপূজা।

——০:*:০——

পুণ্য বৈশাখমাস্। প্রাতঃস্নাতা পট্টবস্ত্রপরিধানা কুমারী একমনে ভক্তিভরে শিবপূজা করিতেছেন। কি একাগ্রতা! মহেশ্বরে কি পরানুরক্তি! কিন্তু কুমারীর কামনা কি? প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়া কেহইত কখন কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না? মনোমত পতিলাভই কুমারীর কামনা। কুমারীর মনোমত পতি কে? ভূতভাবন ভবানীপতিই কুমারীর আদর্শ-স্বামী। কি আশ্চর্য্য!—

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

পতি রূপবান্ হউন ইহাই কন্যার কামনা, জামাই ধনবান্ হউন ইহাই কন্যার মাতার বাসনা, জামাতা বিদ্যাবিজ্ঞানাদিসমন্বিত হন কন্যার পিতা ইহাই ইচ্ছা করেন, আর কন্যার আত্মীয়স্বজন ইচ্ছা করেন পাত্রটী সৎকুলসম্ভূত হউন? আর অপর সাধারণ বিবাহে ভূরি ভোজন আশা করেন। যাঁহার পাঁচটী মুখ, তিনটী চোখ, শিরে জটা তাঁহার আবার রূপ কোথায়? পরিতে বসন মিলেনা—দিগম্বর—তাহাতেই শিব যে কিরূপ বিত্তশালী তাহা বুঝা যাইতেছে। আর প্রমথ-ভূত প্রেত যাঁহার সহচর তাঁহার যে বিদ্যার দৌড় কত দূর তাহা সহজেই অনুমেয়। কুলের কথা—জন্মের ঠিক নাই—তাহা হইতে শিবের কুলের পরিচয় পাওয়া

যাইতেছে। অতএব বরে লোকে যে সমুদায় গুণের অনুসন্ধান করে কই তাহার একটীওত শিবে দেখিতে পাইতেছি না। তবে কুমারী কি গুণে মুগ্ধ হইয়া শিবকে আদর্শপতি স্থির করিয়াছেন? তাহার উত্তর আমরা সতীর মূর্ত্ত্যন্তর আদর্শসতী পার্ব্বতীর কথায় দিতেছি।

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥
বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা॥
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগীবা
গজাজিনালম্বী দুকূলধারীবা।
কপালী বা স্যাদথবেন্দুশেখরম্
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্ম রজো বিশুদ্ধয়ে॥
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্ন দিগ্বারণবাহনো বৃষা॥
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্র মন্দার রজোঽরুণাঙ্গুলী।

* * *

যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং
কথংস লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি॥

যাহারা মূঢ় তাহারাই মহাজনগণের অলোকসামান্য দুর্ব্বোধ-কারণক চরিত্রের নিন্দা করিয়াথাকে। বিপৎপ্রতীকারের জন্য অথবা ঐশ্বর্য্যকামী হইয়া লোকে গন্ধমাল্যাদি মঙ্গল দ্রব্যের সেবা করে কিন্তু যিনি স্বয়ং বিপৎত্রাতা ত্রিজগতের রক্ষাকর্ত্তা, নিরভি-লাষ তাঁহার—তৃষ্ণাদুষিত অন্তঃকরণে যে মঙ্গলসেবা বাসনার উৎপত্তি—সেই মঙ্গলসেবনে প্রয়োজন কি? তিনি অকিঞ্চন হইয়াও সম্পদসমূহের উৎপত্তিকারণ ও প্রদাতা, শ্মশানবাসী হইয়াও ত্রিলোকনাথ, সেই ভীমকান্তিকে শিব বলা হয়। পিনা-কীর চরিত্রের যথার্থমর্ম্মজ্ঞ পুরুষ নাই। বিশ্বমূর্ত্তি শিবশরীরের প্রকৃত অবস্থা কে অবধারণ করিবে? তিনি কখন বা বিভূষণ-বিভূষিত সৌম্যসুন্দর কখন বা ফণীফণাবিজড়িত ভয়ঙ্কর, কখন বা দুকূলধারী কখন বা গজাজিনালম্বী, কখন বা ইন্দুশেখর কখন বা কপালী। চিতাভস্ম তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শ লাভ করাতে নিশ্চয়ই অতি বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় অন্যথা তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যকালে অঙ্গচ্যুত শ্মশানভস্ম দেবগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে কেন মস্তকে ধারণ করিবেন? সত্য ভোলানাথ বিত্তবিহীন—বৃষবাহন।

দেবরাজ ইন্দ্রও অতুল সম্পদসম্পন্ন। তিনিও মদস্রাবী ঐরাবতে আরোহন করিয়া যাইবার সময় সম্পদহীন, বৃষারূঢ় ভোলানাথের যুগলচরণ মাথায় করিয়া প্রস্ফুটিত মন্দারকুসুমপরাগে তাঁহার চরণাঙ্গুলিগুলি রক্ত বর্ণ করিয়া দেন। আর এক কথা—যাঁহাকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্মকারণ বলিয়া বিদ্বানগণ মনে করেন তাঁহার জন্মের নিশ্চিয়তা কিরূপে থাকিবে? ইহাই পার্ব্বতীর উত্তর।

কথাগুলি স্পষ্ট করিয়া বলি। শিবের মত আদর্শচরিত্র পুরুষ বা দেবতা ত্রিলোকে নাই। শিব পরম যোগী—সন্ন্যাসী অথচ ঘোর সংসারী। ভোলা পার্ব্বতীর প্রেমে পাগল—প্রেমে গৌরীকে অর্দ্ধ শরীর দিয়া হরগৌরী হইয়াছেন। আশুতোষ মূর্ত্তিমান নিষ্কাম ধর্ম্ম। সর্ব্বত্র সমদর্শী যদি দেখিতে হয় তবে সে দেবদেব। অতি রমণীয় কৈলাসশিখরে, তাঁহার যেমন প্রীতি, অতি ভীষণ শ্মশানভূমিতেও তাঁহার তেমনি প্রীতি। চন্দন অপেক্ষা চিতাভস্মেই তাঁহার অধিক আদর। সুধা ও গরলে প্রভেদ জ্ঞান নাই। মহেশ্বর মহৈশ্বর্য্যবান—তাহা পাঠকপাঠিকা অবগত আছেন। অথচ সেই মহেশ ভিক্ষুক। স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহিনী, যিনি নিজে সকল সম্পদের জন্মদাতা, তাঁহার কিনা নিত্যভিক্ষা তনুরক্ষা। এমন দয়ার দেবতা আর নাই। আশুতোষ যথার্থাই আশুতোষ। "আকন্দ ফুল বিল্লপত্র ঘোলা গঙ্গারজল। তাই পেয়েই তুষ্ট হন ভোলা, মহেশ্বর।" প্রসন্ন মহেশ জীবের মঙ্গলের জন্য নিত্য বর ও অভয় হস্তে দণ্ডায়মান। জননমরণ-দোলায় জীব আর কত কষ্ট পাইবে তাই জীবের প্রতি দয়া

বশতঃ মহাদেব বিনাশকর্ত্তা। মরণান্তে জীব যত সত্বর মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবাদিদেব স্বয়ং শ্মশানে থাকিয়া প্রেতের সদ্গতি বিধানে চেষ্টা করেন। সুধা পান করিবার দেবতা অনেক মিলে কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে বিষ পানকরিতে এক নীলকণ্ঠ।

জলনিধি মন্থনে অমৃত উছালিল
যত সুর বাঁটিলি তাহে।
ভস্ম ভকত হর, হরষিত অন্তর,
প্রাসিল গরলপ্রবাহে।

আবার দেখুন—

কারণবারিপরে হরি কমলাসন
ঘৃণাকরি যেইক্ষণ হেলে।
নির্ঘৃণ ত্রিনয়ন আহলাদে সেই ক্ষণ,
শব'পরি আসন মেলে।
প্রীত কমলাপতি রতনবরপাত্রে
নর-ভালে প্রীত গিরিশ।
পুষ্পকবাহন বাসব সুরপতি
বৃষবর বাহন ঈশ।

এমন আর দেখিয়াছ কি? সর্ব্বশক্তিমান মহেশ্বর আত্মশক্তি সর্ব্বতোভাবে সংযত করিয়া নিত্য দীনের অপেক্ষাও দীন। যাহা অন্যের ঘৃণিত অস্পৃশ্য তাহাই তাঁহার গ্রাহ্য। অন্তে—

"আত্মীয় স্বজন যারা
জানিহে ত্যজয়ে তারা"।

কিন্তু ভোলানাথ, শ্মশানসাথী পরম বান্ধব। এরূপ আদর্শ চরিত্র পুরুষ কুমারীর পতির আদর্শ না হইয়া আর কে হইবে?

মানবের ভোলানাথের চরিত্রাদর্শে নিজ জীবন গঠিত করা উচিত। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া স্বাস্থ্য বীর্য্য ও সংযম-ধনে ধনী হওয়া উচিত। তাহার পর তপস্যা ও যোগবলে-ঐশ্বর্য্যবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিষ্কামধর্ম্ম সাধন করিয়া মুক্তিলাভ। ভোলানাথ তাহার আদর্শ। ভোগ-বাসনা বিমুগ্ধ হইলে কখন নিষ্কাম হওয়া যায় না। ভোলানাথের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে অথচ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বজীবের মঙ্গল সাধন জীবনের ব্রত হওয়া চাই—ভোলানাথের ন্যায় নিত্য স্বসুখনিরভিলাষ বরাভিতিহস্তপ্রসন্ন হইবে। যোগবলে সৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন হইলেও ভিক্ষাজীবিকা হওয়াই মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ কল্প। সম্পদ থাকিলেই তাহার রক্ষাদিব্যাপারে বিব্রত হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হইতে হয়। এই জন্যই মহাজনগণের নিত্যভিক্ষা-তনুরক্ষা। তাঁহারা পরদিনের জন্যও কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে প্রস্তুত নন। তাইত ভোলা ভিখারী। নিষ্কাম হইয়া জীবহিতব্রতসাধন করিবে—সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাসনা বিমুগ্ধ হইবে না। তাইত, ভোলা উদাসীন। আর মানবেরও তাহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নীলকণ্ঠের ন্যায়, সন্তোষ সহকারে সংসার সমুদ্রোত্থিত হলাহল পান করিতে হইবে তবেইত অপর সকলে সুধাপান করিয়া সংসার সুধাময় করিয়া তুলিতে পারিবে। আর "আগমনিগমবেদ পঞ্চতন্ত্র কথা, পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে"। তন্ত্র আগম, নিগম,

চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিদ শঙ্করের মুখপদ্মবিনিসৃত। শঙ্করের আদর্শে মানবেরও বিদ্যাবত্তা লাভ করা উচিত।

কুমারীর বাসনা ভোলানাথের উচ্চাদর্শে তাঁহার স্বামীও যেন নিজ জীবন গঠিত করেন। ভোলানাথের মত প্রেমিক আর দ্বিতীয় নাই। প্রেমে ভোলা গৌরীকে শরীরের অর্দ্ধভাগ দান করিয়াছেন। আর ঐ দেখ সতীর যোগবিসৃষ্ট দেহ দেবদেবের স্কন্ধে। সতীর প্রেমপূর্ণ আত্মা শিবপরমাত্মে সম্মিলিত; তাই প্রেমে বিভোর ভোলা সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এরূপ ঐশ্বর্য্যবান্ বিদ্বান্ প্রেমিক উদাসীন ভিখারী পরোপকারী আশুতোষ দয়ালভোলাই কুমারীর স্বামীর উপযুক্ত আদর্শ। আর্য্য কুমারীর এ উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন।

———০:*:০———

গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

প্রাচীন কালে ভারতে আট প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল। গান্ধর্ব্ব বিবাহ তাহারই মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়াব্রাহ্ম ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"॥ সৎকুলসম্ভূত বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বরে পিত্রাদি অভিভাবক কর্ত্তৃক স্বয়ং আহ্বান করিয়া যে সাচ্ছাদনা ও সালঙ্কারা কন্যার সম্প্রদান তাহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে এবং এই বিবাহ ধর্ম্মমূলক। আজিও ভারতে যে সমুদয় সম্প্রদায় পূজ্যপাদ ও তপোধন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আর্য্য ঋষিগণের প্রচারিত পবিত্রোদারধর্ম্ম মানিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্রাহ্ম বিবাহই প্রচলিত। গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিকৃষ্ট। ভগবন্ মনু উক্ত বিবাহের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেই উহা অতি জঘন্য প্রথা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ। গান্ধর্ব্বঃ সতুবিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ"। গোপনে কন্যা এবং বর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যে মিলনসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। এই বিবাহ কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত। হোমাদি ব্যতীত এই বিবাহের বিবাহত্বই সিদ্ধ হয় না। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে অতি প্রখর সভ্যতার আলোকে যাঁহারা বিভ্রান্ত তাঁহাদের কোন্ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন প্রকারান্তরে

গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রচলিত। বর্ত্তমান যুগের কোর্টসিপপূর্ব্বক বিবাহকেই আমরা এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিতেছি। এই প্রকার ঘৃণিত বিবাহ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীগণের অনুমোদিত নয়। এই প্রকার বিবাহের বিষময়ফলে সমস্ত পৃথিবী জর্জ্জরিত। দিন দিন Divorce বা বিবাহভঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। চক্ষুর নেশা ঘুচিয়া গেলেই মনের তৃষার ঈষৎ তৃপ্তি হইলেই আবার নূতনের জন্য মন ব্যাকুল হয়। ফলে ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতা দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকের অনেক নরনারী আর বিবাহবন্ধনে আদৌ বদ্ধ হইতে সম্মত নয়।

"স্বাধীন মকরকেতু স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।

ইহাই এখন তাহাদের মধ্যে অনেকের মত এবং তদনুযায়ী কার্য্যও করিতেছে। কিন্তু ইউরোপ ও মার্কিনের অনেক বিবেচনাশীল বিজ্ঞ মহাজনের এই শোচনীয় অবস্থা অতিশয় চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আজি কয়েক বৎসর গত হইল Review of Reviewsএ পড়িতেছিলাম আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীমান রুজভেল্ট বিশেষ ভীত হইয়া বলিতেছেন যে এই প্রকারে ক্রমশ: বিবাহপ্রথা উঠিয়াগেলে এমন দিন আসিবে যখন মার্কিন প্রভৃতি দেশে নরবংশ লোপ পাইবে। লোক গণনায় দেখা যাইতেছে এখনই উচ্চ ও মধ্যবৃত্তগৃহে দিন দিন লোক সংখ্যা কমিতেছে।

বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্তার মধ্যে Courtship বা পূর্ব্বালাপ ও প্রণয় হিন্দুসমাজ অনুমোদন করে না। যৌবনে স্বভাবতই

নরনারীর প্রবৃত্তিনিচয় উদ্দাম। সে সময়ে তাহারা স্বয়ং কখন উপযুক্ত পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনে সমর্থ হইতে পারেনা। উদ্দাম প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তখন অপাত্রে আত্মবিক্রয় তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। মনু গান্ধর্ব্ববিবাহের নিন্দা করিতে গিয়া বিবাহের পূর্ব্বে আলাপ ও প্রণয়েরও বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। এবং এই প্রকার বিবাহের কুফল শকুন্তলাকে কিরূপ ভুগিতে হইয়াছিল পাঠক পাঠিকা তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছেন। আর মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর বিবাহ পর্য্যন্তও অগ্রসর হইতে হয় নাই, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহারা পাপের ফলভোগ করিয়াছিলেন তাহাও আপনারা দেখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস শার্ঙ্গরবমুখে দুষ্যন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে বলিতেছেন "অতঃ পরীক্ষ্যকর্ত্তব্যো বিশেষাৎ সঙ্গমো রহঃ। অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরি ভবতি সৌহৃদং।" অতএব বিশেষ পরীক্ষা করিয়াই গোপনে সম্মিলিত হওয়া উচিত। কারণ অজ্ঞাতহৃদয় ব্যক্তিগণ বিষয়ে এইরূপে সৌহার্দ্দও শত্রুতায় পরিণত হয়। কিন্তু মদনশরের বশবর্ত্তী হইয়া কি কখন হৃদয় পরীক্ষা করা সম্ভব? হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মমূলক। হিন্দুর পতিপত্নীতে দেবতা ও সেবকার সম্পর্ক। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে যে কখনই এরূপ জঘন্য বিবাহ অনুমোদনীয় হইতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। কামমূলক বিবাহে পতিতে দেববুদ্ধি জন্মিতে পারে না ইহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার দেখাইয়াছি।

পিত্রাদি অভিভাবক স্বভাবতঃ কন্যাদির মঙ্গলপ্রার্থী। সুতরাং সৎপাত্রে কন্যা প্রভৃতির সম্প্রদান স্বভাবতঃই তাঁহাদের আন্তরিক অভিলাষ। তাঁহারা জ্ঞানতঃ কখনও অসৎপাত্রে কন্যাদির

সম্প্রদান করেন না। সুতরাং পাত্রপাত্রীর নির্ব্বাচনভার তাঁহাদের উপর বিন্যস্ত রাখাই কর্ত্তব্য। প্রশ্ন হইতে পারে সতীকুলের ললামভূতা সীতা প্রভৃতিরও ত স্বয়ম্বর হইয়াছিল? সত্য। কিন্তু সে স্বয়ম্বর গান্ধর্ব্ববিবাহ প্রসূত নয়। সেখানেও পিত্রাদি অভিভাবকের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। আর সেখানেও ধনুর্ভঙ্গ, মৎস্যবেধ প্রভৃতি পণপ্রথায় আরও যোগ্যতর পাত্রের নির্ব্বাচনকৌশল বিহিত হইয়াছে! যে সে লোক হরধনু ভঙ্গ করিতে পারে না, সেরূপ দুঃসাধ্য মৎস্যবেধকার্য্য যাহার তাহার সাধ্য নয়। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে স্বয়ম্বর "কোর্টসিপ"পূর্ব্বক বিবাহের অনুরূপ নহে। কন্যাকর্ত্তা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত সর্ব্বস্থানের শ্রেষ্ঠ রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি এবং অন্যান্য মহাজনগণ স্বয়ংবর সভায় আগমন করিতেন। কন্যার পাণিপ্রার্থী সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের রূপশীলকুলবিদ্যাসম্পদাদির বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া একে একে সকল পাণিপ্রার্থীকে কন্যাকে দেখান হইত। কন্যা যাহাকে যোগ্যতম মনে করিতেন তাঁহারই গলদেশে বরমালা অর্পণ করিতেন।

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" কি কৌমারে, কি যৌবনে কি বৃদ্ধাবস্থায় হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে স্বাতন্ত্র্য লাভ যুক্তিযুক্ত নয়—এইত হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন। সে অনুশাসন অনুসারে গান্ধর্ব্ববিবাহ বা কোর্টসিপ পূর্ব্বক বিবাহ কখনই সঙ্গত নয়। পূর্ব্বকালেও কিরূপ শিক্ষাই কুমারীগণকে দেওয়া হইত তাহা আমরা মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। মদনশরাবিদ্ধা শকুন্তলা বাঞ্ছিত প্রেমপ্রার্থী দুষ্মন্তকে বলিতেছেন "ধর্ম্মাচরণেহপি

পরবশোঽহয়ং জনঃ।" "প্রিয় হে, বায়ু হে, ক্ষমা কর। তোমার অবিনয়ের আমি প্রশ্রয় দিতে পারিতেছি না। আমি প্রণয়ত দূরের কথা যে ধর্ম্মাচরণে সকলেরই সমান অধিকার সে ধর্ম্মাচরণেও পরাধীনা। পিতা প্রবাসে, মদনসন্তাপে দগ্ধ হইলেও আমি তাঁহার অনাজ্ঞায় কিছু করিতে পারিব না।" আমরা রামায়ণেও দেখিতে পাই বায়ু আরাম উদ্যানে দিব্য-বসনভূষণে শোভিতা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কুশনাভের শত-কন্যাকে দেখিয়া কামবশতঃ তাঁহাদের পাণিপ্রার্থী হইলে কন্যাগণ বলিয়াছিলেন—

'অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্ব্বেষাং দেবসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্ব্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে।
কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপোবয়ং।
মা ভূৎ স কালো দুর্ম্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনং।
অবমন্য স্বধর্ম্মেণ স্বয়ংবরমুপাস্মহে॥
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ নঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

আমরা সকলেই তোমার প্রভাব অবগত আছি। তুমি সকল প্রাণীরই অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক। সুতরাং আমাদের স্বভাব জানিয়াও কেন তুমি আমাদিগকে অপমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা মহর্ষি কুশনাভের দুহিতা! ইচ্ছা করিলে এক্ষণই তোমাকে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারি তবে কেবল আমরা তপস্যা সংরক্ষণের জন্যই সেরূপ করিতেছি না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! জনকই আমাদের প্রভু ও পরম দেবতা। তিনি

যাহার হস্তে আমাদিগের সম্প্রদান করিবেন তিনিই আমাদের পতি হইবেন। কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমাদিগের স্বয়ংবরা হইবার প্রবৃত্তি হউক এরূপ সময় যেন উপস্থিত না হয়।

কি যুক্তিযুক্ত তিরস্কার। কি অপূর্ব্ব আদর্শ। কন্যাগণের শেষ কথাগুলি আমাদের কুমারীগণ যেন অন্তরে গাঁথিয়া রাখেন। বলাবাহুল্য স্বয়ংবর প্রথার অযৌক্তিকতা ও অপ্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হওয়াতে কালে উহা পরিবর্জ্জিত হইল। হিন্দুর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় সতীশিরোমণি সাবিত্রী স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও পিতার আদেশমত। কামবশ্যতা বা মৈথুন্যের সম্পর্ক সাবিত্রীতে ঈষৎ মাত্রও বিদ্যমান ছিল না। পরন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মবুদ্ধি সাবিত্রীতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি বর্ষমধ্যে পতিনাশ ও বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই।